চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 168 Sunday, 19 May, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১৬৭ সংখ্যা ✱ ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, রবিবার, ১৯ মে, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কড়া বার্তার পর যখন কিছুটা ব্যাকফুটে অধীর চৌধুরী। তখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পাশে দাঁড়াতেই দেখা গেল তাপস রায়কে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

বঙ্গ জুড়ে তীব্র গরম। আর গরম থেকে স্বস্তি পেতে বহু মানুষ পাড়ি জমিয়েছে দিঘা সমুদ্র সৈকতে। ভোট উৎসবের মাঝেও দিঘায় পর্যটকের ঢল। ...বিস্তারিত পাতা ৫

মণিপুরে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের হাতে গুলিবিদ্ধ রাজ্যের উদীয়মান ডিজাইনার। গুলিবিদ্ধ ডিজাইনারকে লাইশ্রাম কুমারজিৎ বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। ...বিস্তারিত পাতা ৬

এ বারের মতো আইপিএল সফর শেষ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। পাঁচ বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এই মুহূর্তের পয়েন্ট টেবলের লাস্ট বয়। ...বিস্তারিত পাতা ৮

তৃণমূল ভুল করলে থাপ্পড় মারবেন, কিন্তু মনে রাখবেন

সিপিএমের হার্মাদরাই এখন বিজেপিতে মমতা

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ১৮ মেঃ হুগলির আরামবাগের সভা থেকে বাম আমলের সন্ত্রাসের কথা মনে করালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরামবাগের গোঘাটের শ্রীহরে গ্রাম থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার চমকাইতলা, একের পর এক পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে উপস্থিত জনতার কাছে তৃণমূল নেত্রীর আর্জি, ''তৃণমূল ছোটখাটো ভুল করলে থাপ্পড় মারবেন, আপনাদের অধিকার আছে। কিন্তু বিজেপি বা সিপিএম যেরকম গুন্ডা তাতে বাঁচতে পারবেন না। ওদের আর ফিরতে দেবেন না। মনে রাখবেন, আমি একটাই স্বার্থ বুঝি, মানুষের স্বার্থ।'' এরপরই টেনে এনেছেন বাম জমানায় সিপিএমের সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ। মমতার কথায়, আগে সিপিএমের অত্যাচারে গোঘাটে মানুষ ঘর থেকে বেরোতে পারত না। নাপিত বয়কট করা হত। হাত, পা কেটে দেওয়া হত। এখান থেকে গড়বেতার চমকাইতলা পর্যন্ত একটা রাস্তা আছে। সিপিএম ওখানে একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিল। খুন করে ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে নদীতে ফেলে দিত! দাবি করেছেন, 'লাল সন্ত্রাস' চাক্ষুষ করেছিলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রয়াত অজিত পাঁজাও। মমতার কথায়, ''চমকাইতলায় আমাদের মিটিংয়ে হামলা করেছিল সিপিএম। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত পাঁজা ছিলেন ওই সভায়। চারিদিকে গুলি চলছে। অজিতদাকে উদ্ধার করে সেদিন এই গোঘাটে এসেছিলাম। থাকার জায়গা ছিল না। মিউনিসিপ্যালিটির দুটো রুমে আমরা রাত কাটিয়েছিলাম। তাই আরামবাগকে আমি সব সময় মনে রাখি।'' শুনিয়েছেন 'গ্রাম দখলে'র কথাও। তৃণমূল নেত্রীর কথায়, ''এই গোঘাটের গোপীনাথপুর শ্রীহরে একটা মিটিংয়ে এসেছিলাম। হাজার দশেক লোক জমায়েত হয়েছিল। রাতে খবর পেলাম, গ্রামটা দখল করে নিয়ে সবাইকে খুন করে দিচ্ছে সিপিএম। রাতেই বেরিয়ে পড়ি। আমার সঙ্গে এক সাংবাদিকও ছিল। এলাকা দিয়ে যাচ্ছি, গা ছমছম করছে। পুকুরে গলা পর্যন্ত জলে ডুবে ছিল ওরা। আমাদের দেখে বলছে-দিদি দিদি আমরা এখানে। প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে রয়েছি।'' মমতার অভিযোগ, ''চারিদিকে মদের ফোয়ারা উঠছিল, আর মাংস রান্না হচ্ছিল। অনেক কষ্টে ওদের উদ্ধার করে এনেছিলাম। মনে রাখবেন, সেই সিপিএমের হার্মাদরাই আজকে বিজেপির বড় হার্মাদ!'' বাংলায় অশান্তির পরিবেশ

তৈরি করতে বিজেপি নতুন করে ষড়যন্ত্র করছে বলে এদিন অভিযোগ করলেন তৃণমূল নেত্রী। মমতা বলেন, ''বিজেপির সন্দেশখালির কলঙ্ক মানুষ আজীবন মনে রাখবে। ওরা চক্রান্ত করে। আমি জানতে পেরেছি, বাংলায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে ওরা আবার নতুন ষড়যন্ত্র করছে।'' মুখ্যমন্ত্রী জানান, মন্দির থেকে প্রতিমা সরিয়ে রাজ্যে দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে বিজেপি। এ ব্যাপারে প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশও দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''সন্দেশখালি ব্যর্থ হওয়ার পর বিজেপির এটাই প্ল্যান। মন্দিরে মন্দিরে মূর্তি সরিয়ে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বাঁধাতে চাইবে। প্রশাসনকে বলব টেক কেয়ার। যেখানে যেখানে এরকম হবে, সেই এলাকাকে দায়িত্ব নিতে হবে, যেন অশান্তি না বাঁধে। একটা মন্দিরে যদি কিছু করে সঙ্গে সঙ্গে সারিয়ে দেবেন। আমরা ওদের মতো দেবতাকে অসম্মান করি না। বাংলার শান্তি আমাদের সকলকে বজায় রাখতে হবে।'' আরামবাগে তৃণমূল এবারে প্রার্থী করেছে মিতালী বাগকে। মিতালীকে কাছে নিয়ে তৃণমূল নেত্রী বলেন, ''মিতালী খুবই সাধারণ মেয়ে। ওকে আমি কিন্তু এমনি এমনি টিকিট দিইনি, ওকে টিকিট দিয়েছি জয়ী হবার জন্য। আমি চাই, আপনারা সকল সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধভাবে ওকে জয়ী করবেন।'' বার্তা দিয়েছেন, ''নিজেদের মধ্যে যেন ভুলভ্রান্তি না হয়। সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। বাংলা দেশ স্বাধীন করেছিল। এ বারও বাংলা দেশকে পথ দেখাবে। মোদিকে সরাতে হবে। মনে রাখবেন, এই নির্বাচনে যদি ওরা যেতে আর সংবিধান থাকবে না। ভোট হবে না। আপনাদের অধিকার থাকবে না। তাই বুঝেশুনে নিজের ভোট দেবেন।'' ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশনের একাংশ মহারাজ 'ডাইরেক্ট পলিটিক্স' করে দেশের সর্বনাশ করছে বলে এদিন অভিযোগ করেন তৃণমূল নেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ''সব সজ্জন সমান হয় না। সব সাধুও নয়। আমাদের মধ্যেই কি সবাই সমান আছেন? আমি আইডেনটিফাই করেছি বলেই বলছি।'' এরপরই মমতা বলেন, ''ভারত সেবাশ্রমকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। আমার শ্রদ্ধার তালিকায় ওরা দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। বহরমপুরের একজন মহারাজ আছেন। কার্তিক মহারাজ। তিনি ওখানে বলছেন-তৃণমূলের এজেন্টকে বসতে দেব না। সেই লোকটাকে আমি সাধু বলে মনে করি না, কারণ তিনি ডাইরেক্ট পলিটিক্স করে দেশটার সর্বনাশ করে দিচ্ছেন। আমি আইডেনটিফাই করেছি, কে কে করেছেন।'' বাম জমানার প্রসঙ্গ টেনে মমতা মনে করিয়েছেন, ''আসানসোলে একটা রামকৃষ্ণমিশন আছে। ওদের আমি কী হেল্প করিনি? সিপিএম যখন খাবার বন্ধ করে দিয়েছিল, তখন আমি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলাম। আপনাদের অস্তিত্ব নিয়ে, স্বাধীকার নিয়ে আমি কিন্তু পুরো সমর্থন দিয়েছিলাম। মা, বোনেরা আসত, তরকারি কেটে দিত। সিপিএম কিন্তু আপনাদের কাজ করতে দিত না। নদিয়াতে ইস্কনকেও ৭০০ একর জমি দিয়েছি।'' মমতার কথায়, ''আমিও জানি একটা, দুটো থাকবে। দিল্লি থেকে ওদের কাছে নির্দেশ আসে, বলে একে ভোট দিতে বলো। কিন্তু সাধু, সন্তরা কেন একাজ করবেন? ওদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে। ওদের যারা দীক্ষা নেন, তাঁরা ওই হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে রয়েছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন তো ভোট দেয় না। তাহলে অন্যকে কেন ভোট দিতে বলবে?'' মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ''কেউ কেউ ভায়োলেট করছে, সবাই নয়। কিন্তু মনে রাখবেন, স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িটাই থাকত না, যদি এই মেয়েটা না বেঁচে থাকত।'' মুখ্যমন্ত্রী জানান, স্বামীজির বাড়ি দখল করার চেষ্টা হয়েছিল। ডঃ সুব্রত মৈত্র রাতে তাঁকে ফোন করে একথা জানান। মমতার কথায়, ''পরের দিন মেয়রকে পাঠিয়ে বললাম-যা টাকা লাগে রাজ্য দেবে, ওই বাড়ি স্বামীজির থাকবে। অন্য কারও নয়। সিস্টার নিবেদিতার বাড়িও দখল হয়ে যাচ্ছিল। আমরাই সেটা রক্ষা করেছি। অনেকে ভুলে গেছে, তাই বলছি।''

জেল থেকে বেরিয়েই বিস্ফোরক মাম্পি

'পিসি আর ভাইপোকে ছাড়ব না, হারিয়ে দেখাব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ মেঃ অবশেষে জেল থেকে মুক্তি পেলেন সন্দেশখালির বিজেপি নেত্রী পিয়ালি ওরফে মাম্পি দাস। আর জেল থেকে বেরিয়ে মাম্পি কী বলেন সেদিকে নজর ছিল অনেকেরই। আর দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে শনিবার মুক্তি পেয়েই তিনি বলেন, ''সত্যমেব জয়তে''। এরপরই তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে একের পর তির ছুঁড়তে শুরু করেন। তিনি বলেন, ''মমতা ব্যানার্জিকে ছাড়ব না।'' মাম্পি বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ দেখে ছাড়ব। তাঁকে হারিয়ে দেখাব। এই লোকসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হারবেন।'' জেল থেকে বেরিয়ে পিয়ালি বলেন, ''সন্দেশখালির নারী নির্যাতনের ঘটনা মিথ্যে নয়। আন্দোলনকারী মহিলাদের পাশে ছিলাম, আগামী দিনেও তাঁদের পাশে থাকব।'' তিনি বলেন, ''মিথ্যে অভিযোগে আমায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। আদালতে তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'' এদিন তিনি তাঁর দলের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেন মাম্পি দাস। তিনি বলেন, ''সত্যমেব জয়তে। ভারত মাতা কি জয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়ব না। সব চক্রান্ত করে করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়ব না। একেবারে ভুয়ো গ্রেফতারি। তিনি মানুষ নন। নারী নামের কলঙ্ক। সত্যের পাশে রয়েছি। সত্যের সঙ্গে রয়েছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখাব একজন নারী হয়ে তিনি যে নারীর উপর এত অপমান, এত অনাচার হচ্ছে তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন না। একেবারে মিথ্যে অভিযোগ। তার প্রমাণ হাইকোর্টে হয়ে গিয়েছে। পিসি ভাইপোকে ছাড়ব না। শেষ দেখে ছাড়ব।'' বিরাট চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন পিয়ালি ওরফে মাম্পি। ''লড়াইটা শুরু থেকে চালাচ্ছি। সেই ফেব্রুয়ারি মাস থেকে চালাচ্ছি। আমাদের সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতন হয়েছে। কোনওটাই মিথ্যে নয়। মমতা ব্যানার্জিকে হারিয়ে দেখাব। এই লোকসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হারবে। এই আন্দোলনে কোনও রাজনীতি ছিল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটা ভুয়ো।'' ব্যক্তিগত বন্ডে পিয়ালির মুক্তির নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। শনিবার দমদম জেল থেকে ছাড়া পেলেন তিনি। ফুলের মালা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন বিজেপির নেতারা। তাঁকে মালা পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এদিকে মাম্পি দাসের জামিন পাওয়ার ঘটনায় সন্দেশখালির মহিলাদের একাংশও যথেষ্ট খুশি। এদিকে মাম্পির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি ধর্ষণের মিথ্যে মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে বাধ্য করেছিলেন অন্যান্য মহিলাদের। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি মুক্তি পেলেন।

'ছত্রধর আপনার হলে, কিষেনজিও আপনার লোক', জঙ্গলমহল থেকেই মমতাকে বিঁধলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, শালবনি, ১৮ মেঃ লোকসভা ভোটের আবহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের একহাত নিলেন শুভেন্দু অধিকারী। গতকালই ঝাড়গ্রামের এক সভা থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেছেন, ছত্রধর মাহাতোর হাত ধরেই তিনি প্রথম জঙ্গলমহলে ঢুকেছিলেন। আর এবার সেই ইস্যু নিয়ে মমতাকে তুমুল আক্রমণ শুভেন্দুর। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, ''উনি বলছেন ছত্রধর মাহাতো আপনার লোক। আমি বলি, ছত্রধর মাহাতো যদি আপনার লোক হয়, কিষেনজিও আপনার লোক। তাহলে জ্ঞানেশ্বরী হত্যাকাণ্ডের দায়িত্বও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিতে হবে।'' শনিবার বিকেলে মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের দুই প্রার্থীর সমর্থনে শালবনির পীড়াকাটায় সভা করেন শুভেন্দু। সেই সভামঞ্চ থেকেই মমতার গতকালের মন্তব্যকে হাতিয়ার করে পাল্টা বিঁধলেন বিরোধী দলনেতা। শুক্রবার লোকসভা ভোটের প্রচার পর্বে ঝাড়গ্রামের সভা থেকে মমতার মুখে শোনা গিয়েছে ছত্রধরের কথা। তৃণমূল সুপ্রিমো বলেছিলেন, ''আমার সেই দিনের কথা মনে আছে। আমি প্রথম জঙ্গলমহলে প্রথম যাঁর হাত ধরে ঢুকি তাঁর নাম ছত্রধর মাহাতো।'' সেই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে আজ শালবনির সভা থেকে তৃণমূল নেত্রীকে একহাত নিলেন বিরোধী দলনেতা। পরে মঞ্চ থেকে নেমে শুভেন্দু বলেন, ''উনি জঙ্গলমহলে অনেক বার এসেছেন। লোকের কাঁধে ভর দিয়ে এসেছেন। ২০০৮ সালে ছত্রধর মাহাতোকে ব্লক প্রেসিডেন্ট করেছিলেন। পঞ্চায়েত সমিতির ২টি আসন ও পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিট সেদিন তৃণমূল জিতেছিল। তারপর ছত্রধর জনসাধারণের কমিটি তৈরি করেন।'' এরপর বিরোধী দলনেতার আরও সংযোজন, ''নেতাই গণহত্যার বিরুদ্ধে জঙ্গলমহলের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। জনসাধারণের কমিটি ও সিপিএমের যৌথ বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধেই মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভরসা করেছিলেন।''

ভাইরাল অডিয়ো বিতর্কে এফআইআর-এর হুঁশিয়ারি দিলেন দেব

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ১৮ মেঃ ঘাটালের ভোট রয়েছে ২৫ মে। তার আগে ভাইরাল এক অডিয়ো ক্লিপ ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। গতকালই ওই অডিয়ো ক্লিপ প্রকাশ্যে এনে বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায় একহাত নিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী দেবকে। যদিও সেই ভাইরাল অডিয়ো ক্লিপের সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। এবার সেই অডিয়ো ক্লিপ ঘিরে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিলেন ঘাটালের বিদায়ী সাংসদ। ভাইরাল অডিয়ো ইস্যুতে এফআইআর করার কথা বললেন তৃণমূলের তারকা প্রার্থী। শনিবার পাঁশকুড়ায় ভোটের প্রচারে গিয়েছিলেন দেব। সেখানে বক্তব্য রাখার সময়েই ভাইরাল অডিয়ো ইস্যুতে এই মন্তব্য করেন ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী। জনসভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেব বলেন, ''অনেকটাই সহ্য করেছি। আজ আমরা একটি এফআইআর

'অনেক সহ্য করেছি'

করছি অডিয়ো ভাইরালের জন্য। যারা এর সঙ্গে যুক্ত, তাদের চিহ্নিত করা উচিত। শুধু পুলিশ কেন, ইডি-সিবিআই, এফবিআই বিশ্বজুড়ে যত এজেন্সি আছে, সবাইকে ব্যবহার করুক। তদন্ত করে এদের চিহ্নিত করা হোক। মানুষ জেতার জন্য এতটা নীচে নেমে যাচ্ছে, এতে দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে।'' উল্লেখ্য, গতকালই একটি ভাইরাল অডিয়ো ক্লিপ প্রকাশ্যে এনেছিলেন হিরণ চট্টোপাধ্যায়। হিরণের দাবি, সেখানে এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছেন দেব। সেখান মহিলাকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ''দেবদা একটা ছোট্ট ইস্যু ছিল রাম আমার কাছ থেকে ৯ লক্ষ টাকা নিয়েছিল এখন না চাকরি দিচ্ছে, না টাকাটা ফেরত দিচ্ছে।'' যদিও ওই অডিয়ো ক্লিপের সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। এই বিতর্ক নিয়ে গতকালই অবশ্য মুখ খুলেছিলেন ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী। দেবের বক্তব্য ছিল, ''মহিলার কণ্ঠস্বর এডিট করা হতে পারে। ভোটের মুখে বিজেপি একের পর এক অডিয়ো প্রকাশ্যে আনছেন। যেগুলো ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।'' অন্যদিকে হিরণের আবার বক্তব্য ছিল, 'পুরো বিষয়টাই জানতেন দেব। এটা চাকরি বিক্রি করার র‍্যাকেট। এখন সাহস করে মানুষ মুখ খুলছে।''

'অধীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নন, হাইকমান্ডের নির্দেশ না মানলে বেরিয়ে যেতে পারেন'

মমতার পাশে থেকে খাড়্গের বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৮ মেঃ মমতার মুখে ইন্ডিয়া জোটকে সমর্থনের কথা শোনা গেলেও, রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর লড়াই অব্যহত। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পদে পদে আক্রমণ করেছেন ভাট প্রচারের মাঝে। সদ্য অধীরের কেন্দ্র বহরমপুরে ভোট মিটেছে। আর এবার সেই অধীর চৌধুরী প্রসঙ্গে কড়া মন্তব্য শোনা গেল খোদ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মল্লিকার্জুন খাড়গের গলায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া জোটকে সমর্থন করবেন কি না, সে বিষয়ে হাইকমান্ডই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু কংগ্রেস বা সিপিএমের সঙ্গে কোনও জোটে নেই মমতা, তাই তিনি ইন্ডিয়া জোটে থাকছেন কি না, সেই প্রশ্ন ঘুরেফিরে এসেছে বারবার। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে সেই প্রশ্নই করা হয়েছিল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন মল্লিকার্জুন খাড়্গোকে। প্রশ্নের উত্তরে খাড়্গো বলেন, ''উনি জোটে আছেন, এটা নিশ্চিত। আর অধীর চৌধুরী কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নয়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কংগ্রেস দল আছে, হাইকমান্ড আছে। আমরা যা সিদ্ধান্ত নেব, সেটাই হবে। আমরা যা বলব, সেটাই মানতে হবে। কেউ যদি মানতে না পারে, তাহলে বেরিয়ে যেতে পারে।'' উল্লেখ্য, কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী সম্প্রতি মমতার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। তিনি বলেছেন, ''কংগ্রেসকে যে খতম করবে, আমি তাকে খাতির করব, এটা হতে পারে না। আমার বিরোধিতা কোনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে নয়, আমার বিরোধিতা হল নৈতিক বিরোধিতা।'' তিনি আরও বলেন, ''আমি দলের একজন সৈনিক। লড়াই আমি কখনই থামাতে পারি না।'' ভোটের আবহে খাড়্গোর এই মন্তব্য যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অধীর শুধুমাত্র প্রদেশ সভাপতিই নন, তিনি বহরমপুর কেন্দ্রের পাঁচবারের সাংসদ। এবারও ওই কেন্দ্র থেকেই ভোটে লড়ছেন তিনি। উল্লেখ্য, সম্প্রতি এক জনসভা থেকে মমতা জানিয়েছেন, ইন্ডিয়া জোট সরকার গঠন করলে বাইরে থেকে সবরকম সাহায্য করবে তৃণমূল। এই প্রসঙ্গ টেনে এদিন খাড়্গো বলেন, এমনটা আগেও হয়েছে। প্রথম ইউপিএ সরকারে বামেরা যেভাবে বাইরে থেকে সমর্থন জুগিয়েছিলেন, সে কথাও উল্লেখ করেছেন খাড়্গো।

'কেউ খতম করলে, তাকে খাতির করব না', হাইকমান্ডের 'হুঁশিয়ারি' ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন অধীর

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৮ মেঃ মল্লিকার্জুন খাড়গের মন্তব্যের পর সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন অধীরের মন্তব্যের জন্য। অবশেষে তা এল। খাড়গে বলছেন, অধীর চৌধুরী সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নয়। যা বলব, সেটাই মানতে হবে। না মানলে বেরিয়ে যেতে পারে। পাল্টা অধীর বললেন, এই লড়াই আমি কোনওভাবে থামাতে পারি না। পঞ্চম দফার ভোটের আগে শনিবারের বারবেলায় হাত শিবিরের নেতাদের একে অপরের বিরুদ্ধে তোপ পাল্টা তোপেই যেন নতুন করে পারদ চড়ল বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায়। প্রসঙ্গত, ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসের সঙ্গে আছে তৃণমূল কংগ্রেস। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপট একরকম হলেও বাংলা কিন্তু চলছে উল্টো স্রোতেই। বাংলায় ভোট প্রচারে মমতা বারবার বলছেন, এখানে তাঁদের লড়াইটা একার। কংগ্রেস-সিপিএমকে ভোট দেওয়া মানে আদপে বিজেপিকে ভোট দেওয়া। অন্যদিকে পাল্টা মমতার বিরুদ্ধে লাগাতার বিষোদগার করে চলেছেন অধীর-সেলিমরা। এদিকে মালদহ, মুর্শিদাবাদের মতো হাত শক্ত জেলাগুলিতে ভোট হয়ে গেলেও প্রচারে দেখা যায়নি রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধিদের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের মতেই নেপথ্যে কাজ করছে অধীররে মমতা বিরোধিতা। অধীরের খুল্লামখুল্লা তৃণমূল বিরোধিতা আপাতত ভালভাবে দেখছে না হাইকমান্ড। এই প্রেক্ষাপটে এদিন আচমকা মল্লিকার্জুন খাড়গে অধীর বার্তা আসতেই তা নিয়ে জোর শোরগোল শুরু হয়ে যায় বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায়। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মল্লিকার্জুনের সাফ কথা, ''অধীর চৌধুরী কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নয়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কংগ্রেস দল আছে, হাইকমান্ড আছে। আমরা যা সিদ্ধান্ত নেব, সেটাই হবে।'' পাল্টা অধীর বললেন লড়াই তিনি চালিয়ে যাবেন। কংগ্রেসকে খতম করতে এলে ছেড়ে কথা তিনি বলছেন। খানিক হুঁশিয়ারির সুরেই এদিন অধীর বলেন, ''আমার বিরোধিতা কোনও ব্যক্তিগত বিরোধিতা নয়। এটা নৈতিক বিরোধিতা। কংগ্রেসকে কেউ খতম করবে আমি তাঁকে খাতির করব তা তো হতে পারে না। আমার বিরোধী পশ্চিমবঙ্গে আমার পার্টিকে রক্ষা করার জন্য লড়াই। এই লড়াই আমি কোনওভাবে থামাতে পারি না। কারণ আমি পার্টির একজন সৈনিক।''

ভ্যাপসা গরম থেকে স্বস্তি! ধেয়ে আসছে ঝড়বৃষ্টি, বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপে ভাসবে কি বাংলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ মেঃ এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে তাপপ্রবাহে জ্বলেছে গোটা বাংলা। তারপর বৃষ্টিতে একটু স্বস্তির নিশ্বাস নিয়েছিল বঙ্গবাসী। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে ফের উত্তর-দক্ষিণে ভ্যাপসা গরম শুরু হয়েছে। আর এরই মধ্যে নিম্নচাপের পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। আগামী ২২ মে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এই নিম্নচাপ প্রাথমিকভাবে উত্তর পূর্ব দিকে এগোবে। এরপর সেটি আগামী শুক্রবার ২৪ মে মধ্য বঙ্গোপসাগরে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। যদিও ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে এখনও মৌসুম ভবনের তরফে খুব বেশি তথ্য জানানো হয়নি। এদিকে রবিবারও বাংলা জুড়ে গরমের অস্বস্তি চলবে। উত্তরবঙ্গের মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূমে গরম ও অস্বস্তি বেশি থাকবে। আজ সন্ধের দিকে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি এবং দার্জিলিং সহ পার্বত্য এলাকার পাঁচ জেলাতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ো

হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতেও। রবিবার গরম ও অস্বস্তি থাকলেও দক্ষিণবঙ্গে টানা বৃষ্টি শুরু হবে। কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া বাদে এদিন দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির পূর্বাভাস মিলেছে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেও। সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে সব জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে। এর মধ্যে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ভোটের দিন হাওড়া, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনাতে ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। সকালের দিকে মনোরম পরিবেশ থাকলেও বেলা বাড়লে গরমে অস্বস্তি হতে পারে। তবে বিকেলের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়া হওয়াও হইতে পারে। মঙ্গলবারও উত্তর ও দক্ষিণ দুই বঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ওইদিন দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির প্রভাব বেশি থাকবে। বুধবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির প্রভাব কমবে। দার্জিলিং সহ উপরের দিকের পাঁচ জেলাতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাতে বুধবার থেকে বৃষ্টির প্রভাব কমলেও সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

যোগ্য না অযোগ্য? নথি দিতে হবে এবার বাংলার সব শিক্ষককে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ মেঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একের পর এক বড় নির্দেশ দিয়েছে আদালত। যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষক বাছতে একটা প্যানেল পর্যন্ত বাতিল করে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এবার বাংলার সব শিক্ষককে দিতে নথি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে তাঁরা যোগ্য। এমনই নির্দেশিকা দেওয়া হল শিক্ষা দফতরের তরফ থেকে। হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় দেওয়া নির্দেশের ভিত্তিতেই এই নির্দেশিকা দিয়েছে রাজ্য। এ ক্ষেত্রে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি শিক্ষককে জমা দিতে হবে নথি। কীভাবে, কোথায় নথি জমা দিতে হবে, তা নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে শিক্ষা দফতরের তরফে। ২৭ মে পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। তার মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় হার্ড কপি জমা দিতে হবে। এই নির্দেশিকায় প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা মহলে। অবসরের ঠিক আগে এমন নির্দেশ পেয়ে হতাশ সিনিয়র শিক্ষকরা। ৩০-৩৫ বছর আগে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছেন, সেই শিক্ষকদের তথ্য কেন দিতে হবে? সেই প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে। শিক্ষকদের জমা দিতে হবে এসএসসি-র শংসাপত্র, নিয়োগ পত্র, বর্তমান চাকরির প্রমাণ পত্র। এসএসসি থেকে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক না হলে দিতে হবে অ্যাপ্রুভাল মেমো। প্রধান শিক্ষকদের মাধ্যমে ডিআইদের কাছে প্রমাণের হার্ড কপি দিতে হবে। সব কাগজ খতিয়ে দেখে ৭ জুনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবেন ডিআইরা। এই নথি বা প্রমাণ দেওয়ার জন্য আইওএমএস নামে একটি পোর্টাল খোলা হয়েছে। সেখানে লগ ইন করতে হবে। এসএসসি ডাটা সাবমিশন মেনুতে গিয়ে তথ্য বা নথি জমা দিতে হবে। বাম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে বলেন, ''এই আমলের দুর্নীতিকে আড়াল করার জন্য এটা রাজ্য সরকারে একটা বাহানা। পুরো তদন্ত ঘেঁটে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।'' শিক্ষক সংগঠনের নেতা স্বপন মণ্ডল বলেন, এই তথ্য যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে কী হবে। প্রধান শিক্ষক যদি অবসর নিয়ে থাকেন, তাহলে পুরনো শিক্ষকদের নথি পেতে সমস্যা হতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

রহস্যের অবসান, ২৫ দিন পর বাড়ি ফিরলেন তারক মেহতা কা উল্টা চশমার গুরুচরণ

নয়াদিল্লি, ১৮ মে ঃ বিগত বেশ কিছু দিনের রহস্যের অবসান, দীর্ঘ ২৫ দিন পর বাড়ি ফিরলেন জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'তারক মেহতা কা উল্টা চশমা'র গুরুচরণ সিং। তিনি এক আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, 'তারক মেহতা কা উল্টা চশমা' খ্যাত অভিনেতা গুরুচরণ সিং ১৭ মে দেশে ফিরেছেন। তিনি ২২ এপ্রিল থেকে নিখোঁজ ছিলেন।দিল্লি পুলিশ আরও জানিয়েছে, আদালতে তাঁর জবানবন্দি রেকর্ড করেছে পুলিশ। গুরুচরণ সিং বলেছেন, তিনি আধ্যাত্মিক যাত্রায় বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন। সিরিয়ালে 'সোধী' চরিত্রটি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তিনি ২২ এপ্রিল মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন, অতচ মুম্বইয়েই আসেননি। পুলিশ শেষবার তাঁর মোবাইল ফোনটিকে দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে ট্রেস করেছিল, তিনি সম্ভবত মোবাইল ফোনটি রেখে গিয়েছিলেন।

স্বাতীকে নিগ্রহকাণ্ড! বিভব কুমারকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৮ মে ঃ স্বাতী মালিওয়ালকে নিগ্রহকাণ্ডে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রাক্তন ব্যক্তিগত সচিব বিভব কুমারকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। কেজরিওয়ালের বাসভবনে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছিলেন আম আদমি পার্টির (এএপি) রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল। তাঁর দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতেই তদন্ত করছে দিল্লি পুলিশ।স্বাতী মালিওয়াল নিগ্রহ মামলার তদন্তে শনিবারই কেজরিওয়ালের বাসভবনে আসে দিল্লি পুলিশের একটি টিম। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ডিসিপি ও এসিপি। এরপরই কেজরিওয়ালের প্রাক্তন ব্যক্তিগত সচিব বিভব কুমারকে প্রথমে আটক ও পরে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। বিভব কুমারের প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাডভোকেট করণ শর্মা বলেছেন, আমরা এখনও পুলিশের কাছ থেকে কোনও তথ্য পাইনি। আমরা তাঁদের একটি ইমেইল পাঠিয়েছি, যে আমরা তদন্তে সহযোগিতা করব।

সোমবার ভোটের বাংলায় আবহাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা

কলকাতা, ১৮ মে ঃ ফের ফিরেছে অসহ্য গরম। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী শনি ও রবিবার রাজ্যের মোট সাত জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতাও জারি রয়েছে। তবে সোমবার থেকে আবহাওয়া বদলের সম্ভাবনা। পঞ্চম দফার নির্বাচনে ভিজতে পারে বাংলা, এমনই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, রবিবার থেকে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি শুরু হবে। চলবে বুধবার পর্যন্ত। শনি ও রবিবার গরম ও অস্বস্তি বজায় থাকবে। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। বাকি জেলায় গরম ও অস্বস্তি।রবিবার মোটের উপর সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। তুলনামূলক বেশি বৃষ্টি হতে পারে বীরভূম, বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে।সোমবার পঞ্চম দফায় রাজ্যের সাত লোকসভা আসনে ভোটাভুটি। ওইদিনও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে। বুধবারেও ভিজতে পারে বাংলা।

ইন্ডি জোট সর্বাধিক আসন জিতবে ও বিজেপিকে পরাজিত করবেঃমল্লিকার্জুন খাড়গে

মুম্বই, ১৮ মে ঃ লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডি জোট সর্বাধিক আসন জিতবে ও বিজেপিকে পরাজিত করবে। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। শনিবার মুম্বইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাড়গে বলেছেন, ইন্ডি জোট মহারাষ্ট্রের ৪৮টি আসনের মধ্যে ৪৬টি জিতবে। জনতাই এটা বলছে। আমাদের জোট সর্বাধিক আসন জিতবে এবং বিজেপিকে পরাজিত করবে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উদ্ধব ঠাকরে এবং শরদ পওয়ারও।উদ্ধব ও শরদের মাঝে বসে সাংবাদিক সম্মেলনে খাড়গে এদিন বলেছেন, মহারাষ্ট্রের অবৈধ 'মহাযুতি' সরকার বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রী নিজেও তা সমর্থন করছেন। মহারাষ্ট্রে তাঁর সমাবেশও হচ্ছে এবং তিনি যেখানেই যান, জনগণের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। আসল দলগুলির কাছ থেকে দলীয় প্রতীক কেড়ে নিয়ে বিজেপি সমর্থিত দলগুলিকে দেওয়া হয়েছে। খাড়গে এদিন দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলছেন, তিনি ৮০ কোটি দরিদ্রকে ৫ কেজি রেশন দিচ্ছেন। সরকার গঠনের পর আমরা ১০ কেজি দেবো।প্রধানমন্ত্রী মোদী অভিযোগ করেছেন, ইন্ডি জোট ক্ষমতা এলে রামমন্দির গুড়িয়ে দেবে, এ প্রসঙ্গে এদিন খাড়গে বলেছেন, আমরা এখনও পর্যন্ত বুলডোজার ব্যবহার করিনি... যারা উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে তাঁদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী নিজেই মানুষকে উস্কে দিচ্ছেন। আমাদের সরকার আসার পর আমাদের সংবিধান অনুযায়ী সবকিছু সুরক্ষিত হবে, আমরা সংবিধান মেনে চলব। আম আদমি পার্টির সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে খাড়গে এদিন বলেছেন, দিল্লিতে মাত্র ৩টি আসনে আমাদের জোট আছে, চণ্ডীগড়ে জোট আছে, আমরা তাঁদের গুজরাট ও হরিয়ানায় আসন দিয়েছি, আমরা সেখানেই কাজ করব। কিন্তু পঞ্জাবে আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছি। এটা গণতন্ত্র, এটা স্বৈরাচার নয়। বিজেপিকে পরাজিত করতে যা করা দরকার আমরা তাই করব।

ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা! পশুপাখিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা উধমপুর ও কানপুরে

উধমপুর ও কানপুর, ১৮ মে ঃ তাপমাত্রার পারদ ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী, এরই প্রেক্ষিতে জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে পশু-পাখিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পশু-পাখিদের শীতল রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উধমপুর বন্যপ্রাণী বিভাগের রেঞ্জ অফিসার মহেশ আবরোল বলেছেন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি মানুষের পাশাপাশি পশু-পাখিদেরও প্রভাবিত করছে। মেডিক্যাল টিম নিয়মিত চেকআপ করছে। অতিরিক্ত গরমের সময়, আমরা তরমুজ দিয়ে থাকি এবং প্রাণীদের জন্য আমরা নিয়মিত গ্লুকোজ সরবরাহ করি।এদিকে, চিড়িয়াখানায় পশু-পাখিদের তাপপ্রবাহ থেকে মুক্তি দিতে স্প্রিংকলার এবং কুলার বসানো হয়েছে কানপুরের চিড়িয়াখানায়। কানপুর চিড়িয়াখানার চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ অনুরাগ সিং বলেছেন, অতিরিক্ত তাপের কারণে বন্য প্রাণীরা প্রভাবিত হচ্ছে। তাপপ্রবাহের বিরূপ প্রভাব থেকে পশু-পাখিদের রক্ষা করার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমরা কুলার এবং স্প্রিঙ্কলার বসিয়েছি। আমরা তাদের খাদ্যতালিকায়ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করেছি... আমরা নিয়মিত চিড়িয়াখানার প্রতিটি প্রাণীর ওপর নজর রাখছি।

বাড়িতে বসেই ভোটাধিকার প্রয়োগ মনমোহন ও হামিদের, ভোট দিলেন মুরলি মনোহরও

নয়াদিল্লি, ১৮ মে ঃ নির্বাচন কমিশনের 'হোম ভোটিং' কর্মসূচির অধীনে বাড়িতে বসেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং। পাশাপাশি শনিবারই ভোট দিয়েছেন প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি মহম্মদ হামিদ আনসারি এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ মুরলি মনোহর জোশী।দিল্লিতে ভোট আগামী ২০ মে, পঞ্চম দফায়। তার আগে শনিবার নতুন দিল্লি সংসদীয় নির্বাচনী এলাকা থেকে বাড়িতে বসেই ভোট দেওয়ার সুবিধা পেলেন মনমোহন, হামিদ আনসারি ও মুরলি মনোহর জোশি। প্রসঙ্গত, প্রবীণ ভোটার ও প্রতিবন্ধীদের জন্য এবার 'হোম ভোটিং'-এর ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন।

এখন দেশের ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছেনঃজে পি নাড্ডা

চম্বা, ১৮ মে ঃ মোদীজি প্রতি মাসে ৮০ কোটি মানুষের কাছে ৫ কেজি গম অথবা চাল এবং এক কেজি ডাল পৌঁছে দিচ্ছেন। এখন দেশের ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। শনিবার হিমাচল প্রদেশের চম্বার জনসভায় এই মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেছেন, মোদিজি জাত-ধর্মের ভিত্তিতে কাউকে বিভক্ত করেননি, তিনি শুধুমাত্র একটি মন্ত্র নিয়ে কাজ করেছেন- সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস। মোদীজির নীতি ও কর্মসূচীগুলি দরিদ্র, দলিত, শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, যুবক ও মহিলাদের

ক্ষমতায়ন করতে কাজ করেছে।জে পি নাড্ডা আরও বলেছেন, তৎকালীন অসহায় সরকার কাশ্মীর থেকে সন্ত্রাসীদের নেতাদের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডেকে আলোচনার জন্য বিরিয়ানি খাওয়াত। কিন্তু এখন মোদীজির শক্তিশালী সরকারের অধীনে, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা উৎখাত করে দেওয়া হয়েছে এবং দেশে এক চিহ্ন, এক আইন, একটি প্রধান তৈরি করা হয়েছে।

বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থায় নবনিযুক্ত ৭০,০০০ ব্যক্তিকে নিয়োগপত্র বন্টন

নয়াদিল্লি,১৮মেঃআজ যেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থাৎ ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবকযুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিনরাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।

প্রাতঃভ্রমণে ভোট প্রচারে পীযূষ গোয়েল, জয় নিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী বিজেপি প্রার্থী

মুম্বই, ১৮ মে ঃ প্রাতঃভ্রমণের ফাঁকেই ভোটপ্রচার সারলেন মুম্বই উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। শনিবার সকালে মুম্বইয়ের সঞ্জয় গান্ধী জাতীয় উদ্যানে প্রাতঃভ্রমণ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা মুম্বই উত্তর লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী পীযূষ গোয়েল, এরই ফাঁকে নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসাবে জনগণের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।আগামী ২০ মে, সোমবার লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফায় মুম্বই উত্তর সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ হবে। এদিন পীযূষ গোয়েল বলেছেন, বিরোধীরা যাই বলুক না কেন, জনগণের কণ্ঠই সিদ্ধান্ত নেয় কী ঘটতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং তাঁর উন্নয়নকে সমর্থন করার জন্য নিজেদের মনস্থির করেছেন জনগণ।

প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪ঃসেইন নদীর উপর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরীক্ষা স্থগিত

প্যারিস, ১৮ মে ঃ প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার কথা সেইন নদীর উপর। ঠিকঠাক কাজ হয়ে এগিয়ে চলছিল। কিন্তু প্রবল বৃষ্টির কারণে সেই কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, যে নৌকাগুলি ২৭ মে অনুষ্ঠানে ক্রীড়াবিদদের নিয়ে সেইন নদীতে ছয় কিলোমিটার প্যারেড করবে তারই পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে তা স্থগিত করা হয়েছে।ক্রীড়ার ডেপুটি মেয়র পিয়েরে রাবাদান বলেছেন, সেইনের প্রবাহ খুব বেশি। তাই কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। তবে আশা করছি ২৬ জুলাইয়ের আগে প্রযুক্তির যাবতীয় কাজ সেরে ফেলতে পারব। তাছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ড্রেস রিহার্সাল এখনও ১৭ জুন নির্ধারিত রয়েছে। তাছাড়া সেইন নদী প্যারিস গেমসের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান। কারণ এটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং উন্মুক্ত জলে সাঁতার এবং ট্রায়াথলন ইভেন্টের আয়োজন করবে।

হরিয়ানায় যাত্রিবাহী চলন্ত বাসে আগুন পুড়ে মৃত্যু ৯পুণ্যার্থীর, আহত ২৪ জন

নুহ, ১৮ মে ঃ হরিয়ানায় যাত্রীবোঝাই চলন্ত বাসে আগুন লেগে মৃত্যু হল ৯ জন পুণ্যার্থীর। শুক্রবার রাত দেড়টা নাগাদ হরিয়ানার নুহ জেলায় ঘটনাটি ঘটেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে ২৪ জন আহত হয়েছেন। বাসটিতে প্রায় ৬৪ জন যাত্রী ছিলেন। যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই তীর্থযাত্রী। তাঁরা বৃন্দাবন থেকে ফিরছিলেন। কুন্ডলিমানেসার পালওয়াল এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের নুহ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি বৃন্দাবন থেকে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে ফিরছিল। মূলত পঞ্জাবের হোশিয়ারপুর, লুধিয়ানা এবং চণ্ডীগড়ের যাত্রীরা ওই বাসে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। নুহের কাছে কুন্ডলিমানেসার পালওয়াল এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় বাসটিতে আগুন ধরে যায়। পুড়ে মৃত্যু হয় ৮ জনের। স্থানীয়েরা চলন্ত বাসে আগুন দেখতে পেয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। কিছু ক্ষণের মধ্যেই দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে যায়। নিয়ন্ত্রণে আনা হয় আগুন।স্থানীয় বিধায়ক আফতাব আহমেদ বলেছেন, অত্যন্ত বেদনাদায়ক দুর্ঘটনা, দুঃখজনক এবং হৃদয় বিদারক ঘটনা। ভক্তরা বৃন্দাবন থেকে ফিরছিলেন। বাসটিতে আগুন লেগে যায় এবং বৃদ্ধ, মহিলা এবং শিশুসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজন মীনা রানী বলেছেন, আমরা বৃন্দাবন থেকে ফিরছিলাম। কীভাবে আগুন লেগেছে তা আমরা জানি না। ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাসে ৬৪ জন ছিলেন। অন্যদিকে বর্ধমানের কালনাতে, সাতসকালে আগুন লাগল পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা শহরের একটি বহুতলে। আগুন লাগার পর ওই বহুতলে আটকে পড়েন দু'জন। দেড়ঘণ্টায় চেষ্টায় তাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়। শনিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ কালনা পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পালিরবাজারে ওই বহুতলের নীচে জুতোর গুদামে আগুন লাগে।দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে ওপরের তলায়। তিনতলায় থাকে বাড়ির মালিকের পরিবার। সেখানে দু'জন ঘুমিয়েছিলেন। তাঁরা আটকে পড়েন। মই লাগিয়ে, গ্রিল ভেঙে তাঁদের উদ্ধার করেন দমকল কর্মীরা। দমকলের ৩টি ইঞ্জিন দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিভিয়েছে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে বলে প্রাথমিক অনুমান দমকলের। অন্যদিকে পাঞ্জাবেরপাটিয়ালাতে, পঞ্জাবের পাটিয়ালায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি এসইউভি গাড়ি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে আইনের ৪ পড়ুয়ার। নিহত পড়ুয়ারা রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আইনের পড়ুয়া ছিল। গত শুক্রবার গভীর রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হাইওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে, পুলিশকে অনেক কষ্ট করে নিথর দেহগুলি বাইরে বের করতে হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এসইউভিটি প্রচণ্ড গতিতে ছুটছিল, তবে গাড়িটি রাস্তার পাশের গাছে ধাক্কা দিয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। পুলিশ মনে করছে, গাড়িটি রাস্তা থেকে পিছলে গিয়ে পাশের একটি মাঠে গিয়ে পড়ে। মাঠে জল থাকায় গাড়িটি আটকে যায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, শিক্ষার্থীরা কাছাকাছি একটি হোটেলে মিলিত হওয়ার পর হোস্টেলে ফিরছিল। অন্যদিকে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি গোডাউনে। শনিবার সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে জামশেদপুরের বার্মামাইনস মিল এলাকায় অবস্থিত একটি গোডাউনে আগুন লাগে। কীভাবে আগুনের সূত্রপাত জানতে চাইলে সেখানে উপস্থিত লোকজন বলেন, কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে তা কেউ জানেন না।স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, স্থানীয় মন্দিরের কাছে রাবার প্যাকিং হত, তাতে আগুন লাগে। রাবার বর্জ্য থেকে আগুনের সূত্রপাত হওয়ায় আগুনের তীব্রতা ছিল আরও বেশি। আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

দীর্ঘ অভিযানের পর সাফল্য, ছত্তিশগড়ের সুকমায় এনকাউন্টারে নিকেশ এক নকশাল

সুকমা, ১৮ মেঃছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে এক মাওবাদী। শুক্রবার রাত থেকে এই অভিযান শুরু হয়, আর শনিবার সকালে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে এক নকশাল। পুলিশ জানিয়েছে, নকশালদের উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে অভিযান শুরু করা হয়।শনিবার সকালে তোলনাই এবং তেত্রাই গ্রামের মধ্যবর্তী একটি জঙ্গলে গুলির লড়াই শুরু হয়, নিরাপত্তা বাহিনী ও নকশালদের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে এক নকশালের মৃত্যু হয়েছে। নিহত মাওবাদীরা পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, সবং থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ বিজেপির

সবং, ১৮ মে ঃ ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের আগে সবং থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন বিজেপির। অভিযোগ, গতকাল রাতে দশক গ্রাম পঞ্চায়েতের কোলন্দা, রাউতরাবাড়ি, বিলকুয়াসহ একাধিক এলাকায় বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ঢুকে বাঁশলাঠি দিয়ে পেটানো হয়। রাস্তায় বিজেপি কর্মীদের দেখলেই মারধর করা হচ্ছে। চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটলেও পুলিশ নির্বিকার বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে শনিবার সকাল ৮টা থেকে সবং থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বিজেপি কর্মীরা। থানার গেটে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেন তাঁরা। অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হলে বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি। ভিত্তিহীন অভিযোগ, গ্রাম্য বিবাদের জেরে এই ঘটনা, দাবি তৃণমূলের।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৯ মে মার্টঃশনিবার, ৫ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ৫ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৫ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৫ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৫ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ

রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩
পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১
পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২
পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১
পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩
পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১
পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১
পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২
পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৮.৭ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৫১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার। জোয়ার- সকাল ১টা ৩২ মিনিট এবং রাত০২টা ৩৪মিনিট হবে। ভাটা-বিকেল-৬টা ২০মিনিট। সন্ধ্যা-০৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৬মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবেঃ ৬ টা ৯ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃযেহেতু, আপনি শক্তি নয় ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছেন, তাই আপনার প্রকৃত সম্ভাবনা উপলব্ধি করুন। সংসারে শান্তি হতে পারে। **বৃষভ রাশিঃ**বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। শুভ **মিথুন রাশিঃ**আজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। আজ আপনার মা বা বাবার স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।শুভ রং লাল। **কর্কট রাশিঃ**আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। ব্যাঙ্কিং কারবার খুব সতর্কতার সাথে সামলাতে হবে।। **সিংহ রাশিঃ** বিবাহের যোগ হতে পারে সন্তান হতে পারে আজ। **কন্যা রাশিঃ** স্বাস্হ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তি বয়ে আনতে পারে। যদি আপনি একটু বাড়তি টাকাপয়সা উপার্জনের উপায় খুঁজছেন-। **তুলারাশিঃ**গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। কারও সাথে পরামর্শ না করে আজ আপনার অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত নয়। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আজ শান্ত-উদ্বেগমুক্ত থাকুন। আজ আপনার সামনে অনেক নতুন আর্থিক স্কিমের উপস্থাপন করা হবে- কোনো প্রতিশ্রুতি করার আগে ভালো করে সব দিক দেখে নিন।। **ধনু রাশিঃ**আপনার প্রবল সহনশীলতা এবং নির্ভীকতা ভীষণভাবে মানসিক ক্ষমতার উন্নতি করবে। বিদেশ যাত্রা শুভ। **মকর রাশিঃ**আপনার স্বাস্হ্যের প্রতি যত্নশীল হোন। আপনার বাড়াবাড়ি জীবনযাপন এবং ব্যয়ের কারণে আজ আপনার বাবা-মা চিন্তিত হয়ে পড়তে পারেন এবং তাই আপনাকে তাদের ক্রোধের শিকার হতে হতে পারে।শুভদিন **কুম্ভ রাশিঃ**গর্ভবতী মায়েদের জন্য খুব একটা ভালো দিন নয়। হাঁটার সময় আপনার আরো সতর্ক থাকা উচিত। **মীন রাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। আপনার অস্থাবর সম্পত্তি যে কোনও আজই চুরি করতে পারে। অতএব, আপনি তাদের যত্ন নিতে হবে। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু পাঠ শিখতে পারেন।।

উলুবেড়িয়ায় আই এস এফের নির্বাচনী জনসভায় জনজোয়ার

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৮ মে ঃ তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি আগামী প্রজন্মের সাধারণ ছেলেমেয়েদের শিক্ষা শেষ করে দিতে চাইছে, মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ, হিংসা ছড়িয়ে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে। তিনি আদিবাসী, সংখ্যালঘু,তপশীলি পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবেন বলে জানান।
নওসাদ সিদ্দিকী বলেন রুটি-রুজি নিয়ে প্রশ্ন তুললেই আইএসএফের নামে কুৎসা রটানো হচ্ছে। হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে দল সরব হচ্ছে, মুসলমানদের ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়েও দল প্রশ্ন তুলছে। তখনই আইএসএফের নামে দেগে দেওয়া হচ্ছে এটা মুসলমানের দল অথবা বিজেপির দালাল। ইদানিং আসন্ন নির্বাচনে আসন সমঝোতা না হওয়াতে বামপন্থীরাও নানান অপপ্রচার করছে। এই সমস্ত কুৎসা, অপপ্রচারকে মোকাবিলা করে আইএসএফ এগোবে। শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের অধিকারের পক্ষে লড়ে যাবে আইএসএফ। আজ তিনটি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে একথা বলেন দলের চেয়ারম্যান ও বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, যুক্তি তর্কে পেরে উঠছে না বলেই আমাদের অপদস্ত, কোনঠাসা করা হচ্ছে। যারা গরীবের হক মেরে খাচ্ছে, সেই বিজেপি-তৃণমূল কংগ্রেসের লজ্জা থাকা উচিত। এই দুটি দল একে অপরের পরিপূরক। নিয়মিত নেতা-নেত্রী আদানপ্রদান করেন। একজন হিন্দু বিপদে আছে ভোট চায়, অন্যজন মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে ভোট চায়। দিনের শেষে বিজেমূল হয়ে এরা ক্ষমতার মসনদে বসে থাকে। সংসদে গিয়ে কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী, শ্রমজীবী মানুষের হয়ে কথা না বলে দানবীয় আইনগুলিকে পাশ করাতে একে অপরকে সাহায্য করে। তৃণমূলী সাংসদদের চ্যালেঞ্জ করে নওসাদ সিদ্দিকী বলেন, হিম্মত থাকলে সাংসদ তহবিলের টাকার হিসেব নিজেদের লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা টাঙিয়ে দিন।
বামপন্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি আবারও বলেন, আত্মসম্মান বিকিয়ে আইএসএফ কোন আসন সমঝোতায় যাবে না। এই নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে লাভ হবে না। বিজেপি-তৃণমূলের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলছে ও চলবেও। ভোট কাটুয়ার অভিযোগ তিনি উড়িয়ে দিয়ে বলেন, এই দায় আইএসএফের ওপর দেওয়া অনুচিত। গত লোকসভা নির্বাচনে দেখা গেছে কংগ্রেস ও বামদলগুলির জন্য বিজেপি দশটারও বেশি আসন জিতে গেছে। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে তাঁর প্রার্থী না হবার প্রসঙ্গে নওসাদ সিদ্দিকী বলেন, দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এখানে সিপিএমের নাক গলানোর দরকার নেই। আইএসএফ চেয়ারম্যান আরো বলেন কোন অপপ্রচারে কান না দিয়ে, বিভ্রান্ত না হয়ে খাম চিহ্নে ভোট দিতে হবে। রাজ্য বিধানসভার মধ্যে তিনি যে লড়াকু ভূমিকা নিয়েছেন, সেই ভূমিকা আইএসএফকে সংসদের অভ্যন্তরেও নিতে হবে। মানুষের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে সোচ্চারে সংসদে তুলে ধরতে তাই দলের প্রতিনিধিকে পাঠাতে হবে।
জনসভায় দলের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিত মাইতি সমরুক হাটে তীব্র বক্তব্য রাখেন।
শুক্রবার সন্ধ্যায় উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের আই এস এফের মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক মফিকুল ইসলামের সমর্থনে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তবে এই কথা বলেন আই এস এফের চেয়ারম্যান তথা ভাঙ্গড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। তিনি বিজেপির গেরুয়া রঙ প্রসঙ্গে বলেন গেরুয়া হলো ত্যাগের প্রতিক, গেরুয়া কে জানতে স্বামী বিবেকানন্দকে জানতে হবে।কিন্তু বিজেপি তাকে নিয়ে বিভেদের রাজনীতি করে চলেছে। পরে এক প্রশ্নের জবাবে বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুনের হুমকির তীব্র নিন্দা করলেন, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রীমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বমন্তব্যকেও তীব্র ধিক্কার ও মন্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানান, বিজেপির টাকায় আই এস এফ চলে তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রীর মন্তব্যকে তিনি বলেন কত টাকা দিয়েছেন তার প্রমাণ চান।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আই এস এফের রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ মাইতি, আইনজীবী সেখ হাসান,ডা, আফতাব আলম,সেখ নিজাম আলী প্রমুখ,তোয়েবুর মোল্লা,সেখ সাবির আলী প্রমুখ।

রাস্তা যেন রেসিং ট্র্যাক,বাইকের দাপাদাপিতে ত্রস্ত টাকীর মানুষ

দুরন্ত বার্তা, টাকী, ১৮ মে ঃ বাইকের বেপরোয়া গতি ও বিকট আওয়াজে অতিষ্ট টাকীর মানুষ। গত পাঁচ দিনে টাকী থুবাতে ও আমলানীতে তিনটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে,বাঁকি দু জনের অবস্থাও

আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। বাংলার পর্যটন মানচিত্রে অন্যতম উইক এন্ড ডেস্টিনেশান ইছামতী নদী লাগোয়া ভারত বাংলাদেশে সীমান্তবর্তী টাকী। তবে শুধুমাত্র উইক এন্ডে বা উৎসবের দিনেই নয়, প্রায় প্রতিদিন ই পর্যটকের আগমন ঘটে টাকীতে। পাশাপাশি, প্রতি বিকাল- সন্ধ্যায় টাকী ইছামতী নদীর ধারে বাইক সহযোগে ভিঁড় জমান বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা কমবয়সী ছেলে মেয়ে, যুবক যুবতীরা। আধুনিকতার স্পর্শে রঙীন হয়ে ওঠে টাকী। সন্ধ্যার জমজমাট টাকী তে, বাইকের দ্রুত গতি ও আধুনিকতার নাগপাশে জর্জরিত হয়ে ইছামতীর তীরে স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ দের প্রতি সন্ধ্যার আনাগোনা ও আলাপচারিতা, কমেছে অনেকটাই। সবুজ ঘেরা গ্রাম্য টাকী, শহুরে হয়েছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এলাকার অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে উন্নত করতে জীবনের এই গতি কে মান্যতা দিলেও , যন্ত্র বাহনের গতি তে ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন টাকী র সাধারন মানুষ। বেপরোয়া বাইক চালকদের দাপাদাপি, বাইকের সুতীব্র বিকট আওয়াজে কার্যত অতিষ্ট হয়ে উঠেছে টাকীর মানুষ। পথ দুর্ঘটনা প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠেছে। গত এক সপ্তাহে টাকী থুবা তেই বেশ কয়েকটি পৃথক পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে, যার প্রতিটির ই কারন বেপরোয়া বাইকের গতি। দ্রুত গতির বাইক চালনার সঙ্গে মদ্যপ অবস্থায় বাইক চালানোর সমস্যা তো আছেই। রেসিং বাইক থেকে সাধারন বাইকের দ্রুত গতির ভয়ে রাস্তায় চলাফেরা করা বিপদজনক হয়ে উঠেছে জানান টাকী র সাধারন মানুষজন।টাকী থুবা থেকে টাকী ইছামতী নদী গামী রাস্তা,মালঞ্চ থেকে চৌরঙ্গী হয়ে টাকী কলেজ মোড় গামী রাস্তা সহ,টাকী থুবা থেকে রামকৃষ্ণ মিশন গামী রাস্তা বা গলি রাস্তা তে বাইক ত্রাসে ভুগছে মানুষ। । পাশাপাশি প্রশাসনের চোখের সামনে দিয়ে বিকট আওয়াজ সহ চলতে থাকা বাইক গুলি হৃদরোগী,শিশু, রক্তচাপের সমস্যায় ভুগতে থাকা রোগী দের অসুস্থতার কারন ও হয়ে উঠছে। টাকীতে বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, লাইব্রেরী,হাসপাতাল রয়েছে,ফলত প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় এই রাস্তা গুলি ব্যাস্ত থাকে, সেই রাস্তা তে এই দ্রুত গতির বাইক দানবে অতিষ্ট মানুষ। নির্বাচনের সময়ের আগে রাস্তায় নাকা চেকিং চলছে, গত বুধবার টাকী থুবা,টাকী কলেজ মো।,টাকী চৌরঙ্গী সহ বেশ কয়েক জায়গায় স্পিড ব্রেকার বসেছে। তবে তাতেও কাজ হয়নি, সেদিন সন্ধ্যাতেই থুবার অদুরে টাকীর একজনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে বাইক দানব। এবিষয়ে, টাকী পৌর নাগরিক সমিতির সম্পাদক প্রণব সরকার বলেন, তিনি নিজেও একজন সান্ধ্য ভ্রমণকারী। বাইকের বেপরোয়া গতি তে পথে বার হতেই ভয় পান বয়োবৃদ্ধরা, শুধু বয়োবৃদ্ধরাই নয় ভয়ে থাকেন পথ চলতি সকলেই। মদ্যপ অবস্থায় বাইক চালানো, এক বাইকে তিনজন করে যাওয়া ইত্যাদি তো আছেই। তার কথায় অনেকের ই হয়তো লাইসেন্স ই নেই। এ বিষয়ের সমাধানে বেশ কয়েকবার প্রশাসনের দারস্থ হয়েছেন তারা, জানান তিনি। চিকিসক ডাঃ মিহির ব্যানার্জী বলেন, বাইকের হঠাৎ এই বিকট আওয়াজে বাচ্চাদের স্নায়বিক সমস্যা,শ্রবণ শক্তির সমস্যা দেখা দিতে পারে। হৃদরোগাক্রান্ত রোগীদের ও সমস্যা হতে পারে। এই ধরনের আচমকা বিকট শব্দে স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে বলে, তাই এই সমস্যার সমাধান দরকার বলে জানান তিনি। হাসনাবাদের ট্রাফিক ওসি সুশান্ত দাশ বলেন, হাসনাবাদ থানা এলাকা জু।ে সপ্তাহে দু দিন করে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম চলছে,মাসে দু দিন করে স্পেশাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামও করা হচ্ছে।তিনি বলেন অল্প বয়সী কিছু ছেলে রাফ ড্রাইভিং করে, তাদের কয়েকজনকে ফাইন করা হয়,কয়েকজন কে বুঝিয়ে ছো।ে দেওয়া হয়।কিন্তু চোখের আ।াল হলেই তারা আবার একই গতিতে বাইক চালায়। তার কথায় শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন কারো দ্বারা এই ধরনের ঘটনা ঘটছে না,যা ঘটছে অল্প বয়সী ছেলে দের দ্বারা। তার কথায়,এরকম অনেক কে ইতিমধ্যে ফাইন করা হয়েছে। দুর্ঘটনা ঘটলে প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটতে পারে সে বিষয়ে অবগত করানো হয়,প্রচেষ্টা চালানো হয়।বাইকের বিকট আওয়াজ ও নিয়ম বহির্ভুত বলেই জানান তিনি।দুর্ঘটনা কামতে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচী আরো বাড়ানো হবে ও আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যাবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। স্থানীয় ব্যাবসায়ী, পথ চলতি সাধারন মানুষ থেকে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা সকলেই এই সমস্যা থেকে নিস্তার চাইছেন।

দেগঙ্গায় বিজেপির বুথ সভাপতির বাড়ির খড়ের গাদায় আগুন

বারাসাত, ১৮ মে ঃ ভোটের আগে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের দেগঙ্গায় বিজেপির বুথ সভাপতির বাড়িতে খড়ের গাদায় আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে দেগঙ্গার গোবিন্দপুর গ্রামে বিজেপির বুথ সভাপতি পরিতোষ মণ্ডলের বাড়ির খড়ের গাদায় আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। বিজেপি নেতার দাবি, ওই এলাকায় বিজেপির প্রভাব রয়েছে। সেটা আটকাতেই ভোটের আগে তৃণমূল এই কাজ করেছে। প্রায় ৩ বিঘা জমির খড় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। আগুন লাগানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

আজ শুধু মানুষের হাসি মুখ দেখতে পেলাম, প্রচারের শেষ দিনে রচনা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৮ মে ঃপ্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণার পর প্রথম সিঙ্গুরে এসে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পের ধোঁযা দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন প্রচুর শিল্প হযেছে। তাই এত ধোঁয়া। যা নিয়ে মিম হয়েছিল বিস্তর। প্রচারের শেষ দিনে তিনি বলেন, আজ শুধু মানুষের হাসি মুখ দেখতে পেলাম।শনিবার ছিল তাঁর প্রচারের শেষ দিন। শেষ দিনে কি ধোঁয়া দেখতে পেলেন? এ প্রশ্নে হেসে ফেললেন রচনা। বললেন, আজকে ধোঁয়ার জায়গায় নেই আমি। আজকে শুধু মানুষের হাসি মুখ দেখতে পেলাম। গত দেড় মাস ধরে মানুষের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছি। এবার উপরওয়ালা জানেন। যাই হোক না কেন, প্রচুর মানুষের ভালোবাসা নিয়ে ফেরত যাব।সোমবার ভোট। শনিবার প্রচারের শেষ দিনের তৃণমূল প্রার্থীর প্রচার জমে উঠল হুগলিতে। সকালেই পান্ডুয়ার বৈঁচি নুনিয়াডাঙ্গা থেকে পথযাত্রা শুরু করেন রচনা। বৈঁচি বাজার-আলিপুর-বৈঁচি গ্রাম হয়ে বৈঁচি গ্রাম স্টেশনে এসে শেষ হয়। হুড খোলা গাড়িতে জনসংযোগ করেন তিনি।রচনা জানান, দেড়মাস ধরে প্রচার চলছে। মানুষের ভালো সাড়া পেয়েছেন। দিন দুয়েক আগে বৈঁচিতে প্রচারে যাওয়ার কথা থাকলেও তিনি সময়ের অভাবে যেতে পারেননি। তা নিয়ে দলের কর্মীদের ক্ষোভ দেখা গিয়েছিল।সে প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী কিছুটা মজার ছলে বলেন, আমাকে দু'টুকরো করে দিলে ভালো হয়। তাহলে আমি সব জায়গায় পৌঁছতে পারি। না হলে আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না সব জায়গায় পৌঁছনো। সবাই আশা করছে কিন্তু কিছু করার নেই।গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেয় সবার সাথে হাত মেলাতে হয় সেই কারণে সবার কাছে পৌঁছনো সম্ভব হল না।

প্রচারের শেষ দিনে বেলুড় থেকে পদযাত্রা সুকান্ত মজুমদারের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ মে ঃহাওড়া লোকসভা কেঃেন্দ্রর বিজেপি প্রার্থী ডাঃ রথীন চক্রবর্তীর সমর্থনে শনিবার প্রচারে এলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। শনিবার সকালে প্রচারের শেষ দিনে হাওড়ার বেলুড় থেকে লিলুয়া পর্যন্ত রোড শো করেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন প্রার্থী ডা ঃ রথীন চক্রবর্তী ও দলীয় কর্মী সমর্থকরা। সুকান্ত মজুমদার এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ১৫ লক্ষ টাকা করে ৮ হাজার চাকরি বিক্রি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বিজেপি ২০০ সিট পার করবে না। উনি স্বপ্ন দেখুন। আগের বারেও তো উনি বলেছিলেন বিজেপি শূন্য পাবে। পেয়েছিলাম ১৮টা সিট। এবার ৪ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এইবার এক লক্ষ ভোটে এই সিটে বিজেপি জিতবে।

কলকাতায় ১২ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত, আটক ২ জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ মে ঃ ভোটের আগে কলকাতা থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা। নাকা চেকিংয়ে নেমে শুক্রবার রাতে কলকাতার এপিসি রোড থেকে একটি ব্যাগ-সহ সন্দেহভাজন দু'জনকে আটক করে নির্বাচন কমিশনের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। কমিশন সূত্রের খবর, ব্যাগের চেন টানতেই দেখা যায় ভেতরে থরে থরে পাঁচশো টাকার নোট। এরপরই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। বাজেয়াপ্ত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। ধৃতদের একজনের বাড়ি পোস্তা থানা এলাকায়। অপর জনের বাড়ি হুগলিতে। কোথা থেকে ওই টাকা আনা হচ্ছিল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, টাকার উৎস কী, জানতে ধৃতদের দফায় দফায় জেরা শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। শনিবার অভিযুক্তদের আদালতে হাজির করিয়ে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে কমিশনের ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

কল্যাণ-বিরোধী পোস্টার ঘিরে উত্তেজনা শ্রীরামপুরে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৮ মে ঃ ভোটের প্রায় মুখে পোস্টার ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল হুগলির শ্রীরামপুরে। শুক্রবার রাতে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের একাধিক এলাকায় বিদায়ী সাংসদ তথা এবারের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। শনিবার এ নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়।'তৃণমূল কংগ্রেস' এর তরফে ওই পোস্টারে লেখা হয়েছে, 'নিজের নোংরা চরিত্র এবং খারাপ ব্যবহারের জন্য এবারের ভোটে ১ লক্ষেরও বেশি ভোটে হারবেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে বিদায়ী সাংসদের বিরুদ্ধে। সাংসদ কল্যাণের পাশাপাশি হাওড়ার ডোমজুড়ের তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে পোস্টারে। ভোটের মুখে এই পোস্টার ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভাটি শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। ডোমজুড়ের সলপ বাজার, কাছারিয়া বাজার সহ একাধিক এলাকা ওই পোস্টারে ছয়লাপ। কে বা কারা এই পোস্টার সাঁটাল তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আগামী সোমবার রাজ্যে পঞ্চম দফার ভোট। আরামবাগ, বনগাঁ, ব্যারাকপুর, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, হুগলির সঙ্গে ভোট হবে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রেও। কল্যাণবাবু শ্রীরামপুরের তিনবারের সাংসদ। গতবারে প্রায় এক লক্ষ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। এবারে এই কেন্দ্রে মূলত ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে। বিজেপির কবীরশঙ্কর বোসের পাশাপাশি লড়াইয়ে রয়েছেন বামপ্রার্থী দীপ্সিতা ধরও।

প্রচারের শেষ দিনে সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ তুললেন রথীন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ মে ঃ প্রচারের শেষ দিনে সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ তুললেন রথীন। হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে হাওন্ত পুরসভার চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নির্বাচনের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুললেন বিজেপি প্রার্থী ডা ঃ রথীন চক্রবর্তী। তাঁর অভিযোগ, এমন ৮৫ জনের তালিকা এই মুহূর্তে তাঁদের হাতে রয়েছে যারা পুরসভার কন্ট্রাক্টচ্যুয়াল কর্মী। এদের মূলত ভোটের DCRC কন্ট্রোল ইউনিট এবং EVM কন্ট্রোল ইউনিটের কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে বলে রথীন বাবুর অভিযোগ। তিনি বলেন, আমরা ভোটে কারচুপির আশঙ্কা করছি। এবং এর সংবিধান লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে বিষয়টি ইলেকশন অবজারভারকে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে বলে রথীন বাবু জানান। তিনি বলেন, ব্যবস্থা না নেওয়া হলে তারা এনিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন। ডাঃরথীন চক্রবর্তী বলেন, নির্বাচন ঘোষণার আগে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে নির্বাচন বিধিতে পরিস্কারভাবে নির্দেশ দেওযা হযেছে কন্ট্রাক্টচ্যুয়াল ওয়ার্কারকে কোনওরকমভাবে নির্বাচন প্রসঙ্গে সরাসরি যুক্ত করা যাবেনা। সেই নির্দেশ সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চের অর্ডারকে অমান্য করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য প্রশাসন তাদের চোখের সামনে দিয়ে হাওড়া পুরনিগমের কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কারদের ইলেকশন প্রসেসের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ডিসিআরসি কন্ট্রোল ইউনিটে ইনপুট করা হয়েছে। মূলত শিবপুর, মধ্য হাওড়া, দক্ষিণ হাওড়া, উত্তর হাওড়া বিধানসভা এলাকায়। ডিসিআরসি কন্ট্রোল ইউনিটের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ইউনিট অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে ইভিএম চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কন্ট্রাকচুয়াল কর্মীদের আজ ট্রেনিং হচ্ছে। কি কারণে ট্রেনিং হচ্ছে সেই ব্যাপারটা সকলকে জানাতে হবে। যদি একজন কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফকে চিহ্নিত করতে পারি তাহলে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নেব। ওরা নির্বাচনে হেরে গেছেন। এখন ওরা ভীত। সেইজন্য বিভিন্নভাবে জালিয়াতি, সন্ত্রাস, ভোটারদের ভয় দেখানো, জলের লাইন কেটে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এমন ৮৫ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ব্যাপারে জেনারেল অবজারভারকে জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি সকল অথরিটিকে জানানো হয়েছে। এখন হাওড়া পুরনিগমের কোনও বডি নেই। কিন্তু যারা রয়েছেন তারাও এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। সেই কারণে রাজ্য নির্বাচন কমিশন, ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াকে জানানো হয়েছে। যদি এর যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে এই নির্বাচন অবৈধ। এই অবৈধ নির্বাচনের দায় সম্পূর্ণভাবে রাজ্য প্রশাসন, জেলা প্রশাসনের উপর বর্তাবে। আমরা আইনের দ্বারস্থ হবো। এইরকম ভাবে নির্বাচন হলে তা বাতিল হবার সম্ভাবনা থাকে। এই কাজ আগের বিধানসভা নির্বাচনেও হয়েছে। রাজ্য সরকার অবৈধ প্রক্রিয়া নির্বাচন চালাচ্ছে। রাজ্য সরকারকে এটা পরিস্কার করতে হবে যে কন্ট্রাকচুয়াল কর্মীরা ডিসআরসির চৌহিদ্দির মধ্যে থাকবে না।

সরোবরে বেসরকারি সংস্থাকে জমি, প্রতিবাদ নাগরিক সম্মেলনে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ মে ঃ রবীন্দ্র সরোবরে ৫ বিঘা জমি একটি বেসরকারি বিনোদন সংস্থাকে মাসিক ভা।ায় দেওযায় একযোগে প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। শুক্রবার সন্ধ্যায় 'সবুজ মঞ্চ'-র কলকাতা জেলা কমিটি পক্ষ থেকে সূর্য্য সেন মঞ্চে একটি নাগরিক কনভেনশনে প্রতিবাদের এই আহ্বান জানানো হয়। সেখানে বক্তারা কে এম ডি এ-র জমি হস্তান্তরের 'অত্যন্ত বেআইনি' সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন। লেকের জমির হস্তান্তরের এই ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন বহু মানুষ। কলকাতার প্রকৃতি ও পরিবেশের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা কে এম ডি এ রবীন্দ্র সরোবরের সংরক্ষক হয়েও নজির সৃষ্টিকারী একটি অন্যায় ভূমিকা পালন করেছেন বলে মনে করছেন সরোবর এবং প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ। এই নাগরিক কনভেনশনে একযোগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কে এম ডি এর এই পরিবেশবিরুদ্ধ চক্রান্তের প্রতিবাদে সমস্ত পরিবেশ বন্ধু, পরিবেশ প্রেমী নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সমবেত হবেন। জাতীয় সরোবরের অভ্যন্তরে ৯৮ কাঠা জমি কেমন করে একজন অভিনেতার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিকে ক্রিকেট অ্যাকাডেমির নাম করে দেওয়া হল, এর উত্তর দাবী করেন কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পরিবেশ সংস্থা। চূড়ান্ত ভাবে পরিবেশ বিরুদ্ধ জনস্বার্থ বিরোধী এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সভায় আলোচিত হয়। বক্তাদের একাংশ বলেন, সরকারিভাবে এই অন্যায় পদক্ষেপ যদি রবীন্দ্র সরোবরে সফল হয়, তবে রাজ্য জুড়ে পার্ক, খেলার মাঠ, জলাভূমি সর্বত্র এই ঘটনা ঘটতে পারে।
কনভেনশনে সর্বতোভাবে এই 'বেআইনি নির্দেশ' প্রত্যাহার করার দাবি রাখা হয়। এ ছাড়াও যতদিন না কে এম ডি এ-র এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়, সরোবরের চারপাশে প্ল্যাকার্ড ব্যানার সহযোগে শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে নাগরিক মিছিলের প্রস্তুতি নেবার সিদ্ধান্তের কথাও জানান 'সবুজ মঞ্চ'-র সম্পাদক নব দত্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ নিয়ে কাজ করেন এমন একাধিক সংগঠনের প্রতিনিধি। সভায় বক্তব্য রাখেন পরিবেশবিদ সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ, সাংবাদিক জয়ন্ত বসু, পরিবেশকর্মী সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

অধীর ভূমিপুত্র, তিনিই মমতাকে চেনেন, খাড়্গে নয়', প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পাশে বিজেপির তাপস

কলকাতা, ১৮ মে ঃ কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কড়া বার্তার পর কি কিছুটা ব্যাকফুটে পড়ে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী? যখন এই নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে বঙ্গ রাজনীতির অন্দরমহলে, তখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পাশে দাঁড়াতেই দেখা গেল তৃণমূল-ত্যাগী বিজেপি নেতা তথা উত্তর কলকাতার পদ্ম প্রার্থী তাপস রায়কে। অধীরের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে ভূমিপুত্র বলে সম্বোধন করলেন তাপস। বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের ' পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অধীর। ইন্ডিয়া জোটের সমীকরণ বাংলায় কাজ না করার জন্য শুরু থেকেই অধীর চৌধুরীকেই বিঁধেছে তৃণমূল শিবির। চতুর্থ দফার ভোটের আগে বহরমপুরের সভা থেকে বাংলায় ইন্ডিয়া জোট কার্যকর না হওয়ার জন্য সরাসরি অধীরকেই দায়ী করেছেন অভিষেক।
এরই মধ্যেই আজ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সংঘাতের ইস্যুতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীকে কড়া বার্তা দিয়েছে কংগ্রেসের দিল্লি নেতৃত্ব। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অধীর কেউ নন। দলের

হাইকমান্ডই শেষ কথা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের সঙ্গে কারও অমত থাকলে, তিনি দল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারেন, এই বার্তাও স্পষ্ট করছেন খাড়্গে। এমন অবস্থায় এবার অধীরের পাশে দাঁড়ালেন তাপস রায়। উত্তর কলকাতার বিজেপি প্রার্থী বলেন, অধীর তো সন অব দ্য সয়েল। ওঁ যেটা বুঝেছেন, সেটা বলেছেন। বাংলায় বিরোধী রাজনীতি তো খাড়্গেজিকে করতে হয় না। সেটা অধীরকে করতে হয়। শুধু অধীর নয়, বাংলায় যত বিরোধী দল আছে, সবাই একই কথা বলবে। গোটা বিষয়টি কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে ব্যাখ্যা করলেও বিজেপি নেতার বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অধীর চেনেন। খাড়্গে চেনেন না। প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতির সতর্কবার্তার পর পাল্টা মুখ খুলেছেন অধীর চৌধুরীও। রণংদেহি মেজাজে তাঁরও দাবি,'এই লড়াই আমি কোনওভাবে থামাতে পারি না।'

পাথরপ্রতিমায় দুই বোনের মর্মান্তিক খুনে গ্রেপ্তার মৃতাদের ভগ্নিপতি ও ভাইপো

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৮ মে ঃ সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমায় দুই বোনের রহস্যমৃত্যুতে নয়া মোড়। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার দুজন। ধৃতরা সম্পর্কে মৃতাদের ভগ্নিপতি এবং ভাইপো। সম্পত্তিগত বিবাদের জেরে খুন বলেই প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের। মৃতাদের ভগ্নিপতি মণিরথ আড়িকে আটক করে ঢোলাহাট থানার পুলিশ। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। শুক্রবার রাতভর টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর শনিবার সকালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।পুলিশ ওই দুই মহিলার ভাইপো সুব্রত প্রামাণিককেও গ্রেপ্তার করে। যদিও মৃতাদের ভাইপো ধৃত সুব্রত প্রামাণিকের স্ত্রীর দাবি, তাঁর স্বামীকে কেউ ফাঁসিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই দুই তরুণী ছিলো অবিবাহিত। তাঁদের পৈতৃক জমিজমা ছিল। তাতেই চাষবাস করে জীবনধারণ করতেন দুজনে। সম্ভবত সেই সম্পত্তি নিয়ে অশান্তি ছিল পরিবারে।আর তার জেরে ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে ভগ্নিপতি দুই শ্যালিকাকে খুনের পরিকল্পনা করেন বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করছেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরুদাসপুর এলাকায় থাকতেন বছর ৪৫ এর বাসন্তী প্রামাণিক এবং বছর ৫৫ এর বিশা প্রামানিক। পরিবারের আর কেউ না থাকার কারণে এই দুই বোন বাড়িতে একাই থাকতেন বলেই স্থানীয় সূত্রে খবর। শুক্রবার সকালে বাড়ি থেকে দুই বোনের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে সন্দেহ হয় এলাকাবাসীদের।খোঁজ নিতে বাড়িতে যেতেই প্রতিবেশীদের চোখে পড়ে এই হাড়হিম করা নৃশংস খুনের ঘটনা। বাড়ির বারান্দায় পড়ে রয়েছে দুই বোনের খন্ড বিখন্ড দেহ ,রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা এলাকা। তৎক্ষনা খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে দুটি দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করে। আর সেই তদন্তের সূত্র ধরে পুলিশ মৃতাদের ভগ্নিপতিকে আটক করে রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে গ্রেপ্তার করে। আর সেই সূত্র ধরে মৃতাদের এক ভাইপোকেও গ্রেফতার করে। ধৃতদের রবিবার আদালতে পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

জগবল্লভপুরের পার্বতীপুর এলাকায় পটচুল কারখানায় বিধ্বংসী আগুন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ মে ঃ হাওড়ার জগবল্লভপুরের পার্বতীপুর এলাকায় পটচুল তৈরির কারখানায় শনিবার ভোররাতে বিধ্বংসী আগুন লাগে। আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা। শনিবার ভোর ৪টে নাগাদ ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে জগবল্লভপুর থানার পুলিশ ও দমকলের দুটি ইঞ্জিন ছুটে আসে। প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ভাটি থেকে আগুন ধরে যায় বলে জানা গেছে। ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আগুনে হতাহতের খবর নেই। এদিনের অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে স্থানীয় বাসিঃদারা জানান, ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ ওই আগুন লাগে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। তবে দমকলের ইঞ্জিন আসার আগেই কারখানাটি আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আরও জানান এখানে ঠাকুরের পটচুল তৈরি হতো। এতবড়ো ক্ষয়ক্ষতির কারণে ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৬৯ সংখ্যা, রবিবার, ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

প্রকৃত দেশ সেবক চাই

লোকসভার নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই প্রকৃত দেশ নেতাকে পচ্ছন্দ করে নিতে হবে। দেশ সেবক নেতার এখন খুবই প্রয়োজন রয়েছে। লোকসভার নির্বাচন সেই প্রকৃত দেশ সেবক নেতাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে দেওয়ার রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে। এখন ভোটারদের লক্ষ্য রাখা উচিত দেশকে সুপথে পরিচালিত করতে একজন দেশ সেবককে নির্বাচিত করে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসানো। তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এখন ভোট দেওয়ার খুবই প্রয়োজন। গড়া চাই দেশ সেবক নেতা। সেটাই এখন পাওয়া কেন সম্ভব হচ্ছে না? সব রাজনৈতিক দলের নেতারা মন্ত্রী হতে চান। কিন্তু তারা দেশসেবক নেতা হতে বাধা কোথায়? দেশকে সেবা করা আর দেশ নেতা হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যারা দেশকে প্রথম থেকে সেবা করে নেতা হয়েছেন তারা কিন্তু নেতা হয়েও দেশসেবক হিসাবে বিরাজ করেন। আর আজকে এর বিপরীত হতে শুরু করেছে। দেশ সেবক নেই। দেশ নেতা প্রচুর রয়েছে। প্রতিটি রাজ্যে এখন বলতে গেলে অজস্র দেশ নেতা দেখতে পাওয়া যাবে। তারা বেশ কয়েকজন সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে করে নিয়ে ঘোরে। দলীয় পতাকা নিয়ে স্লোগান দেয়। মিটিং মিছিল করে রাজনৈতিক দলের হয়ে। দেশ সেবা করতে তারা প্রস্তুত বলে প্রচার করে। রাজনীতি করছি মানেই তো দেশ সেবা করা এই রকম একটি ধারনা তৈরি হয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি তো জনগণের সেবা করতে গঠিত হয়েছে। জনগণের দাবি দাওয়া আদায় করতে তো দল গঠিত হয়। জনগণের জন্য রাজনৈতিক দল তৈরি হয়েছে। নির্বাচন হচ্ছে। নির্বাচিত দলকে সরকার গঠন করা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরেও প্রশ্ন থাকছে প্রকৃত দেশ সেবক কোথায়? প্রকৃত দেশ সেবক দেখা কেন অসম্ভব হচ্ছে? গুজরাতিরা ব্যবসা বোঝে। তারা ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই দেশের দিকে তাকায়। গুজরাতিদের দিয়ে যদি কোনও রাজনৈতিক দল পরিচালনা করানো হয় তাহলে সে আগেই দেখবে সেখানে থেকে কত মুনাফা আসছে। মুনাফা না আসলে সে ব্যাপারে তারা থাকে না। রাজনৈতিক মুনাফা, আর্থিক মুনাফা এবং ক্ষমতার মনুফা থাকার খুবই প্রয়োজন। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিত্তবান শিল্পপতিদের অধিকাংশ হচ্ছে গুজরাতি। তারা ব্যবসাটা আগে বোঝে। আয় কতখানি হবে তার হিসাব কষে। আয় না থাকলে সেখানে তারা নেই। নতুন শিল্প হচ্ছে। বলতে গেলে সবই আমেদাবাদে। আমেদাবাদ মুম্বই বুলেট ট্রেন চালু হবে। বিদেশি শিল্পপতিদের আমেদাবাদ সফর করানো হচ্ছে। শিল্পকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা আগে ভাবা উচিত। কিন্তু সেটা এখন আর হচ্ছে কোথায়? প্রকৃত দেশ সেবক হলে তিনি সব রাজ্যেকে সমান চোখে দেখতেন। কোনও রাজ্যকে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হতো না। কিন্তু এখন সেই সেবক দেশ নেতা কোথায় রয়েছে? কাউকে মানুষ এখন কেন বিশ্বাসকে হারাতে শুরু করেছে?। অবিশ্বাস বেশি করে রাজ করছে সর্বত্র। সেই অবিশ্বাস দেশকে রসাতলে পাঠিয়ে দিচ্ছে। দেশের উন্নতির প্রধান সহায়ক হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাসের ওপরে ভিত্তি করে দেশ সামনের দিকে এগিয়ে চলতে হবে।

কলকাতার রাস্তার আলো

যদি কেহ পথের কাটা দূর করিতে চান, শনিবার সন্ধ্যা সাড়া পাঁচটার সময় হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র দোকানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ল্যাম্পপোস্টে হাত রাখিয়ে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। এই লাইনগুলো বাঙালীর ভোলা সম্ভব না। ব্যোমকেশের প্রথম অভিযান (হ্যাঁ, প্রথম। দ্বিতীয় না) এই ল্যাম্পপোস্টের গুরুত্ব অনেকটাই, যারা পড়েছেন, জানেন। সেই সময়ে চোর, ডাকাত, গুণ্ডাদের স্বর্গরাজ্য ছিল শহরের রাজপথ। কলকাতা শহরেও শুরুর দিকে বিপদে না পড়লে মানুষ রাতে খুব একটা বাইরে বেরোতেন না। উনবিংশ শতকের শেষ অবধি ইলেকট্রিক তো ছাড়, গ্যাসের আলোর কৌলীন্যও জোটেনি মহানগরীর কপালে। তা হলে রাস্তায় আলো কি জ্বলতই না? জ্বলত। আর তা ছিল কেরোসিনের বাতি। কিন্তু তার আগে? উনিশ শতকের গোড়ার দিকে শহরের রাস্তায় ছিল না পথবাতি। সন্ধ্যা নামলেই দরজায় কুলুপ আঁটতেন বাসিন্দারা। ঘরের ভেতর জ্বলত রেড়ির তেলের প্রদীপ। রাত বিরেতে বাইরে বেরনোর দরকার হলে জ্বেলে নেওয়া হত পাট কাঠির ডগায় মশাল। ওই শতকের তিরিশের দশকে কলকাতার রাস্তায় কেরোসিনের আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করে পুরসভা। রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। তবে রাস্তায় উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা থাকলেও, বাড়িতে কিন্তু তখনও মহাবিক্রমে রাজত্ব করছে রেড়ির তেলের প্রদীপ বা সেজ। তাই প্রতি পাড়াতেই ছিল একটা রেড়ির তেলের কল বা দোকান। কলকাতায় গ্যাস বাতির প্রচলন হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি। তবে তার আগে, ১৮০৭ সালের ১৬ আগস্ট লন্ডনের রাস্তায় জ্বলে ওঠে গ্যাসের আলো। ১৮২২ সালের ৩০ মার্চ তখনকার এক বাংলা দৈনিকের খবরে জানা যায়, ইংলণ্ড দেশে নল দ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয়। অনুমান হয় লটারির অধ্যক্ষরাও লটারির উপস্বত্ব হইতে কলিকাতার রাস্তাতে ঐ রূপ আলো করিবেন। সংবাদপত্রের 'অনুমান' সত্যি হতে লেগে গেল আরও কিছু বছর। ১৮৫৭ সালের ৬ জুলাই কলকাতার রাস্তায় পুরসভার লটারির টাকাতেই প্রথম জ্বলল গ্যাসবাতি। গ্যাস লাইট আসার পরেও যে অবস্থা খুব একটা বদলে ছিল তা কিন্তু নয়। খুব ভালো গ্যাস বাতিও ২৫ ওয়াটের বাল্‌বের তুলনায় কম আলো দিত। সে বাতি আবার লাগানো থাকত দূরে দূরে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

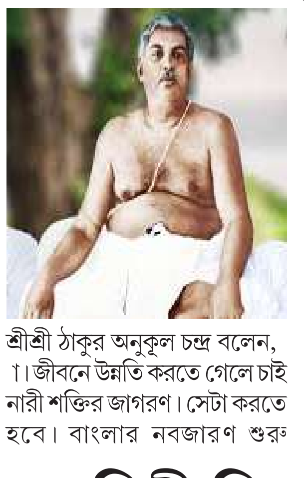

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেন, ।।জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজারণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তিকে জাগরিত করার মন্ত্র গ্রহণ করে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। সবার মধ্যে মায়ের অস্তিত্ব দেখতে পায়। নদীকে ভারতবাসীরা মা হিসাবে পুজো করে থাকেন। দেশকে মা বলে সম্মান দান করে। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি পরিবার সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। নারীজাতির কাছে স্নেহ, ভালোবাসা প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, চাই , নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল বিশ্বাস রাখতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মাতৃ ভক্তিকে। মনের শক্তিকে প্রসারিত করতে হবে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে জগতে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা কথা লেখা রয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে পারবে। জীবন সুখী হবে। জীবনকে শক্তিশালী হবে। তার জন্য মায়ের সাধনা করো। তবেই মাতৃভক্তি জাগরিত হবে। মায়ের কাছেই আছে জীবন শক্তি। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। তারা পীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। মা চান। তাঁর সন্তানরা শক্তি সঞ্চয় করুক।

বাংলার 'যুগান্তর' বিপ্লবী আন্দোলনের শুরুতেই বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন উল্লাসকর দত্ত

বিশেষ প্রতিবেদক

বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত ছিলেন অগ্নিযুগের উষালগ্নের সশস্ত্র বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম বিপ্লবী। দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য জীবনবাজী রেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। যৌবনের শুরুতে সশস্ত্র বিপ্লববাদী দল যুগান্তরের সাথে যুক্ত হন। ব্রিটিশদেরকে মোকাবিলা করার জন্য উল্লাসকর দত্তই বাংলায় প্রথম বোমা তৈরি করেন। যে বোমা ক্ষুদিরাম কিংসফোর্টের গাড়ি লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেছিলেন। বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত জন্মেছিলেন ১৮৮৫ সালের ১৬ এপ্রিল। ত্রিপুরার (বর্তমান ব্রহ্মণবাড়িয়া জেলা) কালী কচ্ছ গ্রামে। তাঁর পিতার নাম দ্বিজদাস। তিনি ছিলেন জাতীয়তা বাদী। দেশপ্রেম ও মানবদরদী পিতার যোগ্য উত্তসূরী হতে পেরেছিলেন উল্লাসকর দত্ত। পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। তারপর তিনি কলকাতার একটি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। এর পর উল্লাসকর দত্ত ১৯০৩ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পাঠ্য বইয়ের বাইরেও তিনি প্রচুর বই পড়তেন। সংগীতে এবং ক্যারিকেচারে তাঁর ছিল দক্ষতা। এই কলেজে পড়াশুনা কালে ইংরেজ অধ্যাপক ড. রাসেলের এক অপমানকর উক্তির তিনি প্রতিবাদ করেন। এজন্য উল্লাসকরকে কলেজ হতে বহিষ্কার করা কর। তখন থেকে লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটে। ১৯০৪ সালে শুরু হয় এক নতুন জীবন। এই সময়ে তিনি বিপ্লবীবাদী কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। যে কারণে তিনি অল্পদিনের মধ্যে বারীন্দ্র কুমার ঘোষের বিপ্লবী দলে যুক্ত হন। ধীরে ধীরে উল্লাসকর দত্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সার্বক্ষণিক কর্মী হয়ে ওঠেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে উল্লাসকর দত্ত এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বিলাতী পোষাক ছেড়ে ধুতি পরা সাধারণ বাঙালির জীবনে ফিরে আসেন। ১৯০৬ সালের দিকে তিনি বেশ কিছু যুবক নিয়ে এলাকায় গড়ে তোলেন এক বিপ্লবী দল। এই দলটির ঘাঁটি স্থাপন করেন নিজের গ্রামের বাড়িতে। বাড়িতেই রাখতেন পিস্তল বোমাসহ বিপ্লবীদের বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র। এসময় একদিন উল্লাসকর দত্তের ছোট ভাই তাঁর বিছানায় একটি বোমা পেয়ে তা বাড়ির সামনে বাগানে নিক্ষেপ করেন। ছোড়ামাত্র বিকট শব্দে বোমাটি ফেটে যায়। এ শব্দ দূর গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে শুরু হয় পুলিশী তৎপরতা। পুলিশী তৎপরতার কারণে উল্লাসকর দত্ত আত্মগোপন করে কলকাতার মানিকতলার মুরারীপুকুর পাড়ার বাগানে চলে যান। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের অনুপ্রেরণায় ও তার ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নেতৃত্বে কলকাতার ৩২নং মুরারিপুকুরে তৈরি হয় সশস্ত্র বিপ্লবী অনুশীলন সমিতি বা গুপ্ত সমিতি। বাড়িটি ছিল বারীন ঘোষদের পৈত্রিক সম্পত্তি। সশস্ত্র বিপ্লবী বারীন ঘোষ তাঁর দলের আখড়া গড়েছিলেন এই মুরারি পুকুরের বাগানবাড়িতে। এই বাগানবাড়ির মাঝখানে ছিল ছোটো ধরনের একটি পাকা বাড়ি। বাড়িটির চতুর্দিকে ছিল গাছপালা। বড় দাদা অরবিন্দ ঘোষ এবং অপর দুই ভাই মনোমোহন ঘোষ ও বিনয় ঘোষ এই বাগান বাড়িটিতে বসবাস করতেন। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন বিপ্লবীদের শ্রদ্ধেয় তাত্ত্বিক নেতা ও স্বদেশি কাগজ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, হেমচন্দ্র ঘোষ, বাঘা যতীন, অবিনাশ ভট্টাচার্যর মতো বিপ্লবী নেতৃত্ব দলের নীতি নির্ধারণ করতেন। ১৯০৭ সালে ৩২নং মুরারি পুকুরের বাগানবাড়িটি হয়ে উঠে সশস্ত্র বিপ্লবীদের মূল কেন্দ্র। এখানে বিপ্লবীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হত। কুস্তি শিক্ষা, লাঠি খেলা, ছোরা চালনা, পিস্তল চালনা, বোমা তৈরীসহ বোমা ফাটানোর শিক্ষা দেওয়া হত। এ কেন্দ্রে সব সময়ই বেশ কয়েকজন বিপ্লবী কর্মী স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। ওই সময় বিপ্লবীরা ভাবলেন যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সহজে বহন করা যায় এবং যা নিয়ে সহজে চলাফেরা করা যায় তা দিয়ে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের ওপর আক্রমণ করা সহজ হবে। তাই তাঁরা বোমা ও পিস্তলকে বেছে নিল অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। কাজেই বিপ্লবীদের প্রচুর বোমার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর সেই বোমা তৈরীর কারখানা করা হয় মুরারী পুকুরের বাগান বাড়িতে। এসময় বেশ কয়েকজন বিপ্লবী বোমা তৈরীর প্রচেষ্টা ও গবেষণা কাজে নিয়োজিত হয়।

মূল দায়িত্বে ছিলেন উল্লাসকর দত্ত ও হেমচন্দ্র দাশ। তাদের একাজে সহযোগীতা করেন প্রফুল্ল চন্দ্র। অনেক চেষ্টার পর ১৯০৮ সালের শুরুর দিকে বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত ও বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাশ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বোমা তৈরী করতে সফল হন। একদিন বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত বললেন, ইউরেকা সব ঠিক হয়েছে, এবার পরীক্ষা করার পালা। একটি বোমা ফাঁটিয়ে দেখতে হবে তার কার্যক্ষমতা'। সিদ্ধান্ত হল দেওঘরের নিকট একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর নির্জন স্থানে বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হবে। ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বোমাটি সাথে নিয়ে ৫ জন বিপ্লবী দেওঘর পাহাড়ে পৌঁছলেন। উক্ত বিপ্লবী দলে ছিলেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী, বিভূতি ভূষণ সরকার ও নলিনী কান্ত গুপ্ত। দিঘিরিয়া পাহাড়ের একেবারে মাথায় একটা পাথরের গায়ে ছুঁড়ে বোমার পরীক্ষা করার জন্যে প্রস্তুত বিপ্লবীরা। পরিকল্পনা করা হয় পাহাড়ের গায়ে বোমা ছুড়বে বিপ্লবী প্রফুল্ল চন্দ্র চক্রবর্তী আর তাঁর পাশে থাকবেন বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত। বোমা ছোঁড়ার সাথে সাথে বিকট শব্দ হয়ে তা ফেটে যায়। শব্দের সাথে সাথে জ্বলে উঠে আগুনের ফুলকি এবং কিছুটা ধোয়া। বেশ কিছু দূর থেকে অন্য ৩ জন বিপ্লবী বোমা ফাটার শব্দ শুনে এবং আগুন ও ধোয়াভাব দেখে সাকসেসফুল সাকসেসফুল বলে চিৎকার দিয়ে উঠেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁরা এগিয়ে এসে দেখেন প্রফুল্লচন্দ্রের মৃতদেহ পড়ে আছে উল্লাসকর দত্তের বুকের ওপর। তাঁর কপালের এক পাশ চৌচির হয়ে ঘিলু বের হয়ে পড়েছে। উল্লাসকর দত্তও আহত হয়েছেন। মৃত প্রফুল্লকে পাহাড়ে রেখে আহত উল্লাসকর দত্তকে নিয়ে বিপ্লবীরা চলে আসেন আস্তানায়। কলকাতায় বিপ্লবীদের একজন বিশ্বস্ত ডাক্তার ছিলেন ইন্দুমাধব মল্লিক। তাঁর চিকিৎসায় দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেন বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত। বোমা তৈরীর পর বিপ্লবীদের তৎপরতা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষার ৩/৪ মাস পর ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে মজফফরপুরে পাঠানো হয় অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্যে। দুর্ভাগ্যক্রমে কিংসফোর্ডের বদলে কেনেডি নামক এক ইংরেজ আইন জীবীর পত্নী ও কন্যা নিহত হয় বিপ্লবীদের বোমায়। ১৯০৮ সালের ১লা মে, ওয়ার্নি স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হল ক্ষুদিরাম বসুকে। ২ মে মুরারিপুকুরের বাগান বাড়িসহ কলকাতার অন্যান্য স্থান থেকে ৩৬ জনকে বিপ্লবীকে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতার করে। মামলার নাম 'আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করা হল। বিচারে প্রায় সবাইকে শাস্তি দেওয়া হয়। উল্লাসকর দত্ত ও বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে যাবজ্জীবন দ্বীপন্তর দেওয়া হয়। দ্বীপন্তর হলো আন্দামান সেলুলার জেলের আরেক নাম। ইংরেজ আমলে ভারতে বিশেষত বাংলার ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের আটক রাখার জন্য সবচেয়ে কুখ্যাত বন্দিশিবির। আন্দামান সেলুলার জেলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মেয়াদে যেসব বিখ্যাত বিপ্লবী বন্দিজীবন যাপন করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, উল্লাসকর দত্ত, মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর আজাদ হিন্দু ফৌজ নিয়ে ১৯৪৩ সালের ৭ নভেম্বর আন্দামান দ্বীপটিকে দখল করে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নাম দেন শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ। অবশ্য এ ঘটনার দু'বছর পর অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ সরকার এ দ্বীপমালা পুনরায় দখল করে নেয়। তবে ততদিনে ভারতে ইংরেজ শাসনের সূর্য অস্ত মিত যেতে থাকে। তাই তারা আন্দামান সেলুলার জেলের সব বন্দিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বর্তমানে এই সেলুলার জেলটি অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের স্মৃতি বিজড়িত জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত আন্দামান সেলুলার জেলে থাকাকালে সরষে পেষার ঘানিতে কাজ করা, প্রচণ্ড রোদে মাটি কেটে ইট বানানো, গাছ কেটে লাকড়ি বানানোসহ আরো অনেক কাজ তাকে করতে হতো। ইত্যাদির কাজ করার পরও তাঁর উপর চলতো নানা ধরনের নির্যাতন। চলত দু' হাত ওপরের দিকে তুলে দেওয়ালে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা মতো জঘন্য অত্যাচার। এ সমস্ত কারণে উল্লাসকর দত্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে তাঁকে মাদ্রাজের পাগলা গারদে নিয়ে আসা হয়। সুস্থ হয়ে উঠার পর সেখানেও শাস্তির মাত্রা আরও বেড়ে যায়। প্রতিদিন সকালে তাঁর মাথা চট দিয়ে ঢেকে লোহার দণ্ড দিয়ে আঘাত করা হত। এই আঘাতের কারণে তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। ১৯২০ সালে তিনি মুক্তি পান। মুক্তির পাওয়ার পর আর তিনি আর সক্রিয় বিপ্লববাদী রাজনীতির সাথে যুক্ত হতে পারেন নি। তার মূল কারণ ছিল দীর্ঘ দিনের অত্যাচার-নির্যাতনে তিনি শারীরিক ও মানুষিক ভাবে সুস্থ ছিলেন না। তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে প্রায় এক দশক সময় চলে যায়। ১৯৩১ সালে আবারও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাঁকে বিনা বিচারে ১৮ মাসের কারাদন্ড দেয়া হয়। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি আর রাজনীতিতে যুক্ত হননি। দ্বীপান্তরে যাওয়ার পূর্বেই বিপিন চন্দ্র পালের বিধবা মেয়ে লীলাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু আলিপুর মামলার রায়ের কারণে তাদের আর ঘর-সংসার হয়ে উঠেনি। ১৯৪৮ সালে নিজের ৬৩ বছর বয়সে ৫৮ বছরের স্ত্রী-কে নিয়ে জীবনের বাকী দিনগুলো কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলেন উল্লাসকর দত্ত। তাঁকে নিয়ে উঠলেন রামমোহন লাইব্রেরির বারান্দায়। কিছুদিন ছিলেন বৌ-বাজারের এক হোটেলে।

স্বাধীন ভারত সরকার কর্তৃক স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদানের জন্যে ভাতা মঞ্জুর করলে তিনি তা গ্রহণে অস্বীকার করেন। তিন বছর পর ১৯৫১ সালে তাঁরা শিলচরে আসেন। শেষ জীবনের ১৪টা বছর এ শহরেই কাটান। তখন তিনি আর বিপ্লবী নন। ব্রিটিশের নির্যাতনে মানসিক ভারসাম্য হারানো এক উদাসী। সঙ্গে তাঁর পক্ষাঘাতে পঙ্গু স্ত্রী। শিলচরের মানুষই তখন তাঁদের থাকা-খাওয়া-চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু '৬২ সালে লীলাদেবীর মৃত্যুতে হয়। তখন আর উল্লাসকর দত্তের কেউ থাকল না। ১৯৬৫ সালের ১৭ মে তিনিও মারা যান।

বাংলার যাঁরা সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন তাঁদেরকে কংগ্রেস দল পরে স্বাধীন ভারত হলে বেশি আমল দেয়নি। বিপ্লবীরা দেশকে স্বাধীন করার জন্য সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর দেখতে পাওয়া গেল যে এই সব বিপ্লবীদের নাম ভুলতে শুরু করে দিয়েছে ভারত সরকার। যদিও পরে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি তাঁর ক্যাবিনেট মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি) পরামর্শ মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেই পেনশন পেয়ে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবন রক্ষা পায়। শুধু পেনশনই নয়, সুচিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলার বহু বিপ্লবীরা না খেতে পেয়ে মারাও গিয়েছিল। তাদের দেখার কেউ ছিল না। দুর্দশরা মধ্যে দিয়ে বহু বিপ্লবীদের জীবন কাটাতে হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যেভাবে অনাহারে মারা পড়তে শুরু করে দিয়েছিল সেটা ছিল একটি লজ্জার ইতিহাস। সেই কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনকে রক্ষা করার জন্য যে ব্যবস্থা গড়ে দিয়ে যান তা এখন অব্যাহত। নতুন করে কেউ কিছু আর ভাবছে না।

সন্ধ্যা নামলে চাঁদের আলোয় দেবেন্দ্রনাথকে ব্রহ্মসংগীত শোনাতেন বালক রবীন্দ্রনাথ

মহুয়া দাশগুপ্ত

'শিশু' কাব্যগ্রন্থের 'ছোটোবড়ো' কবিতায় একটি ছোটো ছেলের কাছে বড়ো হওয়া মানেই 'বাবার মতো' বড়ো হওয়ার স্বপ্নকথা! 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পেও রবীন্দ্রনাথ ছেলেকে বাবার মতো আর বাবাকে ছেলের মতো করে দেখিয়ে গল্পে আশ্চর্য বিভ্রাট তৈরি করেছিলেন। বাবার মতোন হয়ে ওঠার ইচ্ছাটা হয়তো রবীন্দ্রনাথেরই মনের দেরাজে লুকানো ছিল। মনস্তত্ত্ব 'ফাদার ফিক্সেশন' বলে একটি ধারণার কথা বলেন। এই মন স্তাত্ত্বিক বিষয়টি নারী বা পুরুষকে তাদের অজান্তেই বাবার মতোন করে তোলে।

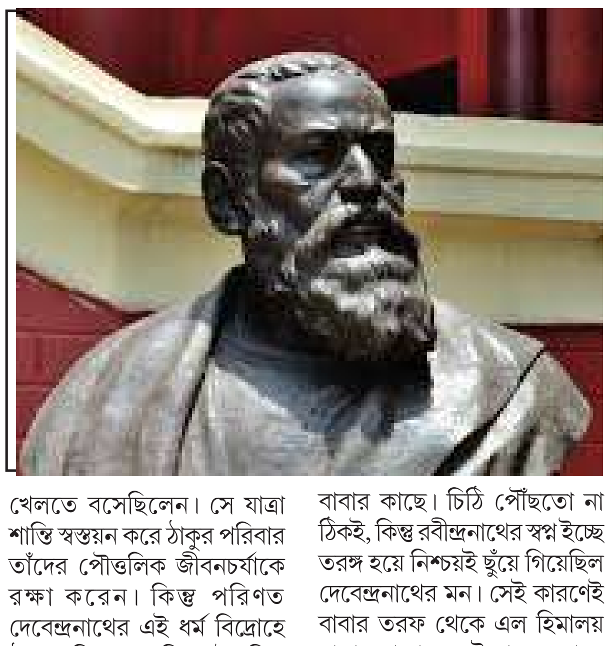

দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ঠাকুরবাড়ির কলকাতাবাসী পঞ্চমপুরুষ। জীবনের প্রথম প্রহরে ঘোর পৌত্তলিক ছিলেন তিনি। শালগ্রাম শিলার অর্চনা দেখতেন, দুর্গা পুজোর উৎসবে উৎসাহিত হতেন, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে ঠনঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতেন, তখন তাঁর মনে বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভূজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভূজা সিদ্ধেশ্বরী। কিন্তু সময়ে মর্জি বোঝা ভার। কেই বা জানতো, একদিন তিনি নিজেই রাম মোহনের মতো একেশ্বরবাদী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবেন। ১৮৩৮ সালে পিতামহী অলকা দেবীর মৃত্যু এবং ঈশোপনিষদের তাৎপর্যপূর্ণ একটি শ্লোক সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল দেবেন্দ্রনাথের মন। অপৌত্তলিক রীতিতে পিতৃশ্রাদ্ধ করে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ তিনি ঘোষণা করেছিলেন, তার অভিঘাতে একরকমভাবে সমাজের পৌত্তলিক জ্ঞাতিরা তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন। সৌদামিনী দেবীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যখন পাঁচ ছয় বছর বয়স, তখন তিনি বাড়ির শালগ্রাম শিলা নিয়ে খেলতে বসেছিলেন। সে যাত্রা শান্তি স্বস্তয়ন করে ঠাকুর পরিবার তাঁদের পৌত্তলিক জীবনচর্যাকে রক্ষা করেন। কিন্তু পরিণত দেবেন্দ্রনাথের এই ধর্ম বিদ্রোহে ঠাকুরবাড়ির তথাকথিত পৌত্তলিক দেবসংস্কার ছত্রখান হয়ে যায়। ঠিক এই ভাবনা বদলের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্র নাথের জন্ম। তাঁর অন্ন প্রাশনের দিন রবীন্দ্রনাথের নামের চারিদিকে সারি সারি মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সৌদামিনী দেবী স্মৃতিচারণে দেবেন্দ্রনাথের এই ইচ্ছের কথা জানিয়ে বলেন, 'রবির নামের উপর সেই মহাত্মার আশীর্বাদ এইরূপেই ব্যক্ত হইয়াছিল।'

ছোটোবেলায় রবীন্দ্রনাথের কাছে বাবা ছিলেন দূরের মানুষ। দেশ ভ্রমণ থেকে বাড়ি ফিরলে ছোট্ট রবির খুব ইচ্ছে হতো, তাঁর সঙ্গে ভাব করে নিতে। কিন্তু সে সৌভাগ্য সহসা হত না। মায়ের হয়ে বাবাকে প্রথম চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রাশিয়ানরা ভারত আক্রমণ করতে পারে; এই ছিল চিঠির বিষয়। চিঠির উত্তরটি ছিল আরও আকর্ষক। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, রাশিয়ানদের তিনি তাড়িয়ে দেবেন। এই লোম হর্ষক উত্তর পাওয়ার পর বাবাকে রোজ চিঠি লিখতেন রবীন্দ্রনাথ। ভাবতেন, চিঠি ঠিক পৌঁছে যাবে বাবার কাছে। চিঠি পৌঁছতো না ঠিকই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ইচ্ছে তরঙ্গ হয়ে নিশ্চয়ই ছুঁয়ে গিয়েছিল দেবেন্দ্রনাথের মন। সেই কারণেই বাবার তরফ থেকে এল হিমালয় যাত্রার প্রস্তাব। এই প্রসঙ্গে পরে 'জীবনস্মৃতি'তে লিখবেন রবীন্দ্রনাথ; 'চাই এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম, তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত।' এরপর এক রূপকথার জন্ম হয়েছিল। ঘুমের গভীর থেকে দেবেন্দ্রনাথের ডাকে জেগে উঠে পড়তে বসতেন রবীন্দ্রনাথ। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে উপনিষদের মন্ত্রপাঠ শুনতেন। যখন সন্ধ্যা নেমে আসত, আকাশে চাঁদ উঠত, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়ে বারান্দায় এসে পড়ত জ্যোৎস্নার মৃদু আলো; তখন রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্র নাথকে ব্রহ্ম সংগীত শোনাতেন। বাবার লাল শাল পরা মোমবাতির সেজ হাতে উপাসনারত ছবি রবীন্দ্র নাথকে এক রকমভাবে সম্মোহিতই করেছিল। দেবেন্দ্রনাথের অপার পাণ্ডিত্য রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছে। বাবাকে অনুসরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, অতিক্রম করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ বাবার বাধ্য ছেলে। শিলাইদহে জমিদারি পরিচালনার সময় প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় দিনে খাতাপত্র নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতেন। চিঠিতে বাবা ছেলেকে লিখতেন, 'প্রাণাধিক রবি!' রবীন্দ্র নাথের প্রতিটি ইচ্ছেকে সমর্থন করেছেন দেবেন্দ্রনাথ। মনের বেদনার কথাও ভাগ করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই রবীন্দ্র নাথ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকেই যেন নিজের দার্শনিক মনের উত্তরা ধিকার দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কাছেও বাবা ছিলেন পরম শ্রদ্ধার!

প্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্রকাব্য প্রকৃতি ও জীবনসাধনার উপরে দেবেন্দ্র নাথের প্রভাব' বিষয়ে একটি প্রবন্ধে অনুমান করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চোখে রাজর্ষি, গোবিন্দ মাণিক্য চরিত্রে তাঁরই ছায়া। 'গোরা' উপন্যাসের পরেশ বাবুর মধ্যেও দেবেন্দ্র নাথের প্রভাব। 'জীবন স্মৃতি'র 'পিতৃদেব' অধ্যায়ে বাবার কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মহর্ষির মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে যে প্রবন্ধ গুলি লিখে ছিলেন, সেগুলি পরে 'চারিত্রপূজা' বইটিতে সংকলিত হয়।

মৃত্যুর মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের মুখে 'অসতো মা সদ্গময়' শুনতে শুনতে দেবেন্দ্র নাথের শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। অবনীন্দ্র নাথ 'ঘরোয়া' বইটিতে লিখেছিলেন, 'একটু শ্বাস কষ্ট না, মুখ বিকৃতি না, দক্ষিণ মুখে আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। দেবেন্দ্র নাথের জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথ বাবাকে 'সুন্দরের উপাসক' মনে করতেন। তখন দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছে 'শাশ্বত জ্যোতি'! আত্মিক ধর্মকে আঁকড়ে সংসার ধর্ম পালনের পথ ছিল দেবেন্দ্রনাথের। কিন্তু তিনিও তো মানুষ ছিলেন। এত বছর গড়িয়ে যাওয়ার পর, আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে পারি, দেবেন্দ্রনাথের মনোভাবও সবসময় সমর্থনযোগ্য ছিল না।

সম্পাদক সমীপেষু,

চলে গেলেন বিশিষ্ট গবেষক

শ্রী অশোক কুমার রায়, গবেষণার জগত ও বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে নামটি অত্যন্ত পরিচিত। পেশায় একজন প্রযুক্তি বিজ্ঞানী, অথচ তার আগ্রহের বিষয় বাংলা সাহিত্য, চিত্রকলা,ব্যক্তি বিশেষের রচনাপঞ্জি, জীবনপঞ্জি ও চর্চা পুঞ্জি তৈরি এবং আঞ্চলিক ইতিহাস। সারা জীবন সাহিত্য চর্চা করে গেছেন। তার সিঁথির বাড়িতে প্রায় ১৮ হাজার বই পুঁথিপত্র ও পত্রিকার সংগ্রহ শালা। এই সংগ্রহ শালা ও গবেষণা চক্রের নাম দিয়েছিলেন 'মন্মথনাথ ঘোষ ইনস্টিটিউট অফ নাইন্টিনথ এন্ড টোয়েন্টিয়থ সেঞ্চুরি স্টাডিজ '। তার রচিত গ্রন্থের তালিকা বেশ বড়। 'ঠিকানা কলকাতা ঐতিহাসিক বাড়ি', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ রহস্য সন্দর্ভ ইতিহাস ও রচনাপঞ্জি', 'নৃপেন্দ্র নাথ রচনা সম্ভার', 'কলকাতা নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি', 'বাংলা সাময়িক পত্র পত্রিকার ক্রমবিকাশ পঞ্জি', সম্পাদিত গ্রন্থ 'স্মৃতি সুরভী - মন্মথনাথ ঘোষ', 'বন্দে মাতরম প্রেরণা ও বিতর্ক', 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন', 'কান্ত কবি রজনী কান্ত আরো বহু। সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর একজন স্বনাম ধন্য দার্শনিক চিন্তাবিদ প্রাবন্ধিক শিব নারায়ণ রায়ের ভাইপো ও অধ্যাপক গবেষক অলোক রায়ের ছোট ভাই। বহু গুণীজন, বিভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক এসেছেন তার সিঁথির বাড়ির সংগ্রহশালায়।. তার পরিচয় উচ্চমাধ্যমিক এর সময় থেকে। নিয়মিত যাতায়াত ছিল যোগা যোগও ছিল। শেষ সময়টা নানা পারিবারিক কারণে খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে তার জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর সিঁথির বাড়িতে গত ১২ মে ২০২৪ বেলা ১২ টায় তার প্রয়াণ ঘটে। প্রয়াণ কালে তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

আজকে বাংলা ক্রমশ মেধা শূন্যতে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে। ভালো ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। গবেষক কমছে। চারদিকে শুধুই হালকা ভাবে সব কিছুকেই দেখার প্রণবতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বিশেষ করে তরুণরা এখন প্রযুক্তির ওপরে বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে শুরু করেছে। কৃত্রিম মেধা এবারে আসতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে তার ব্যবহার ক্রমশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। তার ফলে মানুষের মনন শক্তির ধার ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। মানুষ তার মস্তিককে পরিচালিত করছে না। বুদ্ধি প্রয়োগ করছে না। বহু গ্রন্থাগারে বই পড়ার লোক নেই। সবাই শুধু যন্ত্র বিদ্যার ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে একটি বড় ফাঁক তৈরি হয়ে শুরু করেছে। সেই ফাঁককে পূরণ করাটা এখন সবার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

-দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, রাজডাঙ্গা, রুবি মোড়, কলকাতা।

সাংখোলায় নদীতে পড়ে গেল চারচাকার যাত্রীবাহী গাড়ি, আহত ৪

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ মে ঃ সিকিমের সিংথামের কাছে সাংখোলায় নদীতে পড়ে গেল চারচাকার যাত্রীবাহী গাড়ি। ঘটনায় মৃত্যু হল দুজনের। আহত ৪ জন। জানা গেছে, গাড়িটিতে ছয়জন ছিলেন। শনিবার সকালে গাড়িটি শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটকে যাচ্ছিল। সেইসময় রানীখোলা নদীতে গাড়িটি পড়ে যায়। ঘটনায় গাড়ির চালক সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে একজন কলকাতার বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ পাল (৭২)। শেষ খবর পাওয়া অবধি মৃত গাড়ি চালকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে আহতদের উদ্ধার করে সিংথাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়িতে থাকা যাত্রীরা সকলে কলকাতার বাসিন্দা। তাদের মধ্যে ৪ বছরের এক শিশুও রয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

সমস্যা সমাধান না হলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাব, জানালেন সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৮ মে ঃ পৌরসভা শেষ কথা নয়, আমরা যদি দেখি আমাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না তবে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাব। আমাদের আশা আমরা সেখানে সফল হব। সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মতিলাল জৈন। উল্লেখ্য পৌরসভার বাড়ানো বিভিন্ন কর এবং নানান দাবিকে সামনে রেখে ১৭ মে কোচবিহার শহরজুড়ে ব্যবসা বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেই বন্ধ কার্যকরীয় হয়। সারাদিনব্যাপী কোচবিহার শহরের ব্যবসা বন্ধ ছিল এদিন। তবুও জেলা ব্যবসায়ী সমিতির দাবি মানেননি পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেছিলেন ব্যবসায়ী সমিতির দাবি রাজনৈতিক। এরপরে শনিবার সাংবাদিক বৈঠক ডাকে জেলা ব্যবসায়ী সমিতি এবং বলেন সমস্যার সমাধান না হলে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবো।

ডেঙ্গুর সচেনতা বাড়াতে বোরো ভিত্তিক আলোচনা সংগঠিত হল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ মে ঃ ডেঙ্গুর সচেনতা বাড়াতে বোরো ভিত্তিক আলোচনা সংগঠিত হল। আবাসনের আবাসিকদের সচেতন করবার লক্ষ্যে নানান তথ্য তুলে ধরেন ডাঃ সঞ্জিব মজুমদার। ডেঙ্গু রোধ করতে পুরনিগম অনেক আগে থেকেই আদা জল খেয়ে নেমেছে। সেই মতে শনিবার থেকে বোরো গুলো আবাসিকদের সচেতন করতে পথে নামতে দেখা যায়। ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অস্থায়ী ৩ নম্বর বোরো অফিসের তত্ত্বাবধানে ওর্য়াডের বিভিন্ন আবাসিকদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন স্যানেটারি ইনস্পেক্টর কৌশিক মোদক, ডাঃ সঞ্জিব মজুমদার সহ অন্যান্য বোরো আধিকারিকেরা। বোরো চেয়ারম্যান মিলি সিনহা চিকিৎসা সংক্রান্ত কারনে শহরের বাইরে থাকায় ডাক্তার সঞ্জিব মজুমদার সমস্ত আলোচনার দায়িত্ব নেন। ডাক্তার মজুমদার আবাসিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডেঙ্গু রোগের ছোট ছোট বিষয় গুলো তুলে ধরেন। আবাসিক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি ছাদের ওপর কোনভাবে জল জমতে না দেওয়া। কুয়ো থাকলে তা মশারির নেট দিয়ে ঢেকে রাখা, এসব দিক গুলো দৃষ্টি গোচর করতে হবে। এছাড়াও ডেঙ্গু রোগের প্রতিকার সমন্ধে তিনি জানান পুরনিগমের স্বাস্থ্য ভবন গুলোতে পরীক্ষা বিনা পয়সায় হয়। জ্বর হলে পেরাসিটামল ছাড়া অন্য কোন ঔষুধ খাবেন না।

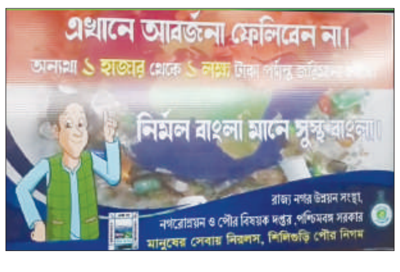

গরম থেকে স্বস্তি পেতে ভোটপর্বেই পর্যটকদের ঢল নেমেছে দিঘায়

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৮ মে ঃ বঙ্গ জুড়ে তীব্র গরম। আর গরম থেকে স্বস্তি পেতে বহু মানুষ পাড়ি জমিয়েছে দিঘা সমুদ্র সৈকতে। ভোট উৎসবের মাঝেও দিঘায় পর্যটকের ঢল। দেশজুড়ে লোকসভা নির্বাচন চলছে। এই লোকসভা নির্বাচন পর্বে দিঘায় পর্যটকের কার্যত ঢল নেমেছে। সপ্তাহের মাঝপর্বেও বহু সংখ্যক মানুষ ভিড় করেছে দিঘায়। সাধারণত দিঘায় প্রতি ছুটির দিন বা সপ্তাহের শেষে শনি রবিবার পর্যটকের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু চলতি বছর গ্রীষ্মকালে সপ্তাহের সব দিনেই পর্যটকের ভিড় হয়েছে দিঘা সমুদ্র সৈকতে। সপ্তাহ শুরুর দিন কিংবা সপ্তাহের মাঝামাঝি সব দিনই সমুদ্রস্নানে পর্যটকদের ভিড় চোখে পড়ার মত।

আকস্মিক বজ্রপাতে আহত ১৫ চা শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৮ মে ঃ আলিপুরদুয়ারে আকস্মিক বজ্রপাতের ঘটনায় ১৫ চা শ্রমিক আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে দুই শ্রমিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জানা গেছে, শনিবার সকালে জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টি হয়েছে। সেই সময় চুয়াপাড়া চা বাগানে শ্রমিকরা পাতা তুলছিলেন। এরপর আচমকা বজ্রপাত ১৫ জন শ্রমিক আহত হন। আহতদের মধ্যে ৯ জন মহিলা শ্রমিকও রযেছেন। ঘটনার পর আহতদের লতাবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দুই মহিলা শ্রমিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। অন্যদিকে, কোচবিহারের তুফানগঞ্জে বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের অন্দরানফুলবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলসিকারিপাড়া এলাকার বাসিন্দা গোপাল বর্মন মাঠে গরু আনতে গিয়েছিলেন। তখনই বাজ পড়ে তাঁর মাথায়। তড়িঘড়ি তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহারের মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। গোটা ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত সাইকেল আরোহী, বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৮ মে ঃ উত্তর দিনাজপুরের রসাখোয়ার মহেশপুরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। শনিবার দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম, জিয়াউর রহমান (৪৫)। এদিন সকালে মাঠ থেকে ফিরছিলেন ওই ব্যক্তি। বেঙ্গল টু বেঙ্গল রোডে সাইকেল নিয়ে উঠতেই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় করণদিঘি থানার রসাখোয়া ফাঁড়ির পুলিশ। এদিকে দেহ ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন তাঁরা। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। ট্রাকের চালক ও খালাসি পলাতক। ট্রাকটি আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

পানীয় জলের দাবিতে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ শান্তিপুরে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৮ মে ঃ বাড়ি বাড়ি দেওয়া হয়েছে জলের লাইন, কিন্তু দীর্ঘ এক বছর ধরে তারা জলের পরিষেবা পান না। গরমের মধ্যেই তীব্র জল কষ্টে ভুগছে এলাকার শতাধিক পরিবার। স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিধায়ককে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এবার জল সরবরাহ কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করল একাধিক মহিলা। তাদের দাবি অবিলম্বে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে না হলে আগামী দিনে বড়সড় আন্দোলনের পথে নামবে তারা। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার নদীয়ার শান্তিপুর থানার বাবলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহাদুরপুর এলাকায়। জানা যায়, বেশ কয়েক বছর আগে বাহাদুরপুর এলাকায় একটি পানীয় জলের প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। বেশ কয়েক বছর কেটে গেল এখনো সঠিকভাবে জলের পরিষেবা পান্না এলাকাবাসী। অভিযোগ ওঠে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। মূলতঃ এই জল প্রকল্পে যতগুলি বাড়ির পরিষেবা পাওয়ার কথা তার থেকেও বেশি বাড়িতে জলের লাইন দেওয়া হয়েছে। যার কারনে জলপরিসেবা দিতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই বিকল হয়ে যায় মেশিন। এলাকাবাসীর অভিযোগ তারা বেশ কয়েক বছর আগেই পানীয় জলের লাইন বাড়িতে পেলেও কিন্তু জল পান না তারা। জল আনতে পাশের পাড়ায় যেতে হয় তাদের। এই বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিধায়ককেও জানানো হয়েছে। তাদের কাছ থেকে শুধু প্রতিশ্রুতি মিলেছে। কিন্তু বাস্তবে কোন কাজ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে এদিন জল প্রকল্পের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তারা। তাদের দাবি অবিলম্বে তারা যাতে বাড়িতে জল পরিষেবা পান তার ব্যবস্থা করতে হবে প্রশাসনকে। এই বিষয়ে বিক্ষোভকারীদের তরফ থেকে জল সরবরাহ অপরেটারকে একটি লিখিত অভিযোগ পত্র জমা দেওয়া হয়। পাশাপাশি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিককেও একটি লিখিত অভিযোগ জমা দেয় বিক্ষোভকারীরা।

আরপিএফের তৎপরতায় গ্রেফতার আড়কাঠি, উদ্ধার পাচার হয়ে যাওয়া নাবালিকা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ মে ঃ কাজের প্রলোভন দেখিয়ে দিল্লিতে পাচার করা হচ্ছিলো আসামের এক চা শ্রমিকের নাবালিকা কন্যাকে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযানে নামে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের আরপিএফ এর স্পেশাল টিম। শুক্রবার সকালে দিল্লিগামী ব্রহ্মপুত্র মেল থেকে চা শ্রমিকের নাবালিকা কন্যাকে উদ্ধার করা হয়। পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় সীতা বরাইক নামে এক মহিলাকে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অসহায়তার সুযোগ নিয়ে নারী পাচারকারী দল যে আজও কতটা সক্রিয় সেই প্রমান আরও একবার পাওয়া গেলো। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে সীতা বরাইক এর আগেই এই কাজে যুক্ত ছিলো। যদিও তার বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সীতা বরাইক। তিনি বলেন দিল্লিতে বাসা বাড়িতে কাজ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলাম। মেয়ের বাড়িতে সব জানে। ঘটনায় আসাম পুলিশকে খবর দিয়েছে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থানার পুলিশ। খবর পেয়ে আসাম পুলিশ রওনা হয়েছে। এই দুইজনকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থানার পুলিশ আধিকারিক বিপ্লব দত্ত। অন্যদিকে, অভিযোগ দায়ের হওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধার করলো পুলিশ। জানা গেছে, শিলিগুড়ির ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক নাবালিকা গত ১৫ মে নিখোঁজ হয়ে যায়। বহু খোঁজাখুঁজির পরও নাবালিকাকে খুঁজে পায়নি তার পরিবার। ১৭ মে সকালে আশিঘর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। কয়েকঘণ্টার মধ্যেই কোচবিহার থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গা এলাকায় এক যুবকের বাড়ি থেকে নাবালিকা উদ্ধার হয়। যুবকের সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে পরিচয় হয়েছিল নাবালিকার। যদিও ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি। উদ্ধার হওয়া নাবালিকাকে জলপাইগুড়ির সিডব্লিউসি'তে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

৯০ শতাংশ 'বিশেষভাবে সক্ষম' পায়েল উচ্চ মাধ্যমিকে ছিনিয়ে নিল ৯০ শতাংশ!

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৮ মে ঃ বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড পঞ্চায়েতের কামারপাড়ার বাসিন্দা, শারীরিকভাবে সক্ষম পায়েল পাল। পায়েল ৯০ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধী অথচ তার এবার উচ্চমাধ্যমিকে তাক লাগানো রেজাল্ট। ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে সে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে হাঁটাচলায় অসুবিধা হয় পায়েলের। স্কুলে যাতায়াত করত সে মায়ের কোলে চেপে। উচ্চ মাধ্যমিকে ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়ে সে এবার ভূগোলে অনার্সে পড়তে চাইছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে শুধু শারীরিক সমস্যাই নয়, সঙ্গে পারিবারিক আর্থিক অবস্থার প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। পায়েলের মা প্রভাতী পাল বলেছিলেন তাঁদের অক্ষমতার কথা। খবর জানাজানি হতেই বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়ে বিষয়টির উপর। বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি মিটিং থেকে সিদ্ধান্ত নেন শারীরিকভাবে সক্ষম পায়েলের পাশে দাঁড়াতে হবে। সম্প্রতি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি দেবপ্রিয় সমাজদার, কলেজ অধ্যক্ষ বিমান চক্রবর্তী-সহ পরিচালন কমিটির অন্যান্য সদস্য পায়েলের বাড়িতে যান। তাঁরা পায়েলের হাতে পাঁচ হাজার টাকার একটি চেক এবং মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন। তাকে এই সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছাও জানান তাঁরা। এবং তার অভিভাবকদের পায়েলকে ঘিরে তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানান। বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পায়েল ভূগোল অনার্স নিয়ে বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয় পঠন-পাঠন করতে চাইলে আগামী চার বছর ধরে অ্যাডমিশন ফি থেকে শুরু করে পায়েলের পড়ার যাবতীয় খরচ-খরচা তাঁরাই বহন করবেন। গার্লস কলেজ কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের কথা পায়েলের বাবা দীগেন পাল ও মা প্রভাতী পালকে জানান কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজের নেওয়া এই সিদ্ধান্তে খুশি পায়েল ও তার পরিবার। বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিমান চক্রবর্তী বলেন, উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোনোর পর টিভিতে এবং অন্যান্য গণমাধ্যমে তিনি পায়েলের খবরটি দেখেন। তাঁর মনে হয়, পায়েলের পাশে দাঁড়ানো উচিত, তাকে শুভেচ্ছা জানানো উচিত। তাই শুভেচ্ছাবার্তা দিতে যেমন তাঁরা কামারপাড়ায় এসেছিলেন, তেমনই পরিচালন কর্তৃপক্ষের নেওয়া সিদ্ধান্তের কথাটাও জানানো তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। পায়েলের বাবা দীগেন পাল বলেন, কলেজ কর্তৃপক্ষের এই আশ্বাসে তাঁরা খুশি। এদিকে বাড়ি থেকে কলেজ যাওয়ার জন্য এবং সামগ্রিক ভাবেই পায়েলের যাতায়াতের জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থাও প্রশাসনিকভাবে হবে, পায়েলের পরিবারকে এটা জানিয়েছেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। পায়েল বলেছে, বাড়িতে থাকতে তার ভালো লাগে না। তাই যাতায়াতের গাড়ির ব্যবস্থা হচ্ছে এটা জেনে তার ভালো লেগেছে। কলেজের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকারা তার বাড়িতে এসে তার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তার পড়াশোনা যাবতীয় খরচ বহন করতে চেয়েছেন জেনে পায়েল খুব খুশি।

তারাপীঠে হোটেল মালিককে মারধর আটক দিল্লির দুই যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৮ মে ঃ যাত্রীদের মারধরে জখম হলেন হোটেল মালিক। তাকে গুরুতর জখম অবস্থায় রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে তারাপীঠের রবীন্দ্র পল্লি এলাকায় একটি বেসরকারি লজে। জানা গেছে, শনিবার সকালে তারাপীঠের রবীন্দ্রপল্লি এলাকায় একটি হোটেলে ওঠে দিল্লির কয়েকটি পরিবার। বিকেলের দিকে হোটেল ছাড়ার সময় তাদের ঘরের দুটি এসির রিমোর্ট পাওয়া যাচ্ছিল না। এই নিয়ে তাদের বলতে গেলে হোটেল মালিককে বেধড়ক মারধর করে যাত্রীরা। তার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে উদ্ধার করে। গুরুতর জখম হোটেলের মালিক দীপক কুমার মণ্ডলকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার কপালে বেশ কয়েকটি সেলাই লেগেছে। মারধরের ঘটনা সিসি টিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। ঘটনায় দুই যাত্রীকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের বাড়ি পশ্চিম দিল্লি এলাকায়। হোটেল কর্মী রাধাবল্লভ মণ্ডল বলেন, ওই যাত্রীরা হোটেল ছাড়ার সময় আমি এসির রিমোর্ট এবং ঘরের চাবি চাই। কিন্তু তারা না দিয়েই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমরা তাদের খোওয়া যাওয়া জিনিস চাইতে গেলে মালিক দীপক কুমার মণ্ডলকে মাটিতে ফেলে মারধর করে। তার কপাল ফেটে রক্তাক্ত হয়।

গাংনাপুর থানার কোরাবাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতি, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৮ মে ঃ দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য গাংনাপুর থানার কোরাবাড়িতে। গাংনাপুর থানার দেবগ্রাম পঞ্চায়েতের কোরাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা গৌর দেবনাথের বাড়িতে শুক্রবার রাত আনুমানিক দেড়টা নাগাদ হামলা চালায় পাঁচ থেকে ছয় জনের একটি ডাকাত দল। সেই সময় বাড়িতে স্বামী, স্ত্রী ও তাদের ছেলে ছিল। অভিযোগ, ডাকাত দলটি বাড়িতে ঢুকে পরিবারের সদস্যদের মারধর করে ও হাত-পা বেঁধে রেখে নগদ প্রায় ১৯ হাজার টাকা ও বেশ কয়েক ভরি সোনা ও রুপার গহনা ডাকাতি করে চম্পট দেয়। পরে আক্রান্ত বাড়ির সদস্যরা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কোনওক্রমে বাড়ির বাইরে এসে প্রতিবেশীদের ডাকার চেষ্টা করে। প্রতিবেশীরা তাদের গোঙানির আওয়াজ পেয়ে ছুটে এসে তাদের হাত-পাছেয়র বাঁধন খুলে উদ্ধার করে। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গাংনাপুর থানার পুলিশ। তবে কে বা কারা এই ঘটনা সঙ্গে জড়িত সেই বিষয়ে এখনো কিছু জানতে পারেনি পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গাংনাপুর থানার পুলিশ। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

বোলপুরের মুলুক গ্রামে চোরকে গাছে বেঁধে গণধোলাই

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৮ মে ঃ হাতেনাতে ধরে চোরকে, গাছে বেঁধে গণপ্রহার দিল এলাকাবাসীরা। পুলিশ এসে অভিযুক্তকে উত্তেজিত জনতার রোষ থেকে উদ্ধার করে। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুর থানার মিরেপাড়ায়। এলাকাসূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন বাড়ি থেকে বিভিন্ন সামগ্রী চুরি যাচ্ছিল। কে বা কারা চুরি করছিল ধরতে পারছিল না এলাকাবাসীরা। কারোও বাড়ি থেকে সাবমারসিবলের মোটর, কারোও নির্নীয়মান বাড়ি থেকে বিভিন্ন সরঞ্জাম চুরি যাচ্ছিল বলে অভিযোগ। শনিবার ফের ওই গ্রামে পিলারের উপর বোর্ড চুরি করতে আসে কয়েকজন। এরপরেই হাতেনাতে একজনকে ধরে ফেলে। তারপরেই তাকে গাছে বেঁধে গণপ্রহার দেওয়া হয় বলে জানান এলাকাবাসী তসলিম খান। তিনি জানান, এলাকাবাসীর হাতে প্রহৃত হয় ওই চোর। বোলপুর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

ধারের টাকা চাইতে গিয়ে খুন, উত্তেজনা ভরতপুরে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৮ মে ঃ ধারের টাকা আদায় করতে গিয়ে প্রাণহানি। ভরতপুরে ব্যক্তির বস্তবন্দি দেহ উদ্ধার। এই ঘটনার পালটা হিসাবে আরও একজনকে অন্য গ্রাম থেকে তুলে এনে মারধরের অভিযোগ। সব মিলিয়ে মুর্শিদাবাদে গুন্দোরিয়া গ্রামে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃত দীনবন্ধু পাল, মুর্শিদাবাদের গুন্দোরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। পঞ্চান্ন বছর বয়সি দীনবন্ধু বেশ কয়েকদিন আগে হামিদপুরের এক বাসিন্দাকে টাকা ধার দেন। শনিবার সকালে বকেয়া টাকা চাইতে হামিদপুর গ্রামে যান দীনবন্ধু। পরিবারের দাবি, তার পর থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। বেশ কিছুক্ষণ পর হামিদপুরে দীনবন্ধুর বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, বকেয়া টাকা চাইতে গেলে সম্ভবত বচসা হয়। আর সেই কারণেই খুন হন দীনবন্ধু।

দাপিয়ে বেড়াল দল ছুট দুই দাঁতাল

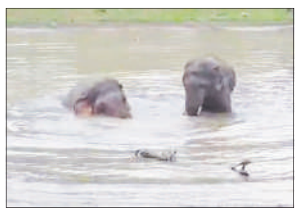

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৮ মে ঃ ঝাড়গ্রামের জিতুশোল গ্রামে সাতসকালে দাপিয়ে বেড়াল দল ছুট দুই দাঁতাল। আতঙ্কে গ্রামের মানুষ। খাবার ও জলের সন্ধানে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে প্রবেশ হাতির। প্রতিনিয়ত হাতির সমস্যা বেড়ে চলছে এলাকায়। যে ভাবে জঙ্গল নষ্ট করা হচ্ছে তারই ফলে হাতির বাসস্থান এর জঙ্গল ধ্বংস হচ্ছে তাতেই সমস্যা বাড়ছে জঙ্গলমহলে। গত কয়েকদিন ধরে নতুন করে তাপদাহ বাড়ায় জঙ্গলের পশুপাখি লোকালয়ে চলে আসছে। শনিবার সকালে লোকালয়ে হাতি প্রবেশ করার চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে বন দপ্তর।

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস্ লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ ৭সি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, থানা-সেক্সপিয়ার সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোনঃ ০৩৩ ৪০৬৬ ৮০৭২
ই-মেলঃ foundryfuel@gmail.com
সিআইএনঃ
এল৫০৫০০ডব্লুবি১৯৬৪পিএলসি০২৬০৫৩

নোটিশ

এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর সাথে পঠিত রেগুলেশন ২৯(১)(ক) এবং ৪৭(১) (ক) অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা ৮৪, মেকার চেম্বার-৩, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বাই-৪০০০২১-এ বুধবার, ২৯ মে, ২০২৪ বিকাল ০৩.০০ টায়, কোম্পানির স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ৩১শে মার্চ, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছর, অনুমোদন এবং রেকর্ড করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে।
এই তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.foundryfuel.in-এ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে www.bseindia.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস্ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
(নিকেশ ওসয়াল)
স্থানঃ কলকাতা ডিরেক্টর
তারিখঃ ১৮ মে, ২০২৪ ডিআইএনঃ ০৭৮৯৫৩৫৭

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য এবং তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে: **ক) টেন্ডার নং.: ইএল-সিওএন-৪৫১। খ) কাজের নাম:** প্রধান সাবস্টেশনে বিকল্প এইচটি প্যানেল রুম স্থাপন। **গ) টেন্ডারের ধরন:** ওয়ার্কস। **ঘ) টেন্ডার মূল্য (জিএসটি সহ) (রুপী): ₹ ২,৭১,৭৩,৬৮৫.৮৬** (দুই কোটি একাত্তর লাখ তিয়াত্তর হাজার ছশো পঁচাশি টাকা এবং ছিয়াশি পায়সা মাত্র)। **ঙ) টেন্ডার নথির খরচ (রুপি):** প্রযোজ্য নয়। **চ) বায়না মূল্য (রুপী): ₹ ২,৮৫,৯০০/-** (দুই লাখ পঁচাশি হাজার নশো টাকা মাত্র)। **ছ) সমাপ্তির সময়কাল (মাসে):** ১৮ (আঠারো মাস)। **জ) বন্ধের তারিখ: ১২.০৬.২০২৪ তারিখে ১১:০০ ঘন্টায়। দ্রষ্টব্য:** সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে।

PR6/422 ডেপুটি সিইই/এম/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন
Like us on : www.facebook.com/clwrailways

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

টেণ্ডার নোটিস নং. এস/এলএম/২০২৪-২৫ তারিখঃ ১৬-০৫-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ
টেণ্ডার সংখ্যা. এলডি২৪৫৩৯৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৩-০৬-২০২৪

ক্রমিক সংখ্যা. ১। সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন সংখ্যা. আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১০৭/২০১৮ ভিইআর. ২.১ অথবা অনন্তিম অনুসারে প্রত্যেক সেটের সঙ্গে হেলিক্যাল এন্টেনা এবং বেল ক্লিপ, রেপিড ব্যাটারি চার্জার, ২৩০০ এমএএইচ অথবা ইহার উপরের ওইএম অনুমোদিত রিচার্জেবল এনআই-এমএইচ/এলআই-আইওএন ব্যাটারির একটি সেট সহিত ট্র্যান্সরিসিভার হ্যাণ্ডহেলড ৫ ওয়াট ডিএমআর ভিএইচএফ সেটের যোগান। ভিএইচএফ সেটটি কী প্যাড ছাড়া এবং ডিসপ্লে সহিত হইতে হবে। অতিরিক্ত সরঞ্জামসমূহঃ (১) প্রোগ্রামের জন্যে সফটওয়ের সহিত টাণিং কিট এবং কানেক্টিং ক্যাবলের ২ টি সেট (২) প্রত্যেক সেটের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত স্পেয়ার ব্যাটারি। মেকঃ মটরোলা, ক্যানউড অথবা সেই ধরণের। ডাককর্তা ওইএম অথবা ওইএমের অনুমোদিত ডিলার হইতে হবে। ওয়াকি টকি সেটের পিওসি সংলগ্ন বিন্যাস অনুসারে যোগানদাতার দ্বারা করতে হবে। পরিমাণঃ ২৩৬ সেট।

নোটঃ টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেণ্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএছ ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা ওপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

জ্যেষ্ঠ ডিএমএম/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ফর্ম বি
গন প্রচারণা

(ভারতের দেউলিয়া এবং দেউলিয়াত্ব বোর্ডের প্রবিধান ১২ (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন, ২০১৬)

স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য
আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড

ক্রম নং	বিশেষ	বিবরণ
১.	কর্পোরেট দেনাদারের নাম	**আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট দেনাদারের অন্তর্ভুক্তির	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩
৩.	কর্পোরেট দেনাদার যে কর্তৃপক্ষের অধীনে নিগমিতনিবন্ধিত	কোম্পানির নিবন্ধক - কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কর্পোরেট পরিচয় নম্বর সীমিত দায় শনাক্তকরণ নম্বর	ইউ০১২২২ডব্লুবি১৯৭৩পিএলসি ০২৯১৩৭
৫.	কর্পোরেট দেনাদারের নিবন্ধিত ফিস এবং প্রধান অফিসের ঠিকানা (যদি থাকে)	**নিবন্ধিত দপ্তর** পিও, আরামবাগ, জেলা হুগলি ডব্লুবি ৭১২৬০১ **কর্পোরেট অফিস** ৫৯ বি চৌরঙ্গী রোড,কলকাতা৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া বন্ধ করার তারিখ	মে ০১,২০২৪
৭.	কর্পোরেট দেনাদারের লিকুইডেশন শুরু হওয়ার তারিখ	মে ০১, ২০২৪ (অর্ডার ১৭ মে, ২০২৪ এ প্রাপ্ত)
৮.	লিকুইডেটর হিসাবে কাজ করা দেউলিয়া পেশাদারের নাম এবং নিবন্ধন নম্বর	ডিকোড রেজলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড **আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ আইবিবিআই / আইপিই ০০৯১/ আইপিএ-৩ /২০২২-২৩/৫০০০৬**
৯.	বোর্ডের সাথে নিবন্ধিত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ই-মেইল	১১০১, ফ্লোর-১১, প্লট-২১১, দালামল টাওয়ার, ফ্রিপ্রেস জার্নাল মার্গ, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বই - ৪০০০২১, মহারাষ্ট্র রেজি. ইমেল আইডি: ip@decoderesolvency.com
১০	ঠিকানা এবং ই-মেইল ব্যবহার করতে হবে লিকুইডেটরের সাথে চিঠিপত্র	১১০১, ফ্লোর-১১, প্লট-২১১, দালামল টাওয়ার, ফ্রিপ্রেস জার্নাল মার্গ, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বই - ৪০০০২১, মহারাষ্ট্র রেজি. ইমেল আইডি: ip@decoderesolvency.com
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৬ জুন, ২০২৪ (অর্ডার প্রাপ্তির ৩০ তম দিন হচ্ছে)

নোটিশ এতদ্বারা জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল. কলকাতা বেঞ্চ এ নির্দেশ দিয়েছে০১ মে, ২০২৪-এ **আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেডের** তরলকরণের সূচনা (মে ১৭, ২০২৪-এ প্রাপ্ত আদেশ)**আরামবাগ হ্যাচেরিজ লিমিটেডের** স্টেকহোল্ডারদের এতদ্বারা আইটেম নং ১০ এর বিপরীতে উল্লিখিত ঠিকানায় লিকুইডেটরের কাছে ১৬ জুন, ২০২৪ বা তার আগে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।আর্থিক পাওনাদাররা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দিতে হবে। অন্য সকল পাওনাদার ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে বা ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রমাণ সহ দাবি জমা দিতে পারে। দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা হবে।যদি কোনও স্টেকহোল্ডার লিকুইডেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন তার দাবি জমা না দেয়, তাহলে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়াপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য দেউলিয়াত্বের সমাধান প্রক্রিয়া) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর অধীনে কর্পোরেট দেউলিয়া রেজোলিউশন প্রক্রিয়া চলাকালীন এই জাতীয় স্টেকহোল্ডারের দ্বারা জমা দেওয়া দাবিগুলিকে গণ্য করা হবে। ধারা ৩৮ এর অধীনে জমা দিতে হবে।
প্রকাশঃ আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেডের লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার সূচনা সংক্রান্ত ০৩ মে, ২০২৪ তারিখের পাবলিক ঘোষণা বাতিল এবং অকার্যকর হবে।

এসডি-
ডিকোড রেজলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড লিকুইডেটর, আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড (লিকুইডেশনে)
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ
তারিখঃ১৯ মে, ২০২৪ আইবিবিআই / আইপিই ০০৯১/ আইপিএ-৩ / ২০২২-২৩/ ৫০০০৬
স্থানঃ মুম্বাই এএফএ বৈধতাঃ নভেম্বর ২৮, ২০২৪

জেমস কমার্শিয়াল কো. লিমিটেড

CIN: L51109WB1983P LCO35777
রেজি. অফিস ঃ ২০ / ১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ২য় তলা, কলকাতা (WB)-৭০০০০৭
অ্যাডমিন অফিস ঃ বি-৩৮, নিচতলা, প্রাতিষ্ঠানিক এলাকা, সেক্টর-১, নয়ডা (U.P.)-২০১৩০১
ওয়েবসাইট ঃ www.gemscommercial.co.in, ইমেলঃ gemscom@yahoo.com,
ফোনঃ +৯১-১২০-৪৯৩৯৯৪৫
৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	৬.৮৬	১.৩৭	--	৫২২.৭৬	৪৪২.০৭
২.	মোট খরচ	২৪.৩২	৫.৫১	৭.১৫	৪৩.৭০	৩১.৯৬
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম	(১৭.৪৬)	(৪.১৫)	(৭.১৫)	৪৭৯.০৭	৪১০.১১
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(১৪.০৬)	(৫.৪৫)	(৫.৫০)	৪৮০.১৪	৪১৪.৭৪
৫.	নিট লাভ / (ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়ের জন্য	(১৭.৯২)	(৫.৪৫)	২.৪১	৩৫৭.১৮	৩০৭.৬৬
৬.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়	(১১৮৩.৩১)	(৫.৪৫)	(১০৭৭.১৯)	(৮০৮.২১)	(৭৭১.৯৪)
৭.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৬২৩.৫০	৬২৩.৫০	৬২৩.৫০	৬২৩.৫০	৬২৩.৫০
৮.	সংরক্ষিত (আগের বছরের এর ব্যালেন্স শীটে দেখানো হিসাবে পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত				১৩২৪৩.৫২	১৩৩১৩.০৩
৯.	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে) (প্রতি অভিহিত মূল্য ১০ /- টাকা শেয়ার) মূল এবং মিশ্র	(০.২৯)	(০.০৯)	০.০৪	৫.৭৩	৪.৯৩

বিঃদ্রঃ
(ক) উপরেরটি ৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের বিশদ বিন্যাসের একটি বহিঃপ্রকাশ যা SEBI (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ত্রৈমাসিক এবং বছরের আর্থিক কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gemscommercial.co.in এবং CSE www.cse.india.com-এ ফলাফল পাওয়া যাবে
(খ) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৮ মে, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত তাদের সভায় বোর্ড অফ ডক্টরস দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
(গ) ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলি IND-AS-বিধি অনুসারে লাভ-ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

জেমস কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং বোর্ডের পক্ষে,
স্থান ঃ নয়ডা স্বা / - (উমা জৈন)
তারিখঃ ১৮.০৫.২০২৪ পরিচালক

হারভেটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রসেসিং কো. লিমিটেড

CIN: L28939WB1982PLCO35023
রেজি. অফিস ঃ ২০ / ১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ২য় তলা, কলকাতা (WB)-৭০০০০৭
অ্যাডমিন অফিস ঃ বি-৩৮, নিচতলা, প্রাতিষ্ঠানিক এলাকা, সেক্টর-১, নয়ডা (U.P.)-২০১৩০১
ওয়েবসাইট ঃ www.hepcl.co.in, ইমেলঃ harvatex@yahoo.com, ফোনঃ +৯১-১২০-৪৯৩৯৯৪৫
৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	৩.৫১	১.০৩	১.৯০	৭৭.২৯	৬৬.৮২
২.	মোট খরচ	৪.৪৫	৩.৩০	৩.৬৪	১৪.৩০	১৩.৫০
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম	(০.৯৪)	(২.২৮)	(১.৭৪)	৬২.৯৮	৫৩.৩৩
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	০.১৯	(২.২৮)	(১.৬৭)	৬৪.১০	৫৩.৩৯
৫.	নিট লাভ / (ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়ের জন্য	(২৭.৪৭)	(২.২৮)	(২.৩৯)	৪৭.০৮	৪১.১০
৬.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়	(১৯৫.৫৯)	(২.২৮)	(২.৩৯)	৪৭.০৮	৪১.১০
৭.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৭২.০০	৭২.০	৭২.০০	৭২.০০	৭২.০০
৮.	সংরক্ষিত (আগের বছরের এর ব্যালেন্স শীটে দেখানো হিসাবে পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত				১৮৪৩.১২	১৭২৯.৯২
৯.	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে) (প্রতি অভিহিত মূল্য ১০ /- টাকা শেয়ার) মূল এবং মিশ্র	(৩.৮২)	(০.৩২)	(০.৩২)	৬.৫৪	৫.৭১

বিঃদ্রঃ
(ক) উপরেরটি ৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের বিশদ বিন্যাসের একটি বহিঃপ্রকাশ যা SEBI (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ত্রৈমাসিক এবং বছরের আর্থিক কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hepcl.co.in এবং CSE www.cse.india.com-এ ফলাফল পাওয়া যাবে
(খ) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৮ মে, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত তাদের সভায় বোর্ড অফ ডক্টরস দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
(গ) ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমগুলি IND-AS-বিধি অনুসারে লাভ-ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

হারভেটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রসেসিং কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং বোর্ডের পক্ষে,
স্থান ঃ নয়ডা স্বা / - (মোহনন টি)
তারিখঃ ১৮.০৫.২০২৪ ব্যবস্থাপক পরিচালক

রান্না-বান্না

গরমে তরমুজ, আমড়া, জলপাই-সহ একগুচ্ছ চাটনি

শেষপাতে বাঙালির একটু চাটনি না হলে চলে না। চাটনি যেন মুখশুদ্ধির কাজ করে। চাটনি শুধু মুখরোচক নয়, চাটনির নানা উপকারিতাও আছে। ভোজনের নানা গুরুপাক কাটাতে ভূড়িভোজের শেষপাতে এই পদের জুড়ি মেলা ভার! আমড়াকে প্রথমে লম্বালম্বি করে চার টুকরো করে কেটে নিন। অল্প গরম জলে আধসেদ্ধ করুন। এবার হামানদিস্তায় খুব হালকাভাবে থেঁতো করে নিয়ে রান্না করতে হবে। কড়ায় তেল গরম করে পাঁচফোড়ন ও শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিতে হবে। এবার আদাবাটা দিয়ে .একটু নাড়তে হবে। হলুদ ও নুন দিয়ে ভালোভাবে নাড়তে হবে। তারপর সেদ্ধ আমড়া গুলো দিয়ে নাড়তে হবে। ২-৩মিনিট পর চিনিটা দিয়ে দিতে হবে। এবার সামান্য জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে ৩-৪মিনিট। ঢাকা খুলে নামিয়ে নিলেই তৈরি আমড়ার চাটনি।

তেঁতুলের চাটনি-প্রথমে তেতুল ১ কাপ জল দিয়ে ১ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর চটকে তেতুলের কাঁথটা বের করে ছেঁকে বীজগুলো বের করে নিন। এবার ক৷ইতে গু। দিয়ে গলে গেলে তাতে তেতুলের কাঁথটা দিয়ে ভালোভাবে নাড়তে হবে। তাতে নুন দিয়ে ৫-১০ মিনিট মাঝারি আঁচে নাড়ুন। ঢিমে আঁচে রাখবেন। তেতুল ঘন হয়ে গেলে তাতে ভাজা মশলা (জিরে, ধনে, শুকনোলঙ্কা, মৌরি) দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নামিয়ে নিতে হবে।

জলপাইয়ের চাটনি- জলপাই একটু নুন দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়ে জল থেকে ছেঁকে তুলে নিতে হবে।

এবার ভালো করে চটকে বীজগুলো সরিয়ে ছাকনি দিয়ে ছেকে রসটা নিয়ে নিন। তেল গরম করে তাতে গোটা সরষে ও শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে রসটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। ফোটা শুরু করলে চিনি দিয়ে ভালো করে ফোটান। নামানোর আগে ভাজা মশলা (জিরে, ধনে, শুকনোলঙ্কা, মৌরি) দিন। হয়ে গেলে কয়েকটি গন্ধরাজ লেবুর পাতা আধখানা করে উপর থেকে ছড়িয়ে দিয়ে ঢেকে রাখুন। পরিবেশনের আগে পাতাগুলো সরিয়ে দিয়ে নাড়িয়ে নেবেন। এটা ফ্লেভারের জন্য।

তরমুজের চাটনি-কড়াইতে তেল গরম করুন। এবার তাতে তরমুজের সাদা অংশ, নারকল কোরা, তেঁতুলের পেস্ট এবং কাঁচালঙ্কা দিয়ে দিন। হালকা আঁচে মিনিট তিনেক নাড়াচাড়া করুন। জল শুকিয়ে গেলে নামিয়ে নিন। এবার এবার এটি মিক্সিতে ভাল করে পেস্ট বানিয়ে ফেলুন। তারপর অন্য একটি পাত্রে আবার তেল গরম করুন। তাতে অড়হর ডাল, সরষে ও কারিপাতা ফোড়ন দিন। হালকা আঁচে ৩০ সেকেন্ড নাড়াচাড়া করুন। এবার আগে তৈরি করা ওই পেস্টের মধ্যে তা ঢেলে দিন। ব্যস আপনার তরমুজ চাটনি তৈরি।

পেঁপের চাটনি-প্রথমে কাঁচা পেঁপে গ্রেট করে নিতে হবে। কড়ায় সাদা তেল গরম করে শুকনো লঙ্কা, আধ চাচামচ আদাবাটা, তেজপাতা ফোড়ন দিন। এবার পেঁপে কোরাটা দিয়ে ফোটাতে হবে। একটু ফুটে উঠলে জল ঝরিয়ে নিয়ে আবার জল, চিনি, কাজু, কিসমিস দিয়ে চাপা দিতে হবে। ঘন হয়ে এলে চিনি দিয়ে ফোটান ঢিমে আঁচে। তারপর নামানোর আগে ভাজা মশলা (জিরে, ধনে, শুকনোলঙ্কা, মৌরি) দিন। এতে দারুণ একটা ফ্লেভার তৈরি হয়। কাঁচা পেপের চাটনি হজমের ক্ষেত্রে দারুণ কার্যকরী।

পোস্ত-ইলিশ-চিকেন-সহ রইল আমিষ-নিরামিষ খাবারের সন্ধান

বাঙালির পাতুরিপ্রেম একেবারেই নতুন কিছু নয়! নিরামিষ হোক বা আমিষ, পাতুরির টান যেমন পনিরে, তেমনই মাছ-মাংসেও। রেস্তরাঁয় গেলেও অনেকের অর্ডারেই প্রাধান্য পায় এই পদ। সরষে, পোস্ত, নারকেল বাটা-সহযোগে তৈরি এই পাতুরি ভাত হোক বা পোলাও সবেতেই ভোজের সুপারস্টার! দেরি না করে ঝটপট জেনে নিন চিকেন-ইলিশ থেকে ছানা-পোস্তর একগুচ্ছ সহজ পাতুরি কি ভাবে বানাবেন।

গন্ধরাজ চিকেন পাতুরি

উপকরণ- ৩০০ গ্রাম বোনলেস চিকেন, ৩ টেবিল চামচ পোস্তবাটা, ৩ টেবিল চামচ নারকেলবাটা, আধ চা চামচ রসুনবাটা, ১.৫ চা চামচ কাঁচা লঙ্কাবাটা, ১ চা চামচ গোলমরিচগুঁড়ো, ৩ চা চামচ লেবুর রস, ১৪ কাপ সাদা তেল, স্বাদ মত নুন, ১৫ টি কুমড়ো পাতা, ১ টি সুতোর রিল, ১৬ টি গন্ধরাজ লেবুর পাতা, পরিমাণ মতো ভাজার জন্য সামান্য সাদা তেল।

চিকেন কিমা বানিয়ে নিতে হবে। একটি পাত্রে চিকেনের কিমা নিযে, তার মধ্যে পোস্তবাটা, নারকেলবাটা, রসুনবাটা,কাঁচা লঙ্কাবাটা ও ১ টি গন্ধরাজ লেবুর পাতাবাটা,গন্ধরাজ লেবুর রস, সাদা তেল ও গোলমরিচগুঁড়ো পরিমাণ মতো নুন দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। এবার একটি কুমড়ো পাতা ধুয়ে হালকা সেঁকে নিযন তাওয়ায়। তার মধ্যে এই মিশ্রণটি ৩ টেবিল চামচ নিযে, উপরে একটি গন্ধরাজ লেবুর পাতা রেখে খুব ভালো করে সুতো দিয়ে বেঁধে দিন। এবার একটি ফ্রায়িং প্যান তেল গরম করে এরমধ্যে একে একে পাতুরিগুলো দিয়ে, ঢিমে আঁচ রেখে ঢেকে দিন উপর থেকে। বারে বারে উলটেপালটে ভেজে নিতে হবে। চারিদিকে সুন্দর লালচে কালার চলে এলে, নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

লাউ পাতায় ইলিশ পাতুরি

উপকরণ- পরিমাণ মতো লাউ পাতা, ২ টুকরো ইলিশ মাছ, ২টেবিল চামচ সর্ষে ,পোস্ত, চারমগজ (বাটা মশলা), ৩-৪টি কাঁচা লঙ্কা, ১২ চা চামচ রসুন, ১টেবিল চামচ সরষে তেল, ১৪ চা চামচ হলুদগুঁড়ো, ১৪ চা চামচ জিরেগুঁড়ো, স্বাদ মত নুন, ১টি কাঁচা লঙ্কা চেরা।

প্রণালী-লাউ পাতা ধুয়ে সেঁকে নিন। এবার মাছ ধুযে .রেখে সব মশলা দিয়ে .মেখে নিন। ওই সরষে বাটাতে সব মশলা মাখিয়ে, লাউপাতাতে ১টি মাছের পিস ও বাটা মিশ্রনটার উপরে ১টি কাঁচা লঙ্কা চেরা দিয়ে পাতাটি মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে দিতে হবে, যাতে খুলে না যায়। এবার একটি ফ্রায়িং প্যান তেল গরম করে এরমধ্যে একে একে পাতুরিগুলো দিয়ে, ঢিমে আঁচ রেখে ঢেকে দিন উপর থেকে। উলটেপালটে ভেজে নিতে হবে।

সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের তোলা অভিযোগের প্রতিবাদে আগরতলায় মিছিল প্রদেশ বিজেপির

আগরতলা, ১৮ মে ঃ বিরোধী দলগুলির তরফ থেকে জনস্বার্থে ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলা হচ্ছে। বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় কাজ ও খাদ্যের অভাব, পানীয় জলের সংকট, বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়া এবং রাজ্যজুড়ে জ্বালানি তেলের সংকট। এ সব অভিযোগকে ভিত্তিহীন এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র বলে দাবি করে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির তরফ থেকে শনিবার আগরতলায় একটি মিছিল সংগঠিত করা হয়েছে। মিছিলের নেতৃত্ব দেন দলের প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। মিছিলে যুব মোর্চা, মহিলা মোর্চার নেতা-নেত্রী কার্যকর্তারা পা মিলিয়েছেন। মিছিলের শুরুতে প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ের সামনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দলের সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, বিরোধীরা জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারকে কালিমালিপ্ত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদ জানিয়ে আজ শহরে মিছিল করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি অসমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ভূতল সড়কে যান এবং পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। তাই ত্রিপুরায় জ্বালানি তেলের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে সংকট মোকাবিলা করেছে। পাশাপাশি রাজ্য

এবং কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে প্রয়াস চালিয়ে জ্বালানি তেলের সংকট নিরসন করেছে। বিজেপির প্রদেশ সভাপতি আরও বলেন, এতদিন ত্রিপুরার জনজাতিদের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করেছে সিপিএম এবং কংগ্রেস। গত ২৫ বছর ধরে এ রাজ্যের জনজাতিদের বঞ্চিত করে রেখেছে। বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যের বিভিন্ন ব্লককে ইনস্পিরেশন ব্লক হিসেবে ঘোষণা করে বিশেষ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। সেখানকার রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা সহ সামগ্রিক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ধলাই জেলাকে ইনস্পিরেশন জেলা হিসেবে ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষভাবে আর্থিক বরাদ্দ করেছে। শুধু তা-ই নয়, জনজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য একলব্য স্কুলের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত এবং তৃতীয়বারে মতো নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেনই।

মেলাঘরের কুখ্যাত গাঁজা ব্যবসায়ী পুলিশের জালে আটক

মেলাঘর (ত্রিপুরা), ১৮ মে ঃ সিপাহিজলা জেলার মেলাঘরের বানিয়াছড়া ঝরঝরিয়ার কুখ্যাত গাঁজা ব্যবসায়ী সঞ্জয় বিশ্বাসকে আটক করেছে মেলাঘর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে গাঁজা ব্যবসার সাথে জড়িত সঞ্জয় বিশ্বাস। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বুক ফুলিয়ে গাঁজা ব্যবসার করে আসছে। শুক্রবার গোপন খবরের ভিত্তিতে, মেলাঘর থানার পুলিশ ডিসিএম সহ বিশাল টিম হানা দেয় মেলাঘর বানিয়াছড়ার গাঁজা ব্যবসায়ী সঞ্জয় .বিশ্বাসের বাড়িতে। পুলিশের কাছে খবর ছিল, প্রচুর পরিমাণে গাঁজা তার বাড়িতে মজুত ছিল। কিন্তু পুলিশের অভিযানের আঁচ পেয়ে গাঁজা ব্যবসায়ী সঞ্জয় বিশ্বাস গাঁজাগুলি লুকিয়ে ফেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৩৩ কেজি গাঁজা সমেত গাঁজার মালিক সঞ্জয় বিশ্বাসকে মেলাঘর থানায় নিয়ে আসে। তার বিরুদ্ধে একটি এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা রুজু করা হয়েছে।

উত্তর প্রদেশের রামপুর হাসপাতালের পুরানো বিল্ডিংয়ে আগুন

রামপুর, ১৮ মে ঃ উত্তর প্রদেশের রামপুরে আগুন লাগল রামপুর হাসপাতালের পুরানো বিল্ডিংয়ে। শর্টসার্কিট থেকেই এই আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে। শনিবার রামপুর হাসপাতালের পুরানো বিল্ডিংয়ে আগুন লাগে, অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। জেলা হাসপাতালের সিএমএস ডাঃ আর কে মিত্র বলেছেন, যেখানে আগুনে লাগে সেটি একটি অকার্যকর বিল্ডিং ছিল... বিল্ডিংটিতে কিছু প্লাস্টিকের জিনিস অবশিষ্ট ছিল। সম্ভবত শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগেছিল। মোট ৩টি দমকলের ইঞ্জিন এসে পৌঁছয়। আগুন নিযন্ত্রণে এসেছে এবং কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

দাবদাহে অতিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম ভারত, গরম থাকবে আসন্ন ৫ দিন

নয়াদিল্লি, ১৮ মে ঃ রাজধানী দিল্লির তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে। কোথাও কোথাও তাপমাত্রা আবার ৪৭ ডিগ্রিতেও পৌঁছেছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এই মরসুমে শুক্রবার দিল্লিতে তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি ছিল। নজফগড়ে ওই দিন তাপমাত্রা ছিল ৪৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা গোটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। শনিবার আইএমডি জানিয়েছে, আগামী ৫ দিন উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে পারে এবং পরবর্তী ৩ দিনের মধ্যে পূর্ব ও মধ্য ভারতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বিরাজমান থাকতে পারে। দিল্লি ছাড়াও তাপপ্রবাহ চলবে রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারে। আগামী ৫ দিন ধরে গরমের দাপট বজায় থাকবে এই ছয় রাজ্যে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বাহিনী লুপ্ত প্রায় প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করল

মালিগাঁও, ১৮মেঃ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) নিউজলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে রুটিন তল্লাশির সময় অবৈধ ভাবে পরিবহণ করা১০টি জীবন্ত লুপ্ত প্রায় প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করে।১৭মে, ২০২৪ তারিখে নিউজলপাইগুড়ির আরপিএফ টিম নিউজলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং. ১২৫০৭ (তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল-শিলচর) আরোনাই এক্সপ্রেসে রুটিন তল্লাশি করছিল। এই তল্লাশির সময় এস-১২নং. কোচেএকটিনীলরঙেরকন্টেনার খুঁজে পায় আরপিএফ টিম। কন্টেনারটির মালিক পাওয়া যায়নি। এরপর কন্টেনারটি খোলার পর সেখান থেকে ১০টি জীবন্ত লুপ্ত প্রায় প্রজাতির কচ্ছপ পাওয়া যায়। এরপর জীবন্ত কচ্ছপগুলি সহ কন্টেনারটি আরপিএফ স্টেশনে নিয়ে আসা হয়। পরে সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে ও নথিপত্রের কাজ সম্পূর্ণ করে পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগের হাতে কচ্ছপগুলি তুলে দেওয়া হয়।

মণিপুরে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের হাতে গুলিবিদ্ধ উদীয়মীন ডিজাইনার

ইমফল, ১৮ মে ঃ মণিপুরে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন রাজ্যের উদীয়মান ডিজাইনার। গুলিবিদ্ধ উদীয়মান ডিজাইনারকে লাইশ্রাম কুমারজি বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। ঘটনা আজ শনিবার সকালে ইমফল পশ্চিম জেলার অন্তর্গত পাটসই থানা এলাকায় অবস্থিত খুমবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাছে সংগঠিত হয়েছে। আজ রাজ্য পুলিশের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক এ খবর দিয়ে জানান, হামল াকারীদের পরিচয় .এবং কী কারণে ডিজা ইনারকে লাইশ্রাম কুমারজিকে গুলি করা হয়েছে সে সম্পর্কে এখনও কোনও ক্লু পাওয়া যাযনি। তবে, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে দুর্বত্তদের শনাক্ত করে তাদের গ্রেফতার করতে পুলিশ অভি যান চালিয়েছে।

তিনি জানান, পেশা দার ডিজাইনার লাইশ্রাম বাঁ পায়ে গুলি লেগেছে। শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক জানান, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা গুলিবিদ্ধ কুমারজিকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে অপারেশন করে তাঁর পা থেকে গুলি বের করা হয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশের পাক্কে টাইগার রিজার্ভে বেড়েছে নিরাপত্তাজনিত টহলদারী

ইটানগর, ১৮ মে ঃ অরুণাচল প্রদেশের পাক্কে টাইগার রিজার্ভে নিরাপত্তাজনিত টহলদারী বাড়ানো হয়েছে। অতি সম্প্রতি চোরাশিকারিদের আনাগোনায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার এক সরকারি বিবৃতিতে বলা হযেছে, বন বিভাগের কর্মীরা পাক্কে টাইগার রিজার্ভ, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের কোর জোন এবং প্রান্তিক অঞ্চলে নৈশ টহল অভিযান জোরদার করেছেন। অতি সম্প্রতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের কোর জোনে চোরাশিকারিরা আনাগোনা শুরু করেছে। চোরাশিকারিদের হাত থেকে ব্যাঘ্র সহ বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এদিকে রিল্লোহ রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার তালো দিবো জানান, গত ১৫ মে তাঁর রেঞ্জ (রিল্লোহ) অফিস থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে তাকোসিনি জলাশয়ে অবৈধভাবে ব্যাঙ সংগ্রহ করতে আসে চার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি। এই দলটি আজকাল এলাকার বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে মাছ, ব্যাঙ সহ বন্যপ্রাণী শিকার করতে

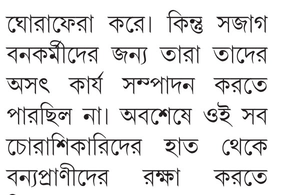

ঘোরাফেরা করে। কিন্তু সজাগ বনকর্মীদের জন্য তারা তাদের অসৎ কার্য সম্পাদন করতে পারছিল না। অবশেষে ওই সব চোরাশিকারিদের হাত থেকে বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হযেছে। নিরাপত্তা রক্ষীদের নিয়ে নৈশ টহলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি, জানান রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার তালো দিবো। তালো দিবো বলেন, গতকাল রাতে টহলদারী দল চোরাশিকারিদের মুখোমুখি হয়েছে। চোরাশিকারিরা একটি পয়েন্ট (.) ২২ রাইফেল এবং একটি ১২ বোরের এসবিবিএল বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করেছিল। তাদের মোকাবিলা করতে গেলে রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চোরাশিকারিরা গভীর জঙ্গলে গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়। তবে তারা পালিয়ে যাওয়ার পর ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দুটি স্থানীয় ব্যাকপ্যাক, দুটি ছুরি, ১২ বোরের এসবিবিএল বন্দুকের তিনটি সক্রিয় গুলি এবং একটি রোস্টেড জায়ান্ট ব্ল্যাক স্কুইরেল। রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার তালো দিবো বলেন, ' মূল লক্ষ্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে স্থানীয়দের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।'

কোকরাঝাড়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত যাত্রীবাহী বাস, জখম ৪২

কোকরাঝাড় (অসম), ১৮ মে ঃ কোকরাঝাড়ে একটি যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন ৪২ জন যাত্রী। আহত যাত্রীদের খোঁজ নিতে কোকরাঝাড় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছুটে গেছেন রাজ্যের মন্ত্রী উর্খাও গৌরা ব্রহ্ম। আজ শনিবার ভোরে কোকরঝাড়ে জেলার অন্তর্গত শেরফাংগুড়ির আঠিয়াবাড়িতে ৩১ নম্বর (গ) জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনাটি। জানা গেছে, এএস ০১ পিসি ৫৬২৫ নম্বরের যাত্রীবাহী একটি সুপার বাস পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার থেকে অসমের কামরূপ জেলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। কিন্তু আঠিয়াবাড়ি এলাকায় আসার পর জাতীয় সড়কের পাশে একটি রেলিঙে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা লাগে বাসটির। এতে ঘুমে আচ্ছন্ন অধিকাংশ যাত্রী কমবেশি জখম হয়েছেন। এদিকে দুর্ঘটনা সংঘটিত করে বাসের চালক পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের ১৮ জন আহত যাত্রীকে চিকিৎসার জন্যে কোকরাঝাড় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার পাশাপাশি ২৩ জনকে দোতমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কোকরাঝাড় মেডিক্যাল কলেজে ভরতি দুজনের অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে। এদিকে কোকরাঝাড় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি ১৮ জন যাত্রীর খবর নিতে যান মন্ত্রী উর্খাও গৌরা ব্রহ্ম। তিনি আহত যাত্রীদের চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন, কথা বলেছেন কর্তব্যরত ডাক্তারদের সঙ্গে। উপস্থিত সাংবাদিকদের মন্ত্রী ব্রহ্ম জানান, আহতদের চিকিৎসা প্রদানে কোনও ত্রুটি রাখছেন না ডাক্তাররা। তবে গুরুতরভাবে আহত দুই যাত্রীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ডাক্তাররা বরপেটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। আহত সকলের আশু আরোগ্য কামনা করেছেন মন্ত্রী উর্খাও গৌরা ব্রহ্ম। প্রসঙ্গত, কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার অন্তর্গত রানি, আজারা প্রভৃতি এলাকা থেকে ৪২ জন যাত্রী নিয়ে বাসটি গতকাল শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে গিয়েছিল। কোনও এক কবিরাজের কাছে চিকিসা নিতে তাঁরা কোচবিহার গিয়েছিলেন। কবিরাজকে দেখিয়ে ওষুধপত্র নিয়ে যাত্রী দলটি আজ ভোররাত প্রায় ২,০০টা নাগাদ অসমে স্বগৃহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল।আহত যাত্রীদের অভিযোগ, বাসের চালক তীব্রগতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল।

প্রবল আক্রমণ রাশিয়ার, খারকভে 'মার খেয়ে' পিছু হঠছে ইউক্রেনীয় ফৌজ

১৮ মে ঃ দুবছর পেরিয়ে গিয়ছে। তবুও থামছে না রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। গত কয়েকমাসে ইউক্রেনের আক্রমণের ধার বাড়িয়ে দিয়েছে মস্কো। এবার খারকভের দিকে অগ্রসর হচ্ছে রুশ ফৌজ। হামলা বাড়ছে যুদ্ধের এই গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্টে। যার মোকাবিলা করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে কিয়েভকে। তাই প্রবল চাপের মুখে খারখভ থেকে পিছু হঠছে ইউক্রেনীয় বাহিনী! ২০২২ সালে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে খারখভ দখল করে নিয়েছিল রাশিয়া। কিন্তু রণক্ষেত্রে পালটা মার দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই শহর পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল ইউক্রেনীয় ফৌজ। কিন্তু এবার হারানো জমি ফের দখল করতে খারখভে হামলা বাড়িয়ে দিয়েছে রুশবাহিনী। এই পরিস্থিতিতে প্রবল চাপের মুখে সীমান্তের বেশ কিছু গ্রাম থেকে সেনা সরিয়ে নিচ্ছে ইউক্রেন। এনিয়ে ইউক্রেনীয় সেনার মুখপাত্র জানিয়েছেন, খারকিভের ওই অঞ্চলগুলো প্রচণ্ড হামলা চালাচ্ছে রাশিয়া। প্রবল গোলাগুলির মাঝে বেকায়দায় পড়েছেন জওয়ানরা। তাই অন্য জায়গায় নতুন করে ঘাঁটি গড়া হচ্ছে। সেখান থেকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ শানানো হচ্ছে। জানা গিয়েছে, এই কঠিন পরিস্থিতিতে সমস্ত সফর বাতিল করে দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ক্রমাগত বৈঠক করছেন সেনার সঙ্গে। উল্লেখ্য, মাস দুয়েক ধরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে রণক্ষেত্রে

বেশ বেগ পেতে হচ্ছে কিয়েভকে। মস্কোর হামলায় যে প্রাণহানি ঘটছে তার জন্য নিজেদের দুর্বল বায়ু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেই দুষছেন জেলেনস্কি। বারবার তিনি আমেরিকা-সহ পশ্চিমা বিশ্বের কাছে হাতিয়ারের জন্য দরবার করছেন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে 'ইউক্রেনের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমেরিকা। কয়েকদিন আগেই ৪০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধাস্ত্রের প্যাকেজ ঘোষণা করেছে হোয়াট হাউস।

চিনে গিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। তিনি বৈঠক করেন' জিনপিংয়ের সঙ্গে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে তাঁদের মধ্যে। চিনের সংবাদ সংস্থা জিনহুয়া জানিয়েছে, পুতিনের এই সফরের আগে রাশিয়াকে একটি শান্তি প্রস্তাব দিয়েছিল চিন।

নাম পরিবর্তন

আমি, GOURANGA AICH (পুরাতন নাম) পিতা LATE PANCHANAN AICH, ঠিকানা- 3A, KHALISAKOTA PALLY,PS-DUMDUM, NORTH 24 PARGANAS -700051, WEST BENGAL, INDIA, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, DATED 17.05.2024 এর AFFIDAVIT দ্বারা আমার নাম এখন থেকে GAURANGA LAL AICH (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। GAURANGA LAL AICH (নতুন নাম) এবং GOURANGA AICH (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I KUMUD MONDOL, S/O LATE ASHINE KUMAR MANDAL, R/O SOMODPUR MANDIR PARA, PO &PS SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700150, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KUMUD RANJAN MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/05/2024, THAT KUMUD MONDOL AND KUMUD RANJAN MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD SADIQUE IRFAN, SON OF MOHAMMAD IRFAN ALAM (AKA-MD IRFAN ALAM), RESIDING AT 3RD FLOOR BLOCK C SUNSHINE APARTMENT, 21/2B CHANDRA NATH ROY ROAD , TOPSIA , KOLKATA 700039,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SADIQUE IRFAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/05/2024.THAT MOHAMMAD SADIQUE IRFAN AND MD SADIQUE IRFAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SAMARJIT MONDOL, S/O KUMUD RANJAN MANDAL, R/O SOMODPUR MANDIR PARA, PO & PS SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700150, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMARJIT MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/05/2024, THAT SAMARJIT MONDOL AND SAMARJIT MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I KAKALI RAY, W/O DIBAS RAY, R/O DHAKURIA STATION ROAD, CHAND PARA, PO DHAKURIA, PS GAIGHATA, BONGAON -743245, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANDHYA RAY BOWLIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/05/2024, THAT KAKALI RAY AND SANDHYA RAY BOWLIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I DIBASH RAY, S/O PRAMANANDA RAY, R/O DHAKURIA STATION ROAD, CHAND PARA, PO DHAKURIA, PS GAIGHATA, BONGAON-743245, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIBAS RAY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/05/2024, THAT DIBASH RAY AND DIBAS RAY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ANIL SARKAR, SON OF BINOD BIHARI SARKAR, RESIDING AT 15/1 VIDYASAGAR ROAD, DUMDUM CANTONMENT, PO-RABINDRANAGAR, NORTH24PARGANAS - 700065, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANIL KUMAR SARKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/05/2024. THAT ANIL SARKAR AND ANIL KUMAR SARKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I DEEPAYAN KUMAR CHOUDHURY,SON OF PARIMAL CHOUDHURY, RESIDING AT 43/5,BLOCK-2, ANANDA PALLY,ABINASH MONDAL ROAD,PURBA PUTIARY, KOLKATA - 700093,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEEPAYAN CHOUDHURY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/05/2024.THAT DEEPAYAN KUMAR CHOUDHURY AND DEEPAYAN CHOUDHURY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I NARANDRA SAHA, S/O NANI GOPAL SAHA, R/O ASHOK PALLY, ASHOKNAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743222, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NARENDRA SAHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/05/2024, THAT NARANDRA SAHA AND NARENDRA SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ALOKE MONDAL, S/O KARTICK MANDAL, R/O VILL CHAKJALASI, PURBA RAMNATHPUR, DIAMOND HARBOUR, PIN-743355, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALOKE MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/05/2024, THAT ALOKE MONDAL AND ALOKE MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, ANWARA IDRIS (OLD NAME) W/O MOHAMMED IDRIS, RESIDING AT 3/H/4, IBRAHIM ROAD, P.S.- EKBALPORE, KOLKATA- 700023, WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME TO (SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS) ANWARA KHATOON IDRIS (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/05/2024. ANWARA KHATOON IDRIS (NEW NAME) AND ANWARA IDRIS (OLD NAME) BOTH ARE SAME IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, ABHIJIT SARKAR (OLD NAME) S/O LATE ATUL CHANDRA SARKAR, RESIDING AT BASULIA, MAHISHADAL, EAST MEDINIPUR, PIN- 721628, WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME TO (SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS) AVIJIT SARKAR (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/05/2024. AVIJIT SARKAR (NEW NAME) AND ABHIJIT SARKAR (OLD NAME) BOTH ARE SAME IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PRASANTA MONDAL & PRASHANTA MONDAL, S/O LATE DHIREN MONDAL, R/O VILL+PO SINDRANI, PS BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743297, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PROSHANTA MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/05/2024, THAT PRASANTA MONDAL & PRASHANTA MONDAL AND PROSHANTA MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

বাড়িতে বসেই ভোট দিলেন ১০২ বছরের চিকিৎসক

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৮ মে ঃ দুর্গাপুর ও বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে চতুর্থ দফায়। ষষ্ঠ দফায় ভোট গ্রহণ রয়েছে বিষ্ণুপুর লোকসভার। ওই কেন্দ্রের অন্তর্গত পূর্ব বর্ধমানের খন্ডঘোষ বিধানসভাটি। শনিবার বাড়িতে বসেই ভোট দিলেন ১০২ বছর বয়সী বৃদ্ধ। নাম ডাক্তার সত্যনারায়ণ সাঁই। বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের খুদকুড়ি গ্রামে। ৮৫ বছরের ঊর্ধ্বে যাদের বয়স তাদের বাড়িতে বসেই ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন নির্বাচন কমিশন। তবে তাদের ভোট ইভিএম নয় বরং পোস্টাল ব্যালটে হচ্ছে। এই রোদ-গরমে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়া বয়স্ক মানুষদের পক্ষে কার্যত অসম্ভব। তাই তাদের কথা চিন্তা করেই নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বাড়িতে বসে পোস্টাল ব্যালেটে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই নিয়ম মেনে এদিন বাড়িতে বসেই ভোট দিলেন ১০২ বছর বয়সী বৃদ্ধ চিকিৎসক সত্যনারায়ণ সাঁই। বর্তমানে তার বয়স ১০২ বছর হলেও তিনি কিন্তু এখনও পর্যন্ত পেনশন পান না। সেই জন্য একটা আক্ষেপ রয়ে গেছে মনে। ইতিপূর্বে বামফ্রন্ট আমল থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলেও বহুবার সরকারের কাছে পেনশনের জন্য দারস্থ হয়েছেন সত্যনারায়ণ বাবুর পরিবার। স্পিড পোস্টের মাধ্যমে নবান্নেও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তথ্যসম্বলিত চিঠি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কোন উত্তর আসেনি। কর্মজীবনের সময় স্বাস্থ্য বিভাগে মেডিকেল অফিসার হিসেবে কন্ট্রাক্টচুয়াল কাজ করতেন সত্যনারায়ণবাবু। তার সময়কালে তারই সহকর্মীরা সকলেই পেনশন পেলেও তিনি আজ ১০২ বছর বয়সে এসেও পেনশন পান না। ১৯৯২ সাল থেকে বহুবার সরকারের কাছে বিষয়টি নিয়ে দারস্থ হয়েছিলেন সত্যনারায়ণবাবুর পরিবার। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি। এ কথা জানিয়েছেন সত্য নারায়ণবাবুর বড় ছেলে অমল কুমার সাঁই। আজ ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের কর্মজীবন সম্পর্কে জানালেন ডক্টর সত্যনারায়ণ সাঁই। তিনি পেনশনের দাবিও করেন। বর্তমানে অবশ্য তিনি বয়স জনিত কারণে অনেকটাই অসুস্থ। কানেও ভালো শোনেন না। তবে আজ বাড়িতে বসে ভোট দিয়ে তিনি খুবই আপ্লুত। ১০২ বছর বয়সী ডাক্তার সত্যনারায়ণ সাঁই নামক ওই বৃদ্ধের ভোটদানের কথা জানতে পেরে তার দীর্ঘায়ু কামনা করলেন খণ্ডঘোষ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপার্থিব ইসলাম। ইতিপূর্বে ৭০-৮০ বছরের মানুষরা গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের কথা ভাবেন। অনেক আবেদন নিবেদন করার পর শনিবার নির্বাচন কমিশনের তৎপরতায় বাড়িতে বসে ভোট দিতে পারছেন বয়স্ক ব্যক্তিরা বলে জানিয়েছেন অপার্থিব ইসলাম ওরফে ফাগুন।

দুর্গাপুরে নামি হোটেলে চলছে মধুচক্রের আসর

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৮ মে ঃ দুর্গাপুরে নামি দামী হোটেলে চলছে এখন মধুচক্রের আসর। বিভিন্ন জায়গা থেকে কম বয়সী মেয়েদের এনে হোটেল বুক করে রেখে দিয়ে দেদার চলছে মধুচক্রের আসর। হোটেলের ম্যানেজারদের হাত করে পয়সা টোপ দিয়ে ফোনের মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হোটেলের রুম বুকিং করে দেয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ দুর্গাপুরের প্রচুর এজেন্ট ছড়িয়ে আছে তারা বিভিন্ন জেলা এবং বাইরের রাজ্য ও বাংলাদেশী মেয়েদের এনে দেদার এই ব্যবসায় নামাচ্ছে। এমনই এক এজেন্ট এর হদিস পাওয়া গেল নাম ফারুক (বাপী) দুর্গাপুর আরতি গ্রামের বাসিন্দা হলেও থাকেন এখন এজোন স্টিল টাউনশিপে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকে বাপি নামে পরিচিত অভিযোগ এই বাড়িতে নাকি প্রচুর মেয়েদের রেখে বিভিন্ন হোটেলে পাঠানো হয়।

কল্যাণ ব্যানার্জীর সমর্থনে শেষ পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচার সভা হলো রিষড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৮ মে ঃ আগামী সোমবার অর্থাৎ ২০ মে হুগলির তিনটি লোকসভা কেন্দ্র যথা হুগলি, শ্রীরামপুর এবং আরামবাগ, কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তাই শেষ মুহূর্তের প্রচার অভিযান জোরকদমে চলছে। এদিন শনিবার রিষড়া পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ড বান্ধব পার্ক বিবেকানন্দ মূর্তির পাদদেশে এগারো নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি সভাপতি রাজেশ বিয়ানির সহযোগিতায় নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে একের পর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে রিষড়া পৌরসভার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে। শেষ মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জির সমর্থনে চলছে পথসভা ও বাড়ি বাড়ি প্রচার। আজকের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রিষড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা, উপ পৌরপ্রধান জনাব জাহিদ হাসান খান, রাজেশ বিয়ানি, ঊষা দেবী সাউ, প্রকাশ সাউ, মনোজ সাউ, প্রভৃতি কাউন্সিলার সহ অন্যান্যরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে পৌর প্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা বলেন রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক প্রকল্প চালু করেছেন। লক্ষীর ভান্ডার, বার্ধক্য ভাতা, কন্যাশ্রী, রুপশ্রী সহ একাধিক প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। তাই তিনি বলেন, যারা ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদত দিচ্ছেন তাদের একটিও ভোট নয়। তাই তিনি শ্রীরামপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জিকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে মমতা ব্যানার্জির হাত শক্ত করার আহ্বান জানান। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ বিয়ানি বলেন কেউ কোনরকম ভাবে বিভ্রান্ত হবেন না। দলীয় প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জিকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করিয়ে দলের হাত তথা দল নেত্রীর হাত শক্ত করতে হবে। আজ নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিন। নির্বাচনী প্রচার থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা। সেখান থেকে সাম্প্রদায়িক দল বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে বিজয় সাগর মিশ্রা বলেন বাংলার শান্তিপ্রিয় মানুষ কখনোই ওদের পাতা ফাঁদে পা দেবে না। বিজেপি যতই লাফালাফি করুক অশ্ব ডিম্ব ছাড়া আর কিছুই পাবে না। চক্রান্তকারীরা কোনমতেই মমতা ব্যানার্জি ও অভিষেক ব্যানার্জি সঙ্গে না পেরে ওদের উপায় অবলম্বন করেছে। উন্নয়নের আরেক নাম মমতা ব্যানার্জি। উন্নয়নের সেই ধারা অব্যাহত রাখাই আমাদের লক্ষ্য। তাই বিপুল ভোটে জয়ী করতে হবে কল্যাণ ব্যানার্জিকে। আজকের এই সভায় প্রচুর মানুষ সমবেত হয়েছিলেন।

স্কুলছুট শিশুদের ফেরাতে শিক্ষা মিশন কর্মসূচির আওতায় বিশেষ উদ্যোগ

কলকাতা, ১৮ মে ঃ রাজ্যে স্কুলছুট শিশুদের শিক্ষাঙ্গনে ফেরাতে সমগ্র শিক্ষা মিশন কর্মসূচির আওতায় বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া নেওয়া হচ্ছে। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম, রাস্তা, ট্রাফিক সিগন্যাল, ফুটপাথের মত নির্দিষ্ট ক্ষেত্র চিহ্নিত করে শিশুদের খুঁজে বের করার উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি, বিভিন্ন ধাবা, গ্যারাজের শিশুকর্মী, কাগজ কুড়ুনি শিশুদেরও এর আওতায় আনতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন যাযাবর সম্প্রদায়ের শিশুরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে। তাই তাদের উপর বিশেষ নজর রাখতে বলা হয়েছে। ওই সব শিশুদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বুঝিয়ে ও সচেতনতা প্রচারের মধ্যে দিয়ে তাদের স্কুলে ফেরানোর চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। সমগ্র শিক্ষা মিশনের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তার তরফে সমস্ত জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের চিঠি পাঠিয়ে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের স্কুলে ফেরাতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, ৩০ জুনের মধ্যে রিপোর্ট আকারে তা জমা দিতে বলা হয়েছে। ৭ জুলাইয়ের মধ্যে সমগ্র শিক্ষা মিশনের পোর্টালে তা তুলে দেওয়া হবে।

ভোটের মুখে জয়নগরে তৃণমূল সহ বিভিন্ন দল থেকে বিজেপি- তে যোগদান দুই শতাধিক কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৮ মে ঃ ভোটের মুখে জয়নগরে তৃণমূল, সিপিআইএম ও এস ইউ সি আই থেকে বিজেপিতে যোগদান বিজেপির প্রার্থীর হাত ধরে। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে দুবারের জেতাপ্রার্থী বিদায়ী সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, হ্যাটটিকের জন্য লড়াই করছে, হঠাৎ করে দেখা গেল ভোটের মুখে জয়নগর বিধানসভার জয়নগর এক নম্বর ব্লকের দক্ষিণ বারাসত অঞ্চলের পদ্মের হাট গ্রামের পদ্মের হাট হসপিটাল মোড়ে আমির আলি মন্ডলের সহযোগিতায় জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ অশোক কান্ডারী, দিলীপ হালদার, দেবতোষ আচার্য সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গগনের উপস্থিতিতে ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ অশোক কান্ডারীর এই কার্যালয়ের উদ্বোধনের পাশাপাশি তাঁর হাত ধরে সিপিআইএম, এসইউসিআই, তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মীরা যোগ দিলেন বিজেপিতে। আর এদিন তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন বিজেপি প্রার্থী ডা. অশোক কান্ডারী নিজে। তিনি এদিন বলেন, মোদীজির কাজ দেখে তাঁরা বিজেপিতে যোগ দেন। আগামীদিনে আরও বিভিন্ন দল থেকে বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছে। তবে এই ব্যাপারে তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়, যারা বিজেপিতে যোগ দিয়েছে তারা কোনদিন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ছিল না।

উলুবেড়িয়ায় নির্বাচন কমিশনের বিশেষ বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৮ মে ঃ ভোটের কাজে যুক্ত আধিকারিক, কর্মী এবং সাধারণ ভোটারদের মধ্যে আস্থা বাড়াতে উলুবেড়িয়া লোকসভার প্রতি বুথে বুথেই নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ করা হবে বলে জানিয়েছেন সাধারণ পর্যবেক্ষক মহিন্দর পাল। পঞ্চম দফার উলুবেড়িয়া লোকসভার নির্বাচন ২০ মে, সোমবার। মোট বুথের সংখ্যা ১৮৬৩। এই লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ১১১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এলাকায় টহল দেওয়াও শুরু করেছে। উলুবেড়িয়া-১ নং ব্লক অফিসে চলে তিন পর্যবেক্ষকের বিশেষ বৈঠক। যেখানে হাজির ছিলেন উলুবেড়িয়া মহকুমা প্রশাসন, ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক এবং গ্রামীণ জেলা পুলিশের পদস্থ আধিকারিক ও বাহিনীর আধিকারিকরা। পর্যবেক্ষকেরা জানান, ভোটের কাজে যুক্ত আধিকারিক, কর্মী এবং ভোটারদের মধ্যে আস্থা বাড়াতে তাঁরা বিভিন্ন পদক্ষেপ করছেন। এর মূল উদ্দেশ্য ভোটাররা যেন বেশি সংখ্যায় ভোট দিতে আসেন এবং ভোটগ্রহণ যেন নির্বিঘ্নে হয়। বৈঠক শেষে সাধারণ পর্যবেক্ষক মহিন্দর পাল, আমরা ঠিক করেছি। নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রতিটি বুথ এলাকায় রুটমার্চ করবে।এতে সাধারণ ভোটারদের মনে আস্থা জোগানো যাবে।বাহিনী-কে সেই ভাবেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সাথে তিনি জানান, যদি আলাদা করে কোন অভিযোগ আসে, সেগুলি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হবে। উলুবেড়িয়া - ১ নং ব্লক অফিসের পাশাপাশি পর্যবেক্ষকেরা এদিন বাগনান -২ নং ব্লক অফিসেও যান।

হারানো মোবাইল ফিরিয়ে দিলো মেট্রোর স্টাফ

কলকাতা, ১৮ মে ঃ ১৬.০৫.২০২৪ তারিখে প্রায় ১০.৩০ ঘটিকায়, একজন অন-ডিউটি আরপিএফ কর্মীরা রুটিন চেক করার সময় কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে লাগেজ স্ক্যানার মেশিনের কাছে একটি মোবাইল ফোন খুঁজে পান। এই ফোনের কোনো দাবিদার খুঁজে না পেয়ে এবং যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পর, তিনি এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা দিয়ে ফোনের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। মাঝে অর্থাৎ ১১.০৫ টায়, একজন মহিলা যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ফোনটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাইকরণ এবং সমস্ত অফিসিয়াল আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, ফোনটি তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। ব্যক্তি মেট্রো কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

ভরতপুর এলাকায় বোমাবাজি, অভিযোগ, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৮ মে ঃ ভোট মিটলেও হিংসার ঘটনা কমছে না মুর্শিদাবাদে। শনিবার মুর্শিদাবাদের ভরতপুর এলাকায় বোমাবাজির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগ, তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষের কারণেই বোমাবাজির ঘটনা ঘটল। ভরতপুরের বর্তমান এবং প্রাক্তন ব্লক তৃণমূল সভাপতির অনুগামী গোষ্ঠীর মধ্যে বচসা শুরু হয়। ক্রমে তা বড় আকার নেয়। শুরু হয় বোমাবাজি। এই ঘটনায় দু'পক্ষের পাঁচ জন আহত হয়েছেন বলেই খবর। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ঝামেলার মধ্যে পড়ে এক পুলিশকর্মীও আহত হন বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সকালে উজনিয়া গ্রামে ভরতপুর ২ ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি মহম্মদ আজহারউদ্দিনের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি শুরু করে একদল দুষ্কৃতী। আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান প্রাক্তন সভাপতির পরিবারের সদস্যেরা। আহতদের মধ্যে একাংশের দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনের টিকিট না পাওয়া নিয়ে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের অনুগামীদের সঙ্গে ব্লক সভাপতির অনুগামীদের ঝামেলা শুরু হয়েছিল। বিধায়কের নির্দেশেই তাঁরা নির্দলের টিকিটে ভোটে লড়েছিলেন। ভোট মিটে যাওয়ার পর বিধায়কের হাত ধরে আবার তৃণমূলে যোগ দেন। কিন্তু সদ্য শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনে বিধায়ক অনুগামীদের নির্বাচনী কাজে অংশগ্রহণ করতে দেননি বর্তমান ব্লক তৃণমূল সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান। পাল্টা তাঁদের নানা ভাবে হেনস্থা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। শনিবার সেই গোলমাল বড় আকার ধারণ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সালার থানার পুলিশ। বোমার আঘাতে আহত হন এক পুলিশকর্মী। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশবাহিনী।

তাজা বোমা উদ্ধার বীরভূমে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৮ মে ঃ আবার বোমা উদ্ধার। ভোটের মধ্যেই বীরভূম যেন বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে। ব্যাগ ভর্তি বোমা উদ্ধার হল বীরভূমের মাড়গ্রামে। একটি নির্মীয়মান বাড়ির সিঁড়ির নীচে বোমা ভর্তি ব্যাগ দেখতে পান স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে আসে সিআইডি-র বোম্ব স্কোয়াড। কারা, কী উদ্দেশ্যে বোমা মজুত করেছিল তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। মাড়গ্রামের রাহাতখাঁ পাড়ায় রয়েছে এই নির্মীযমান বাড়ি। সেখানেই বোমা দেখতে পাওয়ার পর স্থানীয় বাসিন্দারাই খবর দেন পুলিশে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকা। প্রসঙ্গত, নির্বাচনের আগেও এই মাড়গ্রাম থেকে উদ্ধার হয়েছিল ব্যাগ ভর্তি বোমা। এবার নির্বাচনের পর ফের তাজা বোমা উদ্ধারে শোরগোল পড়ে গেছে এলাকায়। ইতিমধ্যেই গোটা জায়গা ঘিরে ফেলা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে। শুরু হয়েছে তদন্ত। প্রসঙ্গত, গত ১৩ মে চতুর্থ দফায় বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন হয়ে গেছে। আগামী ৪ জুন ফলাফল ঘোষণা হবে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, ভোটের আগেও উদ্ধার হয়েছে, এবার ভোটের পরে। কী করছে প্রশাসন? এদিকে আবার মালদার কালিয়াচকে বোমা বিস্ফোরণের ছবি দেখা গেছে। সূত্রের খবর, একটি পরিত্যক্ত সেপটিক ট্যাঙ্ক ২ জার বোমা মজুত ছিল। সেগুলি ফেটেই বিপত্তি। ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ, বোম্ব স্কোয়াড।

শুভেন্দুর সভার কাছে তৃণমূলের পতাকা, তুমুল উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১৮ মে ঃ বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে জনসভা করতে আসার কথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে বিজেপি-র সেই সভাস্থলের কাছেই তৃণমূলের দলীয় পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে বচসা। তুমুল হই-হট্টগোল। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের পৌরসভার পালপুকুর এলাকায়। জানা গেছে, গত ২১ তারিখ ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিরণের প্রচারে সভা ছিল। অভিযোগ, সেই সভাস্থলেই সামনেই তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। আর তখন ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট তৃণমূল কর্মীদের পতাকা লাগাতে বাধা দিলে, তখনই সেখান থেকে চলে যায় তৃণমূল কর্মীরা। কিন্তু বিজেপি-র অভিযোগ, সেখানে আসে ঘাটাল থানার খড়ার পুলিশ ফাঁড়ির এক পুলিশ অফিসার। আর তার সাথে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে দু'জন তুমুল বাকবিতণ্ডা। গোটা ঘটনায় বিজেপি-কে বিঁধেছে ঘাটালের তৃণমূল নেতৃত্ব। শুভেন্দু অধিকারীর সভার আগে দলীয় পতাকা লাগানো নিয়ে শুরু হলে জোর রাজনৈতিক তরজা। এই প্রসঙ্গে শীতল কপাট বলেন, বিরোধী দলনেতার সভার কাছে তৃণমূলের পতাকা লাগাচ্ছিল। আমরা বলতেই সরে যায়। পুলিশ অফিসার যান। পুলিশও ওদের হয়ে কথা বলছেন। অপরদিকে, তৃণমূল নেতা বিকাশ কর বলেন, দেব জিতেই বসে আছে। তাও আমি দেখছি। এটা হওয়ার কথা নয়।

সবং থানা ঘেরাও করে বিজেপি-র বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৮ মে ঃ নিরাপত্তাহীনতার প্রতিবাদে এবং দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের আগে সবং থানা ঘেরাও করে শনিবার বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি সমর্থকরা। অভিযোগ, শুক্রবার রাতে দশক গ্রাম পঞ্চায়েতের কোলন্দা, রাউতরাবাড়ি, বিলকুয়া-সহ একাধিক এলাকায় বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ঢুকে বাঁশ-লাঠি দিয়ে পেটানো হয়। রাস্তায় বিজেপি কর্মীদের দেখলেই মারধর করা হচ্ছে। চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটলেও পুলিশ নির্বিকার বলে অভিযোগ। প্রতিবাদ জানাতে এদিন সকাল ৮ টা থেকে সবং থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। থানার গেটে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেন তাঁরা। অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হলে বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেয় বিজেপি। পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে নিরস্ত হয় বিক্ষোভকারীরা। যদিও তৃণমূলের দাবি, ভিত্তিহীন অভিযোগ।

ডাকাতির ঘটনা রুখে দিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ মে ঃ ডাকাতির ঘটনা রুখে দিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশ। শিলিগুড়ি শহরেই ছিল ডাকাতির ছক। শুক্রবার গভীর রাতে ভক্তিনগর থানার প্লেন ক্লথস পার্টির পুলিশের হাতে ধরা পরল তিন দুষ্কৃতী। ভক্তিনগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত দেড়টা নাগাদ ভক্তিনগর থানার ডাম্পিং গ্রাউন্ড এর কাছে , জনকয়েক দুষ্কৃতী জড়ো হয়ে অপরাধ মূলক কাজের ষড়যন্ত্র করছে বলেই খবর আসে। গোপন সূত্রে এই খবর পাওয়া মাত্রই অভিযান চালায় ভক্তিনগর থানার প্লেন ক্লথস পার্টির পুলিশ। অভিযানে মিলে যায় সাফল্য। ভক্তিনগর থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় তিন দুষ্কৃতী। ধৃতদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় ডাকাতির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা নানান অস্ত্রশস্ত্র। ভক্তিনগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত রাহুল মন্ডল, জয়ন্ত রায় এবং তাপস রায়ের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে, ভোজালি, চাকু এবং লোহার রড। ধৃত রাহুল মন্ডল উত্তর ভানু নগরের বাসিন্দা, জয়ন্ত রায় ভোলানাথ পাড়ার বাসিন্দা, এবং তাপস রায় বিহারের কিশানগঞ্জ এর বাসিন্দা। ধৃতদের বিরুদ্ধে আইপিসির ৩৯৯ এবং ৪০২ ধারায় মামলা রুজু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত তিনজনকেই শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। ভক্তিনগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে অভিযুক্তরা ২ মাইল এলাকাতে কোন ডাকাতি ষড়যন্ত্র করছিল।

এলএইচবি রেকের পিট রক্ষণাবেক্ষণের সময় শক্তি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করা হচ্ছে

গোরখপুর, ১৮ মেঃ এলএইচবি (লিংক হফম্যান বুশ) রেকের পিট রক্ষণাবেক্ষণের সময় জেনারেটর সেটের জায়গায় শক্তি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব ৭৫০ ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করা হচ্ছে। জেনারেটর সেটের জায়গায় পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করা খুবই উপকারী এবং এটি খরচ কমানোর পাশাপাশি হাই স্পিড ডিজেল (এইচএসডি) সাশ্রয় করছে। এখন পর্যন্ত এলএইচবি রেকের পিট রক্ষণাবেক্ষণের সময় জেনারেটর সেট ব্যবহার করা হতো। এলএইচবি রেকের পিট রক্ষণাবেক্ষণ সময়সাপেক্ষ ছিল, যা ব্যবহৃত জেনারেটর সেটগুলিতে উচ্চ গতির ডিজেল (এইচএসডি) ব্যবহার করত। এছাড়াও, রক্ষণাবেক্ষণের সময় তাদের থেকে নির্গত কার্বন পরিবেশ বান্ধব ছিল না। উত্তর - পূর্ব রেলওয়ের ২১টি ওয়াশিং পিটে এলএইচবি। কোচগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ৭৫০ ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে করা হচ্ছে, যা ১২১১.৪২৯ কিলো লিটার এইচএসডি উৎপাদন করে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে ১০০,০০০ টাকা সঞ্চয় হয়েছে। রেলের ১১.১৫ কোটি টাকার রাজস্ব সাশ্রয় হয়েছে। এই ক্রমানুসারে, শক্তি সাশ্রয়ী, কম ব্যয়বহুল এবং পরিবেশ বান্ধব হেড অন জেনারেশন ব্যবহার করা হচ্ছে ৬৩ জোড়া ট্রেনের ৮৫ টি রেকে, যা ১৭৩২৬.৩৯১ কিলো লিটার এইচএসডি উৎপন্ন করবে। ২০২৩ - ২৪ আর্থিক বছরে ১০০,০০০ টাকা সঞ্চয় হয়েছে। রেলওয়ের ১৫৯.৫০ কোটি টাকার রাজস্ব সাশ্রয় হয়েছে।

উত্তরপাড়ায় স্ত্রীকে প্রাণে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৮ মে ঃ স্ত্রীকে প্রাণে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে ঢুকে স্ত্রীকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। উত্তরপাড়া জেকে স্ট্রিটের একটি আবাসনে শুক্রবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। খবর ছড়াতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। জানা গেছে, গত জুলাই মাসে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ওই দম্পতি। তরুণী মেকআপ আর্টিস্ট। স্বামী হিসাবরক্ষকের কাজ করেন। অভিযোগ, বিয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই স্ত্রীকে পণের জন্য চাপ দিতে শুরু করেন স্বামী। এরপরই উত্তরপাড়ায় মায়ের কাছে এসে থাকছিলেন। ওই তরুণীর এক বোনও আছে। অভিযোগ, শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও মাঝেমধ্যেই হানা দিতেন জামাই। সেখানেও স্ত্রীকে অত্যাচার করতেন। এই নিয়ে গত ১৪ এপ্রিল উত্তরপাড়া থানায় বধূ নির্যাতনের অভিযোগও দায়ের করেন তরুণী। এরইমধ্যে শুক্রবার রাতে উত্তরপাড়ার ফ্ল্যাটে এসে স্ত্রীর উপর চড়াও হন বলে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। ঘরে ঢুকে ফল কাটার ছুরি দিয়ে স্ত্রীকে আঘাত করার চেষ্টা করেন। ঘাড়ে আঘাত লাগে তরুণীর। তবে চিৎকার চেঁচামেচি শুনে পাশের ফ্ল্যাটের লোকজন চলে আসেন। উত্তরপাড়া থানায়ও খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে অভিযুক্তকে ধরে নিয়ে যায়। এলাকার বাসিন্দারা জানান, মাঝে মধ্যেই ওই যুবক এসে ঝামেলা করেন। স্ত্রীকে মারধর, কুকথা বলার পাশাপাশি এলাকার লোকেরা কিছু বললে তাদেরও গালিগালাজ করতে থাকেন বলে অভিযোগ। আক্রান্তের দাবি, এবার পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নিক।

ঘিরলেন গাড়ি, জুন বলে ফেললেন, 'ডিসেম্বরের মধ্যে রিজাইন করে দেব'

দুরন্ত বার্তা, দাঁতন, ১৮ মে ঃ পরনে গোলাপী শাড়ি। মাথায় আঁচল। চোখে সানগ্লাস। মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রচারে যেতেই

তাঁকে ঘিরে ধরেন গ্রামের মহিলারা। গাড়ি আটকায় জুনের। অভিযোগ করেন আবাস প্রকল্পের বাড়ি না পাওয়ায়। শনিবার মেদিনীপুরের দাঁতন ২ ব্লকের হরিপুর অঞ্চলের ঘটনা। জানা গেছে, এ দিন এলাকায় প্রচারে যেতেই গ্রামের মহিলারা ঘিরে ধরেন জুনের গাড়ি। তারা বলতে শুরু করেন আবাস যোজনার বাড়ি না পাওয়ার। এরপরই তৃণমূল প্রার্থী বলেন, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাড়ির টাকা আনতে না পারলে আপনারা বলবেন। আমি রিজাইন দিয়ে চলে যাব। তবে এখানেই শেষ নয়, বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালকেও দুষেছেন তিনি। জুন সেখানে আগত মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন, অগ্নিমিত্রা পালকে জিজ্ঞাসা করবেন পনেরো লক্ষ টাকা কোথায়? কালো টাকা কোথায়। নরেন্দ্র মোদীকে জিজ্ঞাসা করুন। আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে গিয়েছেন পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তা বাড়িয়ে দেবেন। আমরা কথা দিয়ে কথা রাখি। নরেন্দ্র মোদী রাখেন না। আর অগ্নিমিত্রা পাল আসানসোলে একটা কাজও করেননি। তিন বছরের বিধায়ক। আর দেখে আসুন আমি কী কাজ করেছি এই তিন বছরে।

মহিলার মৃত্যু, বাগদায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৮ মে ঃ এক মহিলার রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে শনিবার বাগদার কুলানন্দপুর দক্ষিণপাড়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। তবে, এই ব্যাপারে খুনের অভিযোগ উঠেছে। রাতে বাড়িতে ঢুকে বিধবা গৃহবধূকে বালিশ চাপা দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে বাগদা এলাকায়। অভিযুক্ত মহিলার 'প্রেমিক'। পরকীয়া থেকে বেরিয়ে আসতে চাওয়াই নাকি কাল হয়ে উঠেছে! স্থানীয় পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত গৃহবধূ নাম সীমা দাস (৪৫)। ১৩ বছর আগে তাঁর বিয়ে হয় অনিল দাসের সঙ্গে। তিন মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। ছেলের জন্মের ১৮ দিনের মাথায় স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি। মাঠে কাজ করে যেটুকু রোজগার করতেন তা দিয়েই চলত সংসার। সেই রোজগারেই তিন মেয়ের বিয়েও দিয়েছিলেন সীমাদেবী। ছেলেও এখন অনেকটা বড়। এর মাঝেই সীমাদেবীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে স্থানীয় যুবক আবুশান মণ্ডল ওরফে ক্যাবলার সঙ্গে। দু-তিন বছর সম্পর্ক থাকলেও প্রায় একবছরের বেশি সময় দুজনের যোগাযোগ ছিল না বলেই জানাচ্ছে পরিবার। শুক্রবার রাতে বাজার থেকে ফেরার সময় সম্পর্ক ঠিক করে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয় সীমাদেবীকে। তিনি রাজি না হলে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়, দাবি পরিবারের। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন সীমা। সকালে ডেকে দেওয়ার জন্য মেয়েকে বলেছিলেন মা। সেইমতো ভোরে ডাকতে গিয়ে মেয়ে দেখে মায়ের মুখে বালিশ চাপা সারা শরীর শক্ত হয়ে রয়েছে। মেয়ের চিৎকারে ছুটে আসে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও। অভিযোগ, ক্যাবলাই বালিশ চাপা দিয়ে খুন করেছে সীমাকে। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। দেহ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে পুলিশ। পরকীয়া থেকে বেরিয়ে আসতে চাওয়াই খুন হতে হল সীমাকে, মনে করছে পরিবার।

বড়সড় সাফল্য, দুর্গাপুরে গ্রেফতার বাইক চুরির পান্ডা

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ১৮ মে ঃ ফের বড়সড় সাফল্য পেল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। দুর্গাপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করল বাইক চুরি চক্রের এক পান্ডাকে। শনিবার দুর্গাপুর থানায় এক সাংবাদিক বৈঠকে ডিসিপি ইস্ট অভিষেক গুপ্তা জানান বেশ কয়েক মাস ধরেই দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ও সংলগ্ন এলাকায় বাইক চুরির ঘটনার অভিযোগ আসছিল। পুলিশ তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে জামুরিয়া থেকে একজনকে পাকড়াও করে। সেই সূত্র ধরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দুর্গাপুরের আমরাই থেকে চুরি যাওয়া ৬ টি বাইক উদ্ধার করে পুলিশ। শুধু তাই নয় এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরো বেশ কয়েকজনকে খুঁজছে পুলিশ। ডিসিপি ইস্ট জানান সম্প্রতি শুধু দুর্গাপুর থানা এলাকার মধ্যে চুরি যাওয়া দশটি বাইক উদ্ধার করেছে তারা। পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন থানা গুলিতেও বাইক চুরি চক্রের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করা হয়েছে। অত্যাধুনিক জিপিএস সিস্টেম এবং সিসিটিভির সাহায্যর্থে বাইক চুরি চক্রের কিনারা করতে পেরেছে পুলিশ বলে দাবি তার।

বেআইনি জুয়া এবং সাট্টার ঠেকে হানা দিয়ে গ্রেফতার ৯

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৮ মে ঃ বেআইনি জুয়া এবং সাট্টার ঠেকে হানা দিয়ে পুলিশের জালে গ্রেফতার ৯ অভিযুক্ত। তাদের কাছ থেকে কয়েক হাজার নগদ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাটি নদীয়ার শান্তিপুর থানা এলাকার। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নদীয়ার শান্তিপুর থানা এলাকার আরবান্দি এক নম্বর পঞ্চায়েত সংলগ্ন বাজার এলাকার একটি জুয়ার ঠেকে হানা দেয় পুলিশ, এরপর ওই জুয়ার ঠেক থেকে ৬ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ, তাদের কাছ থেকেও উদ্ধার করে নগদ কয়েক হাজার টাকা। পাশাপাশি শান্তিপুর থানা এলাকার ফিশারিতে একইভাবে চলছিল বেআইনিভাবে সাট্টার ঠেক, সেখানেও হানা দিয়ে আরো চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা যায়, ধৃত ৯ জনের কাছ থেকে কয়েক হাজার নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়। সূত্রের খবর অভিযুক্তদের বাড়ি নদীয়ার শান্তিপুর থানা এলাকাতে। শনিবার ধৃতদের রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে পাঠানো হয়।

ফেনসিডিল পাচার, দুর্গাপুরে ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৮ মে ঃ উত্তরপ্রদেশ টু বাংলাদেশ সীমান্ত। নির্বাচনে নাকা চেকিংয়ের পরও ফের রাজ্যে নিষিদ্ধ কফ সিরাপ পাচারকারীরা সক্রিয়। আর মাদক পাচারকারীদের কি করিডর আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল? কার্যত সেই প্রশ্ন আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল রাজ্যজুড়ে। এবার ময়দার বস্তার আড়ালে ফেনসিডিল পাচার। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে শনিবার ১৯ নং জাতীয় সড়কের ওপর দুর্গাপুর ডিভিসি মোড়ে এসটিএফের জালে ধরা পড়ল প্রচুর ফেনসিডল বোঝাই লরি। ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে তদন্তকারী দল। ঘটনায় জানা গেছে, ময়দা বোঝাই ওই লরিটি উত্তরপ্রদেশ থেকে জঙ্গীপুর যাচ্ছিল। মাঝপথে রাঁচিতে ফেনসিডিল ভর্তি প্রচুর পেটি লোড করা হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, শনিবার বিকাল নাগাদ ট্রাকটিকে ধাওয়া করে এসটিএফের একটি দল। দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানার ডিভিসি মোড়ে ট্রাকটিকে ধরে ফেলে এসটিএফ। ট্রাকে অভিযান চালাতেই চোখ কপালে ওঠে এসটিএফের কর্তাদের। ময়দার বস্তার আড়ালে রয়েছে বহু ফেন্সিডিলের পেটি। ট্রাকটিকে আটক করে তল্লাশী শুরু করা হয়। আটক করা হয ট্রাকের চালক ও খালাসিকে। জানা গেছে, প্রায় কুড়ি হাজার নিষিদ্ধ ফেন্সিডিল রয়েছে। যা বাংলাদেশে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মুলত, ওই কফ সিরাপ নেশা করার কাজে ব্যবহার হওয়ায় নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে আমাদের দেশে। তবে কালোবাজারে ওই কফ সিরাপ ৫০০ টাকা দরে বিকোয়। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, এরাজ্য নিষিদ্ধ কফ সিরাপ পাচার কি আবারও সক্রিয়? এদিনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, আসানসোল, দুর্গাপুর, পানাগড়কে আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারকারীরা কি করিডর হিসাবে ব্যাবহৃত করছে? যদিও পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের হেপাজতে নেওয়া হবে। কোথায় পাচার হচ্ছিল, তার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের আইপিএল সফর শেষ হতেই নির্বাসিত হার্দিক

মুম্বই, ১৮ মেঃ এ বারের মতো আইপিএল সফর শেষ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। পাঁচ বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এই মুহূর্তের পয়েন্ট টেবলের লাস্ট বয়। রোহিত শর্মার জমানা শেষ হওয়ার পর মুম্বইয়ের অবস্থা ভীষণ খারাপই হল। ১৭তম আইপিএলে হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বে খেলেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তাতে প্রাপ্তির জায়গায় অপ্রাপ্তির ঝুলিই ভরেছে। ১৪ ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জয় মাত্র ৪টিতে। হার ১০টিতে। এই পরিস্থিতিতে জানা গিয়েছে, ১৭তম আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের যাত্রা শেষ হতেই নির্বাসিত হয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া। আসলে এই নিয়ে চলতি আইপিএলে তিন বার স্লো ওভার রেটের জরিমানা হল হার্দিক পান্ডিয়ার। হার্দিকের এ বার ৩০ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছে। এবং নিয়ম অনুযায়ী এক ম্যাচ তিনি নির্বাসিত। এ বারের আইপিএলে গ্রুপ পর্বে মুম্বইয়ের ১৪টি ম্যাচ শেষ। তাই আগামী আইপিএলের প্রথম ম্যাচে হার্দিক খেলতে পারবেন না। আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও টিম টুর্নামেন্টে প্রথম বার স্লো ওভার রেটের অপরাধ করলে ক্যাপ্টেনকে দিতে হয় ১২ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় বার একই অপরাধ করলে টিমের অধিনায়ককে দিতে হয় ২৪ লক্ষ টাকা। আর সেই টিম তৃতীয় বার একই অপরাধ করলে টিমের ক্যাপ্টেনের ৩০ লক্ষ টাকা জরিমানা হয় এবং একটি ম্যাচ নির্বাসিত হন অধিনায়ক। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স টিম ১৭তম আইপিএলে তিন বার স্লো ওভার রেটের অপরাধ করেছে বলে, হার্দিক পান্ডিয়ার পাশাপাশি মুম্বইয়ের প্লেয়িং ইলেভেনে থাকা বাকি ক্রিকেটার এবং ইমপ্যাক্ট পরিবর্তদের ১২ লক্ষ বা তাঁদের ম্যাচ ফি-র ৫০ শতাংশ আর্থিক জরিমানা হয়েছে। রোহিত-হার্দিকদের আইপিএল সফর শেষ। এ বার মুম্বই টিমের একঝাঁক ভারতীয় ক্রিকেটারকে খেলতে দেখা যাবে আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপে।

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম নিয়ে বিরক্ত বিরাট দাঁড়ালেন রোহিতের পাশে

মুম্বই, ১৮ মেঃ ক'দিন আগে রোহিত শর্মা বলেছিলেন। এ বার মুখ খুললেন বিরাট কোহলি। আইপিএলের নতুন ফর্ম্যাট নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বিশেষ করে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম নিয়ে। বিসিসিআইয়ের এই নতুন নিয়মের জেরে অলরাউন্ডারদের ক্ষতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। ব্যাটার বা বোলাররাই প্রাধান্য পাচ্ছেন। এই ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম যদি চলতে থাকে, অলরাউন্ডাররা হারিয়ে যাবেন। ক্রিকেটে অলরাউন্ডাররাই যে কোনও টিমের এক্স ফ্যাক্টর। ব্যাটে বলে পারফর্ম করে ফারাক গড়ে দিতে পারেন। বেন স্টোকস থেকে হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাডেজারা অতীতে অনেকবার টিমকে জিতিয়েছেন। কিন্তু আইপিএল যে ভাবনায় এগোচ্ছে, তাতে আগামী দিনে নতুন হার্দিক পান্ডিয়া খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে যাবে। তাতে প্রভাব পড়বে ভারতীয় ক্রিকেটে। সেই আশঙ্কা থেকেই মুখ খুলেছিলেন রোহিত। শিবম দুবেকে

ভারতীয় টিমের নতুন অলরাউন্ডার বলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু তিনি চেন্নাইয়ের হয়ে ব্যাট হাতে বিস্ফোরক পারফরম্যান্স করলেও বল হাতে দেখা যায়নি। শেষ দিকে কিছুটা ব্যবহার করা হয়েছে বোলার শিবমকে। নিয়মিত বল না করলে তাঁর মতো অলরাউন্ডারের ধার কমবে, এমন আশঙ্কা সব মহলেরই রয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়েই বিরাট বলে দিলেন, ''ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম নিয়ে রোহিত যা বলেছে, আমি তা সমর্থন করি। কখনও আমার এমন অভিজ্ঞতা হয়নি যে, বোলাররা ভাবছে, সব বলেই চার কিংবা ছয় হতে পারে। এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেট। ব্যাটসম্যানরাই এখানে দাপিয়ে বেড়াবে, তেমনটা হতে পারে না। সব টিমের তো আর বুমরা কিংবা রশিদ নেই। এটা জানি যে, জয়ভাই (জয় শাহ, বিসিসিআইয়ের সচিব) এই নিয়মটা নিয়ে পর্যালোচনার করার কথা ভাবছেন।'' যা পরিস্থিতি, বিরাট-রোহিতের মতো তারকাদের পাশাপাশি সব টিমই এই নতুন নিয়ম নিয়ে আপত্তি তোলা শুরু করেছে। ওয়াশিংটন সুন্দর, শিবম দুবেদের যদি কাজেই না লাগানো হয়, তা হলে আগামী দিনে কেউই অলরাউন্ডার হতে চাইবেন না। বোলার কিংবা ব্যাটারই হতে চাইবেন। এই আশঙ্কা বাড়ছে। কোনও কোনও মহল থেকে বলা হচ্ছে, ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম আগামী আইপিএলে আর থাকবে না।

মুম্বইয়ে রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় ইঙ্গিত বাউচারের

মুম্বই, ১৮ মেঃ আইপিএলে অভিযান শেষ হয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও লখনউ সুপার জায়ান্টস। আগামী মরশুমের আইপিএলের আগে হবে মেগা নিলাম। ফলে রোহিত শর্মা ও লোকেশ রাহুল তাঁদের বর্তমান ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন কিনা তা নিয়ে চর্চা রয়েছে। উল্লেখ্য, দুজনেই এবারের আইপিএলে শেষ ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। রোহিত শর্মা যখন ৩৮ বলে ৬৮ রানের ইনিংস খেলে সাজঘরে ফিরছিলেন তখন গোটা স্টেডিয়ামের দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সফলতম অধিনায়কের বিদায়ী ম্যাচ বলেই ওয়াংখেড়েতে দর্শকদের এমন আচরণ বলে মনে করা হচ্ছে। ইডেনে দাঁড়িয়ে ভাইরাল ভিডিওতেও রোহিত বলেছিলেন, এটাই শেষ বছর। মনে করা হচ্ছে, পরবর্তী আইপিএলে তিনি অন্য দলের হয়েই খেলবেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হেড কোচ মার্ক বাউচারের অবশ্য দাবি, রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিতে কোনও আলোচনাই হয়নি। বাউচার জানান, সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে রোহিতের কথা হয়েছে। মরশুমের পর্যালোচনার বিষয়েই আলোচনা হয়। তখন বাউচার প্রশ্ন করেছিলেন, রোহিত শর্মার আগামী লক্ষ্য কী? রোহিত বলেন, বিশ্বকাপ। যা পারফেক্ট উত্তর বলেই অভিহিত করে বাউচার বলেন, ''রোহিতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এটুকুই জেনেছি। রোহিত নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই নির্ধারণে দক্ষ। সামনে মেগা নিলাম রয়েছে। কেউ জানে না কী অপেক্ষা করছে। শুধু ঘটনা পরম্পরায় নজর রাখতে হবে।''

রেফারির সঙ্গে অভব্যতা, জুভেন্তাস থেকে চাকরিই চলে গেল কোচ আলেগ্রির

জুভেন্তাস, ১৮ মেঃ সাফল্যের মধ্যেও কাঁটা খেলেন জুভেন্তাসের কোচ ম্যাসিমিলিয়ানো আলেগ্রি। তিনদিন আগেই আটলান্টাকে হারিয়ে কোপা ইতালিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল জুভেন্তাস। কিন্তু ওই খেতাব জয়ের তিনদিন পরেই কোচ আলেগ্রিকে ছেঁটে ফেলল ক্লাব দলটি। সিরি 'এ' লিগে জুভেন্তাসের এখনও দুটি ম্যাচ বাকি রয়েছে। কিন্তু এই দুই ম্যাচ এমনিতেই জুভদের ডাগআউটে দাঁড়াতে পারবেন না তিনি। কোপা ইতালিয়া কাপের ফাইনালে অভব্য আচরণের জন্য দুই ম্যাচের জন্য অ্যালেগ্রিকে নিষিদ্ধ করেছে ইতালি ফুটবল ফেডারেশন। আটলান্টার বিপক্ষে ১-০ গোলে জয়ী ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে অ্যালেগ্রি মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। রেফারির একটি সিদ্ধান্ত মানতে না পেরে নিজের জ্যাকেট খুলে ফেলেন। রেফারির সঙ্গে জোর গলায় কথা বলতে শুরু করেন। যে কারণে অ্যালেগ্রিকে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বহিষ্কারও করা হয়। জুভেন্তাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অ্যালেগ্রি যে আচরণ দেখিয়েছেন মাঠে, তা অন্যের কাছে ভাল বার্তা নয়। দলের পক্ষেও সেটি নেতিবাচক দিক বহন করে, তাই তাঁকে আর রাখা হচ্ছে না। বিবৃতিতে জুভেন্তাস আরও লিখেছে, 'কোপা ইতালিয়া ফাইনালের সময় এবং পরে অ্যালেগ্রির কিছু আচরণের কারণেই মূলত আমরা তাঁকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাঁর আচরণ আমাদের ক্লাবের মূল্যবোধের সঙ্গে যায় না। তিনি যে আচরণ দেখিয়েছেন, সেটি ক্লাব কখনই সমর্থন করে না। সেটি একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত রাগের বহিঃপ্রকাশ।' প্রথমে নামী কোচকে আগামী দুটি ম্যাচের জন্য সাসপেন্ড এবং পরে তাঁকে ক্লাব থেকেই সরিয়ে দিয়ে চিঠি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিরি-আ লিগের শৃঙ্খলা কমিটির বিচারক কর্তৃক তাঁকে ৫৪০০ ডলার জরিমানা করা হয়। সিরি এ লিগের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান বলেছেন, আলেগ্রি রেফারির সঙ্গে বিতণ্ডাতেই নয়, পাশাপাশি তাঁকে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গিও করেছেন। খেলা শেষে ইতালির মিডিয়ার সঙ্গেও বাজে ব্যবহার করেছে জুভ কোচ। সেই কারণে তাঁকে ফেডারেশন আরও কড়া শাস্তি দিতে পারে।

বিশ্বকাপের আগে দলে কোনও সমস্যা নেই। শাহিন আফ্রিদি

ইসলামাবাদ, ১৮ মেঃ মাত্র চার মাসের জন্য অধিনায়ক করা হয়েছিল তাঁকে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে। আবার দায়িত্ব পেয়েছেন বাবর আজম। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কি সব কিছু ঠিক নেই পাকিস্তান দলে? ঘরোয়া কোন্দলে কি সমস্যা বাড়ছে? জবাব দিলেন শাহিন। শাহিনের মতে, তাঁদের দল একটি পরিবারের মতো। পরিবারে সামান্য মনোমালিন্য হতেই পারে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের একটি ভিডিয়োতে শাহিন বলেন, ''কখনও কখনও পরিবারে সামান্য মনোমালিন্য হতেই পারে। ভাইদের মধ্যেও হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দলে কোনও সমস্যা নেই।'' শাহিন জানিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকে একে অপরের সাফল্য উপভোগ করেন। একটি দল হিসাবে খেলেন। শাহিন বলেন, ''আমাদের দলের ক্রিকেটারেরা একে অপরের কথা শোনে। একে অপরের সাফল্য উপভোগ করে। আমাদের কাজ হল ক্রিকেট খেলা। ম্যাচ জিতে দেশের মানুষকে আনন্দ দেওয়া।'' বিশ্বকাপের আগে দলে কোনও সমস্যা নেই বলে জানিয়েছেন শাহিন। তাঁর নিজের ফর্ম নিয়েও কথা বলেছেন তিনি। শাহিন বলেন, ''আমরা দলগত ক্রিকেট খেলি। এখন ঝগড়ার কোনও জায়গা নেই। আমাদের এক লক্ষ্যে খেলতে হবে। আমি নিজের বোলিং উপভোগ করছি।''

বাংলা ফুটবলে নয়া দিগন্ত, আইএফএর সঙ্গে শ্রাচী গ্রুপের সাড়ে সাত কোটি টাকার চুক্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ মেঃ বাংলা ফুটবলে নবজোয়ার। আইএফএ-র (ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন) সঙ্গে শ্রাচী স্পোর্টস অ্যান্ড গ্রুপের ঐতিহাসিক মৌ চুক্তি শনিবার স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রতিবছরে আইএফএ-কে তারা দেবে আড়াই কোটি টাকা। তিন বছরে যার পরিমাণ সাড়ে সাত কোটি টাকা। শনিবার দুপুর মধ্য কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে দুই সংস্থার মধ্যে চুক্তি হয়েছে। বাংলা ফুটবলের উন্নতির লক্ষ্যে শ্রাচী গ্রুপ এবার থেকে পাশে থাকবে। তাদের হয়ে ছিলেন কর্ণধার রাহুল টোডি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর তমাল ঘোষাল, এ কে সিংয়ের মতো আধিকারিকরা। আইএফএ-র পক্ষে সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছেন, কলকাতা লিগ, আইএফএ শিল্ড এবং আইএফএ-র ফুটসলের শ্রাচী গ্রুপ পৃষ্টপোষকতা করবেন। আইএফএ কর্তারা নানা পরিকল্পনা দেবেন, সেটিকে বাস্তবায়িত করবে ওই গ্রুপ অব কোম্পানিজ। এমনকী বাংলা ফুটবলের লক্ষ্যে ৩০০ জন খুদে ফুটবলার নিয়ে একটি আধুনিকমানের আবাসিক অ্যাকাডেমি করা হবে বলে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, আইএফএ এর আগে ১৯৯৫ সালে ইএসপিএনর সঙ্গে দশ বছরের জন্য (১৯৯৫-২০০৪) চুক্তি করেছিল। সেবার প্রতি বছরে চুক্তি হয়েছে এক কোটির বেশি, দশ বছরে প্রায় ১১ কোটি টাকা। বাংলা ফুটবলে সাপ্লাইলাইন তৈরি হচ্ছে না দীর্ঘদিন ধরে। সেটি মাথায় রয়েছে বাংলা ফুটবলের কর্তাদের। আগে ভারতীয় দলে বাংলা থেকে মোট সাত-আটজন প্রতিনিধি থাকত। বর্তমানে জাতীয় দলে বাংলার প্রতিনিধি দূরবীন দিয়ে খুঁজতে হয়। সেই নিয়ে অনুষ্ঠানে হাজির থাকা প্রাক্তন ফুটবলার নামী

গোলরক্ষক ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ''এগুলি রূপায়ণের জন্যই শ্রাচী গ্রুপের হাত ধরেছে আইএফএ। আমাদের লক্ষ্যই হবে ভবিষ্যতে বাংলা ফুটবল থেকে তারকা তুলে আনা।'' আইএফএ-র চেয়ারম্যান তথা ফেডারেশনের প্রাক্তন সিনিয়র সহ সভাপতি সুব্রত দত্ত জানান, এই চুক্তির জন্য কলকাতা লিগ, শিল্ড কিংবা ফুটসলের সামগ্রিক উন্নতি হবে তাই নয়, বরং বাংলা ফুটবলের উন্নতিতে ব্যাপক সাড়া পড়বে। অনুষ্ঠানে এদিন আইএফএ-র হাতে প্রাথমিক অর্থ ১১ লক্ষ টাকা চেক দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে তারা অর্থ দেবে। শুধু তাই নয়, কোচদের উন্নতির লক্ষ্যে বিদেশ থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোচদের নিয়ে এসে বিশেষ ট্রেনিং কর্মসূচীও নেওয়া হবে। শ্রাচী গ্রুপের কর্ণধার রাহুল টোডি জানিয়েছেন, ''বাংলা ফুটবলে আজ থেকে নবজাগরণ ঘটেছে। আইএফএ শতাব্দীপ্রাচীন একটি সংস্থা, তাদের পাশে থেকে বাংলা ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করছি আমরা।'' কলকাতা লিগে তিন প্রধানের মধ্যে শুধু মহামেডান স্পোর্টিং সিনিয়র দল খেলায়। বাকি দুই প্রধান মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল জুনিয়র দল নিয়ে খেলে। তাতে লিগ ও শিল্ডের পুরনো জৌলুস ফিকে হয়েছে। সেই নিয়ে আইএফএ সচিব বলেন, ''আমাদের কাছে বড় দল কিংবা ছোট দল অগ্রাধিকার নয়, আমাদের কাছে ভাল খেলা, আর মাঠে দর্শক আসছে কীনা সেটাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত।'' লিগ, শিল্ডের খেলা সম্প্রচার স্বত্ব, সেই ম্যাচগুলির ব্র্যান্ডিং, স্পনসর যাবতীয় বিষয়গুলি দেখবে শ্রাচী গ্রুপ, আর আইএফএ সেইগুলি নিয়ে নানা পরিকল্পনা করবে। এমনকী এই গ্রুপ কাজ করবে টেনিস, ব্যাডমিন্টনের উন্নতির লক্ষ্যেও। টেনিসের এই গ্রুপকে আর্থিকভাবে সহায়তা করে থাকেন কিংবদন্তি লিয়েন্ডার পেজও। এই অনুষ্ঠানে এছাড়াও হাজির ছিলেন আইএফএ-র চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন ক্রিকেটার শরদিন্দু মুখোপাধ্যায় ও নামী কোচ আবদুল মুনায়েম প্রমুখ।

ইউরোর ফ্রান্স দলে চমক, ২ বছর পর দলে ফিরলেন কান্তে

প্যারিস, ১৮ মেঃ দারুণ চমক রেখে ইউরো ২০২৪ সালের আসরের জন্য ২৬ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ফ্রান্স। ২ বছর পর দলে ফরাসি দলে ফিরেছেন এনগোলা কান্তে। ২০২২ সালের জুনের পর থেকে আর ফ্রান্সের জার্সিতে খেলার সুযোগ পাননি কান্তে। চোটের কারণে মিস করে ফেলেছেন ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপও। তবে ২০১৮ সালের বিশ্বকাপ দলে ছিলেন এই তারকা মিডফিল্ডার। চোটের কারণে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব চেলসিতেও অনিয়মিত ছিলেন কান্তে। এক পর্যায়ে চেলসি ছেড়ে সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল ইতিহাদে যোগ দেন ফরাসি এই মিডফিল্ডার। বিশ্বকাপ রানার্স আপ কোচ দিদিয়ের দেস এই দলে জায়গা পেয়েছেন অলিভার জিরো। কিলিয়ান এমবাপে ও অ্যান্তোনিও গ্রিজম্যাননের সঙ্গে ফরাসিদের আক্রমণভাগে খেলতেন তিনি। শেষবার ২০০০ সালের আসরে ইউরোর শিরোপা জিতেছিল ফ্রান্স। এরপর প্রায় ২৪ বছরে আর ট্রফি ছুঁতে পারেনি ফরাসিরা। গতবার শেষ ষোল থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে এমবাপেদের। ফ্রান্সকে বিদায় করে সেরা আটে উঠেছিল সুইজারল্যান্ড। উল্লেখ্য, আগামী ১৪ জুন শুরু হবে ইউরো ২০২৪ সালের আসর। ইউরোপের সেরা ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে জার্মানি।

২০২৪ সালের ইউরোতে ফ্রান্স দল। গোলরক্ষক-ব্রাইস সাম্বা, মাইক ম্যাগনান, আলফোনস আরেওলা। ডিফেন্ডার-জোনাথন ক্লজ, জুলেস কাউন্ডে, বেঞ্জামিন পাভার্ড, ইব্রাহিমা কোনাতে, ডেওট উপমেকানো, উইলিয়াম সালিবা, থিও হার্নান্দেজ, ফারল্যান্ড মেন্ডি। মিডফিল্ডার-অরেলিয়েন চুয়োমেনি, এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা, এনগোলো কান্তে, ওয়েসলি ফোফানা, আদ্রিয়ান রাবিওট, ওয়ারেন জাইরে-এমেরি। ফরোয়ার্ড-কিলিয়ান এমবাপে, অলিভার জিরো, অ্যান্তোনিও গ্রিজম্যান, ওসুমানে ডেম্বেলে, মার্কাস থুরাম, ব্র্যাডলি বারকোলা, রান্ডাল কোলো মুয়ানি, কিংসলে কোমান।

এমএলএসে মেসির বেতন ২৫টি ক্লাবের স্কোয়াডের চেয়ে বেশি

ফ্লোরিডা, ১৮ মেঃ যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে লিওনেল মেসির বাৎসরিক বেতন ২ কোটি ৪৪ লাখ ডলার। মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির বেতন অন্য যেকোনো খেলোয়াড়ের চেয়ে অনেক বেশি। শুধু কি তাই, এমএলএস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের গতকাল প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, লিগে ২৫টি ক্লাব নিজেদের স্কোয়াডকে যে বেতন দেয়, মেসির বেতন তার চেয়েও বেশি। এমএলএসে খেলোয়াড়দের এই সংগঠন লিগে পারিশ্রমিক নিয়ে নিয়মিতই তথ্য প্রকাশ করে। এই তালিকায় ৮ বারের ব্যালন ডি'অরজয়ী মেসির বেতন বাকিদের চেয়ে বেশি হবে, সেটাই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিতও। মেসির নিট বেতন ১ কোটি ২০ লাখ ডলার। বিভিন্ন বোনাস সহকারে সব মিলিয়ে অঙ্কটা দাঁড়ায় ২ কোটি ৪৪ লাখ ৬ হাজার ৬৬৭ ডলার। তবে প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশ করা নথিতে মেসির বেতনের সঙ্গে তাঁর বাণিজ্যিক চুক্তি, এনডোর্সমেন্ট ও স্পনসর চুক্তি থেকে আয় যোগ করা হয়নি। যেমন অ্যাপল ও অ্যাডিডাসের সঙ্গে স্পনসর চুক্তি রয়েছে মেসির। স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনায় ২০১৭ সালে চার বছরের চুক্তি সই করেছিলেন মেসি। সেই চুক্তিতে প্রতি মরসুমে ১৩ কোটি ৮০ লাখ ইউরো করে আয় করতেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। এর মধ্যে বেতন এবং অন্যান্য বিষয়ও (অ্যাড ওনস) সংযুক্ত ছিল। বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষে ক্লাবটি ছেড়ে ২০২১ সালের আগস্টে যোগ দেন ফরাসি ক্লাব পিএসজিতে। সেখানে প্রতি মরসুমে আয় করতেন ৩ থেকে সাড়ে ৩ কোটি ইউরো। পিএসজি ছেড়ে গত বছর জুলাইয়ে মায়ামিতে যোগ দেন মেসি। ক্লাবটির সঙ্গে তাঁর বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ২০২৫ মরসুম শেষ হওয়া পর্যন্ত। তবে ৩৬ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড এখনো সম্ভবত বার্সার কাছ থেকে টাকা পেয়ে থাকেন। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে বার্সা সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা জানিয়েছিলেন, ২০২৫ সাল পর্যন্ত মেসির বকেয়া বেতন পরিশোধ করে যাবে কাতালান ক্লাবটি। মেসি এমএলএসে যাওয়ার আগে প্রতিযোগিতাটিতে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া খেলোয়াড় ছিলেন টরন্টো এফসির ইতালিয়ান স্ট্রাইকার লরেঞ্জো ইনসিনিয়ে। এখন তিনি তালিকায় দ্বিতীয় কানাডিয়ান ক্লাবটি থেকে বছরে ১ কোটি ৫৪ লাখ ডলার আয় করেন ইনসিনিয়ে। তৃতীয় মেসির প্রাক্তন বার্সেলোনা সতীর্থ ও বর্তমান মায়ামি সতীর্থ সের্হিও বুসকেটস। ৩৫ বছর বয়সী স্প্যানিশ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মায়ামিতে ৮৮ লাখ ইউরো আয় করেন। মেসির আরও দুই প্রাক্তন বার্সা সতীর্থ আছেন মায়ামিতে। উরুগুয়ে ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজ ও স্প্যানিশ ফুলব্যাক জর্দি আলবা। দুজনের প্রত্যেকে বছরে ১৫ লাখ ডলার করে আয় করেন মায়ামিতে। এমএলসে মোট ২৯টি দল ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সে বিভক্ত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এর মধ্যে প্রত্যাশিতভাবেই খেলোয়াড়দের সর্বোচ্চ বেতন দেওয়া ক্লাব মায়ামি। খেলোয়াড়দের মোট ৪ কোটি ১৬ লাখ ডলার বেতন দেয় ক্লাবটি। ৩ কোটি ১৪ লাখ ডলার বেতন দিয়ে দ্বিতীয় টরন্টো। বর্তমান লিগ চ্যাম্পিয়ন কলম্বাস ক্রুজ বেতন দেয় ১ কোটি ৫১ লাখ ডলার। মায়ামিতে মেসি এমন অনেকের সঙ্গেই ড্রেসিংরুম ভাগ করেন, যাঁদের বেতন তাঁর তুলনায় খুবই কম। মায়ামির

স্কোয়াডে নিয়মিত মুখ ডিফেন্ডার নোয়া অ্যালেনের বাৎসরিক আয় ৯১ হাজার ৩৮৩ ডলার। এবার এমএলএসে খেলোয়াড়দের গড় বেতন ৫ লাখ ৯৪ হাজার ৩৯০ ডলার। গত বছরের তুলনায় এবার ১২.১ শতাংশ বেড়েছে বেতন দেওয়ার হার। এমএলএসে 'বিশিষ্ট খেলোয়াড়' নিয়মের অধীনে মেসিকে প্রচুর বেতন দিয়ে নিজেদের দলে টানতে পেরেছে মায়ামি। এই নিয়ম চালু করার পরই ২০০৭ সালে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন মিডফিল্ডার ডেভিড বেকহাম লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সিতে যোগ দিয়েছিলেন। সেই বেকহাম এখন মায়ামির সহমালিক। গ্যালাক্সিতে বেকহামের নিট বেতন ছিল বছরে ৬৫ লাখ ডলার। চুক্তির অন্যান্য সব বিষয় মিলিয়ে পাঁচ বছরে প্রায় ৫ কোটি ডলার আয় করেছেন বেকহাম। এমএলএসে অন্য খেলোয়াড়দের তুলনায় বেতনে মেসি অনেক এগিয়ে থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য খেলাধুলার তারকাদের চেয়ে বেশ কম আয় করেন তিনি। এনএফএলের দল সিনসিনাটি বেঙ্গলসের কোয়ার্টারব্যাক জো বারো গত বছর দলটির সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি সই করেন। এই চুক্তির অধীনে প্রতি মরসুমে সাড়ে ৫ কোটি ডলার করে আয় করবেন বারো। এনএফএলে এটা নতুন রেকর্ড। বাস্কেটবল লিগ এনবিএ-তে সবচেয়ে বেশি আয় করা গোল্ডেন স্টেট ওয়ারিয়র্সের স্টিফেন কারি প্রতি মরসুমে ৫ কোটি ১৯ লাখ ডলার করে আয় করেন।

মেসি-বার্সা চুক্তির সেই ন্যাপকিন পেপার নিলামে বিকোল ৮৩২৯৮৮৫০ টাকায়!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

গল্পটা সবারই জানা। ১৩ বছর বয়সী লিওনেল মেসি ও একটি ন্যাপকিন পেপারের গল্প। ২০০০ সালে বার্সেলোনার ট্রায়ালে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন মেসি। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সে বছরের ১৪ ডিসেম্বর বার্সেলোনা টেনিস ক্লাবে মেসির সঙ্গে চুক্তি করেছিল কাতালান ক্লাবটি। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডকে যেন অন্য কোনো ক্লাব নিতে না পারে, সে জন্য তাড়াহুড়া করে একটি ন্যাপকিন পেপারের ওপর সেই চুক্তি করা হয়েছিল। গত ফেব্রুয়ারিতে জানা গিয়েছিল, ঐতিহাসিক সেই ন্যাপকিন পেপার মার্চে নিলামে তুলবে ব্রিটিশ নিলামপ্রতিষ্ঠান বোনহামস। মার্চে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছিল, ন্যাপকিন পেপারের দাম ৬ লাখ ৩৫ হাজার ডলার পর্যন্ত উঠতে পারে। কিন্তু মেসি-বার্সা সম্পর্ক শুরুর সেই ঐতিহাসিক 'দলিল'-এর দাম আসলে প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছে। নিলামকারী প্রতিষ্ঠান বোনহামস জানিয়েছে, শুক্রবার ন্যাপকিন পেপারটি নিলামে ৯ লাখ ৬৫ হাজার ডলারে (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮ কোটি ৩২ লাখ টাকা) বিক্রি হয়েছে। নিলামে ন্যাপকিন পেপারের ভিত্তিমূল্য ছিল ৩ লাখ ডলার। মেসিকে নিজেদের জন্য পেতে ন্যাপকিন

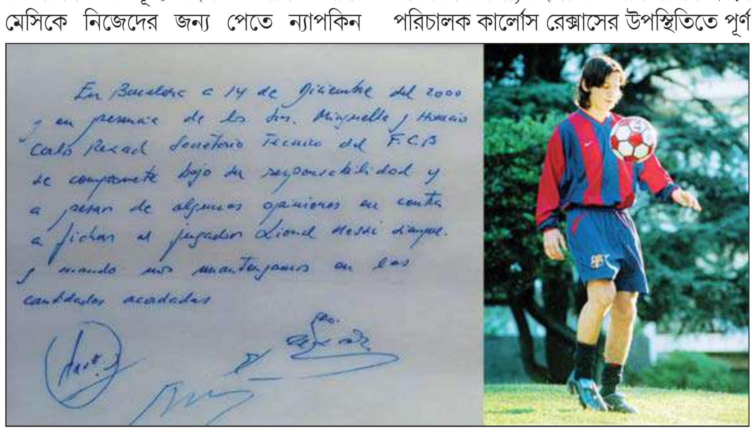

পেপারে প্রাথমিক চুক্তি সারার পর আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি করেছিল বার্সা। বাকিটা ইতিহাস। বার্সার হয়ে এমন কোনো শিরোপা নেই, যা জেতেননি মেসি। তাঁর কিংবদন্তি হয়ে ওঠার যাত্রা শুরুও ক্যাম্প ন্যুর ক্লাবটি থেকেই। ন্যাপকিন পেপারে করা সে চুক্তিতে লেখা ছিল, 'বার্সেলোনায় ১৪ ডিসেম্বর, ২০০০ সালে মিনগেলা, হোরাশিও আর বার্সার ক্রীড়া পরিচালক কার্লোস রেক্সাসের উপস্থিতিতে পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে নির্দিষ্ট অঙ্কে লিওনেল মেসিকে সই করানোর ব্যাপারে একমত হওয়া গেল।' আর্জেন্টাইন এজেন্ট হোরাশিও গ্যাগিওলি প্রথমে মেসির নাম সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে ন্যাপকিন পেপারে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়। বোনহামস জানিয়েছে, ন্যাপকিন পেপারটি গ্যাগিওলির কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি নিলামে যে দামে বিক্রি হয়েছে, সেখান থেকে একটি অংশ অনলাইন নিলামের প্রশাসনিক ফি হিসেবে দিতে হবে-এটি 'ক্রেতার প্রিমিয়াম'। ন্যাপকিন পেপারে নীল কালিতে চুক্তি লেখা হয়েছিল। মেসির বাবা জর্জ মেসি তাঁর ছেলেকে আর্জেন্টিনায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। জর্জকে আশ্বস্ত করতে বার্সা তড়িঘড়ি করে ন্যাপকিন পেপারে চুক্তিটি সম্পন্ন করে। এই ন্যাপকিন পেপারে গ্যাগিওলি, মিনগেলা ও রেক্সার্সের সই আছে। ঘটনাস্থলে একজন ওয়েটারের কাছে কাগজ চেয়েছিলেন বার্সার তখনকার ক্রীড়া পরিচালক রেক্সার্স। কিন্তু সেই ওয়েটারের কাগজের বদলে তাঁকে একটি সাদা ন্যাপকিন পেপার দেন। বার্সার হয়ে ৪ বার চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ১০ বার লা লিগা জয়ের পর ২০২১ সালে মেসি যোগ দেন পিএসজিতে। গত বছর ফরাসি ক্লাবটি ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন মেসি।

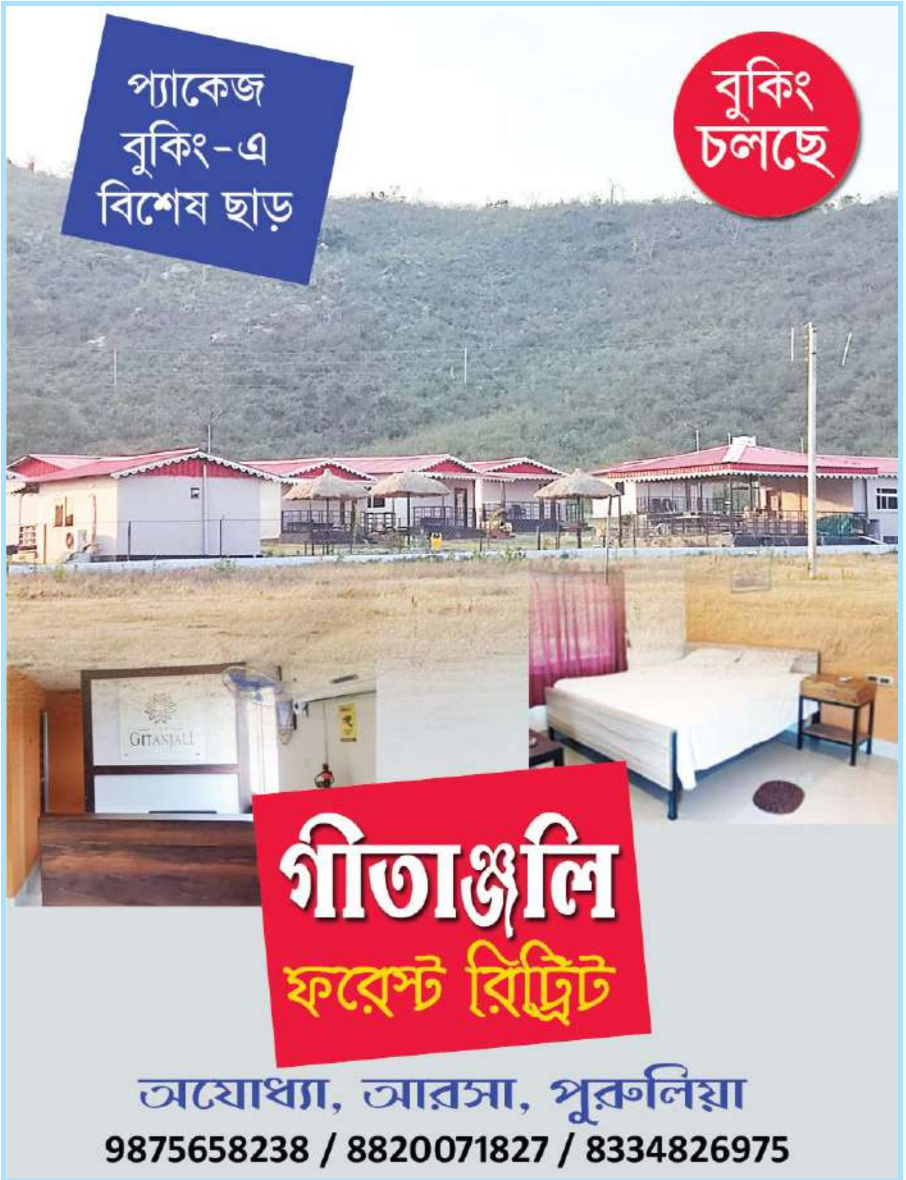

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com